কাব্য-দীপালি

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

ও

শ্রীনরেন্দ্র দেব



কলিকাতা

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স

যাঁরা বাংলা ভাষার প্রথম-প্রভাতের কবি,

যাঁরা অসামান্য প্রতিভা-বলে

এ দেশে কাব্য-সাহিত্য

সৃষ্টি করেছেন

তাকে সুসমৃদ্ধ ক'রে গেছেন,

বিগত যুগের সেই সকল বরেণ্য কবি

অমর স্মৃতির উদ্দেশে

এই

কাব্য-দীপালি

শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ ক'রে

ধন্য হলেম



ভূমিকা

কবিতাই সাহিত্যের জননী। তাই সকল দেশের সাহিত্যেই কবিতা চিরদিন মাথার মণি হয়ে আছে। এ দেশেও তার আসনখানি কোনও দিন ধূলায় লুটায়নি। কবির একটা বিশেষ আদর ও সম্মান যে এখানে বরাবরই ছিল ও আছে একথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দু'এক খানি স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া এদেশের বিভিন্ন কবিদের রচনার পরিচয়জ্ঞাপক কোনও একখানি কাব্য-সংগ্রহ এপর্য্যন্ত এদেশে প্রকাশিত হয়নি। এটা আমাদের জাতির ও জাতীয়-সাহিত্যের পক্ষে কলঙ্কেরই পরিচায়ক। অন্যান্য দেশের সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থের অভাব নেই। আমাদের দেশের সাহিত্য-বিভাগের সেই লজ্জা-নিবারণের জন্যই কাব্য-দীপালির আয়োজন।

এই গ্রন্থে আমি কেবলমাত্র একালের কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলীর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় একত্র করবার চেষ্টা করেছি। বর্ত্তমান যুগের ও সর্ব্বযুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কবি পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে আমি একেবারে আজকের দিনের সদ্য-সমাগত কয়েকটি তরুণ কবির সুন্দর রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এর নামকরণ ক'রে দিয়ে আমাকে আশাতীত অনুগ্রহ করেছেন।

কাব্য-দীপালিতে যে শ্রেণীর কবিতা আমি নির্ব্বাচিত করেছি, তার অধিকাংশই Lyrics বা গীতিকাব্য-জাতীয়। যে সকল কবি কেবল মাত্র সঙ্গীত রচনা ক'রেই খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের রচনাও এতে গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকেরই একাধিক কবিতা নির্ব্বাচিত ক'রেও স্থানাভাবে শেষ পর্য্যন্ত কাব্য-দীপালিতে সাজাতে পারিনি। দৈর্ঘ্যাধিক্যের জন্যও কয়েকটি সু-কবিতা আমি অনিচ্ছার সঙ্গে বর্জ্জন ক'রতে বাধ্য হয়েছি।

বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত পুরুষ এবং মহিলা কবিদের অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ এবং নানা মাসিক পত্রের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাবলী আলোড়ন ক'রে এরূপ একখানি নির্ব্বাচিত বিরাট কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করা যে একান্ত পরিশ্রম ও ব্যয়সাধ্য একথা বলাই বাহুল্য। এই দুরূহ কার্য্য আমার পক্ষে একা সম্পাদন ক'রে ওঠা বোধ হয় কিছুতেই সম্ভবপর হ'তনা, যদি—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী ও 'মৌচাক' পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুহৃদবর

শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ও উদ্যোগী হ'য়ে অকুণ্ঠিত ব্যয়ে এখানি প্রকাশ করবার ভার না নিতেন।

আমার কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের সবারই কাছে এই বইখানির জন্য আমার কিছু না কিছু কৃতজ্ঞতার ঋণ জমা হ'য়ে উঠেছে, তার মধ্যে সুকবি শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু ও ঔপন্যাসিক কবি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ঋণ বোধ হয় অপরিশোধনীয়। এঁরা কবিতা সংগ্রহ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রুফ্ দেখা পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যেই প্রকৃত বন্ধুর মত আমার সহায়তা করেছেন। তবু ছাপাখানার ভূতের হাত এড়ানো বোধ হয় একটা অসাধ্য ব্যাপার, তাই নানাস্থানে ভুলচুক্ ও ক্রটী-বিচ্যুতি থেকে গেল!

কাব্য-দীপালিকে যথাসাধ্য শোভন ক'রে প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে বন্ধুবর সুধীরচন্দ্র একে সচিত্র ক'রে তুলেছেন। এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ ক'রে বহু বিখ্যাত শিল্পীর মোহন তুলিকার যাদুস্পর্শও এই সংগ্রহের মধ্যে সংগৃহীত হয়েছে, সুতরাং এ বই-খানিকে এদিক থেকে বোধ হয় চিত্র-দীপালিও বলা যেতে পারে! কাব্য-দীপালির সমস্ত কবির রচনা সচিত্র ক'রে তোলা বহুব্যয় সাধ্য ব'লে কেবল-মাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিই চিত্রিত করা হয়েছে, আশা করি অন্যান্য কবি বন্ধুরা কেউ ক্ষুণ্ণ হবেন না। যাঁদের কবিতা আমি সুযোগ ও সময়াভাবে সংগ্রহ ক'রে উঠতে পারিনি বলে কাব্য-দীপালিতে দিতে পারলেম না, তাঁদের কাছে আমি সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং যে-সব কবি ও প্রকাশক তাঁদের রচনা প্রকাশে আমাকে অনুমতি দিয়ে অনুগৃহীত করেছেন তাঁদের সকলকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দুর্ভাগ্যক্রমে অনুমতির অভাবে আমি কোন কোন কবির রচনা ইচ্ছাসত্ত্বেও এই গ্রন্থে প্রকাশ করতে পারলেম না। আশা করি এই কাব্য-দীপালি রসবেত্তা সুধী-সজ্জনের অন্তরলোক ক্ষণকালের জন্যও আলোকিত ক'রে তুলতে পারবে। ইতি

৩নং মুক্তারাম রো
কলিকাতা
৩০শে বৈশাখ ১৩৩৪

বিনীত
শ্রীনরেন্দ্র দেব

ভূমিকা

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

কাব্য-দীপালির প্রথম সংস্করণ বৎসর শেষ হবার আগেই নিঃশেষিত হ'য়েছিল, কিন্তু, সম্পাদকের সময়াভাববশতঃ তিনি দ্বিতীয় সংস্করণে বহুদিন হাত দিতে পারেন নি। প্রথম সংস্করণে আমি যে সামান্য একটু সাহায্য ক'রেছিলাম তাঁকে, সেটা তাঁর কাজে লাগায় তিনি আমাকেই এবার তাঁর সহকারী সম্পাদক ক'রে নিয়ে অনেকদিন পরে দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়েছেন। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণের ভালো মন্দর জন্য আমি তাঁর সঙ্গে সমানভাবেই দায়ী।

আমরা এবার কাব্য-দীপালিতে যে সব গীত-কবিতা নির্ব্বাচিত ক'রে দিয়েছি তার অনেক গুলিই প্রেমাত্মক। দ্বিতীয় সংস্করণের কাব্য-দীপালিকে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রযুগের শ্রেষ্ঠ গীত-কবিতার সঙ্কলন বলা যেতে পারে! প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ কবিতাই বর্জ্জন ক'রে সেস্থলে তৎতৎ কবির নূতন নূতন কবিতা সংযোজন করা হয়েছে, এবং যে সব কবির রচনা প্রথম সংস্করণে দিতে পারা যায়নি এবার তাঁদেরও অনেকের রচনা দ্বিতীয় সংস্করণে সন্নিবেশিত হ'য়েছে। বাংলার কাব্য-সাহিত্যের গত পঞ্চাশ বছরের পরিচয় এই সঙ্কলনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

প্রথম সংস্করণে যে সব দোষ ত্রুটি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও সমালোচকেরা আমাদের জানিয়েছিলেন, যতদূর সম্ভব আমরা সেই অনুসারে এবার বহু পরিবর্ত্তন করেছি। প্রথম সংস্করণের কবিদের মধ্যে একজন শক্তিশালী নূতন কবি দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর রচনা প্রকাশ করতে অনুমতি না দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁর রচনা বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি। দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্য-দীপালির আকার অনেকখানি বেড়ে ওঠায়, এবার মূল্য কিছু বৃদ্ধি করতে হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের কাব্য-দীপালি যদি সকল দোষ ত্রুটী সত্ত্বেও প্রথম সংস্করণের চেয়ে কাব্যরসিকদের মনোরঞ্জন ক'রতে পারে— তবেই আমার সার্থকতা।

"দেবালয়", লিলুয়া
১লা আষাঢ় ১৩৩৮

শ্রীরাধারাণী দেবী

চিত্র-সূচী





আমার দেবীর দেউলের দ্বারে এ যুগের যত কবি
এনেছে তাদের পূজার অর্ঘ্য—যজ্ঞের হোম-হবি,
প্রতিভার যত উজ্জ্বল-শিখা,
কালের ফলকে অক্ষয়-লিখা
চলেছে আঁকিয়া কল্প-লোকের ছন্দ-রঙীন ছবি—

তাদেরই ভাবের সাগর ছানিয়া মনের মাণিক তুলি
গড়েছি আমার এই দীপালির দীপ্ত প্রদীপগুলি!
চিত্ত যাদের সবুজ সরস
যাদের তুলির তরল পরশ
স্বপন-পুরীর দখিন-দুয়ার জগতে দিয়াছে খুলি—

আলোকে পুলকে ভূলোকে ঢালিয়া অলোক-অমৃত ধারা
বর্ত্তমানের-মর্ত্ত্য-মরুরে স্বর্গ করিল যারা
যাদের ছন্দ-বন্দনা-গীতে
জাগে উন্মদ আনন্দ চিতে
ভাব-বিহ্বল আবেশে অবশ নিখিল আত্মহারা—

শত বিস্মৃত-লুপ্ত-স্মৃতিরে জিয়াইয়া যারা তোলে,
যাদের আঁখির আগে অনুরাগে প্রকৃতি ঘোমটা খোলে,
অরূপে যাহারা দেয় নানা রূপ,
ভাব-শতদল-কমল-মধুপ—
যাদের মেদুর-মৃদু গুঞ্জনে পরাণ উলসি দোলে—

অখিল-মনের অনুভূতি মাঝে যাহারা জাগায় সাড়া
যাদের কণ্ঠ-নিঃসৃত-গীত বিশ্বেরে দেয় নাড়া,
যাদের মুরলী-স্বর-মূর্চ্ছনা
মর্ম্মরি' তোলে মর্ম্ম-বেদনা,
ধ্যান-লোক-পথে বন্দী-হৃদয় আনন্দে পায় ছাড়া—

গেয়ে যায় যারা—গত—সমাগত—অনাগতদের গান,
ত্রিকালদর্শী ত্রিলোকস্পর্শী যাহাদের অবদান,
রচি 'অভিনব প্রকাশের ধারা
মূকেরে মুখর করিয়াছে যারা
হতাশের বুকে তুলে দুরাশার নব-নব-কল-তান—

অন্ধে দানিয়া আনন্দ-আলো, অকূলে মিলায়ে তীর
পাষাণেরও বুক চিরিয়া যাহারা বহায়েছে ক্ষীর-নীর
সেই যোগী-জন-অমৃত-মন্ত্র
চির-তরুণের জীবন-তন্ত্র
দিয়াছে আজিকে উজলি 'আমার দীপ-শিখা আরতির!

দেবী-মন্দিরে ওই শোনো উঠে তাহাদেরই কলরব,
জলে দীপমালা—রত্নাবলীর—দীপালি-মহোৎসব!
জলে কৌস্তুভ-মণি মনোহর
বৈদূর্য্যের জ্যোতি সুন্দর
শত বিচিত্র বরণ-বিভায় অপরূপে অনুভব!

ঝলকিছে কত মতি, মরকত, নীলার নীলাঞ্জন,
হিরণ্য-দ্যুতি, পান্না প্রবাল, রজতাভা, কাঞ্চন,
শ্যাম-সেতারের চমকিছে সুর
হাসে পোখরাজ, গোমেদ মধুর,
ফিরোজার ফিকে রোসনাইটুকু, চুনী-মণি অগণন!

* * * *

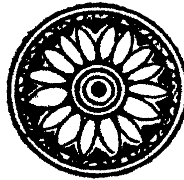
দেবীর ললাটে পরায়েছে যারা নবীন-উষার টিপ,
চরণে দিয়েছে বকুল চম্পা, সজল কেতকী নীপ।
এই আরতির শতেক শিখায়
কণ্ঠ তাদের শোন'গো কি গায়?
জেলেছি আজি এ নব-দীপালিতে তা'দেরই প্রাণের দীপ!

এ মোর দীপ্ত-দীপালি-প্রভার দর্পণে দে'ছে ধরা
কতনা দয়িত-দিঠির দেউটি প্রাণের দরদে ভরা!
এ যেন গগনে গোধূলি-দীপালি
চন্দ্র-তারার ছন্দ-মিতালি
ভুবন-জনের অন্তর-লোক আনন্দে আলো করা!

শ্রীনরেন্দ্র দেব




সূচীপত্র





কাব্য দীপালি

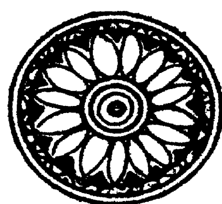


—বর্ষা-মঙ্গল—

শিল্পী—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—"গুরু গর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে—!"

রবীন্দ্রনাথ—



উজ্জীবন

ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু

রুদ্র-বহ্নি হ'তে লহো জ্বলদর্চ্চি তনু।

যাহা মরণীয় যাক্‌ ম'রে

জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধ'রে।

যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব

যাহা স্থূল, দগ্ধ-হোক্‌, হও নিত্য নব।

মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,

হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি'
অমৃত সে-মৃত্যু হ'তে দাও তুমি আনি'।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ,
উন্মুক্ত করুক্ অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয় রথ।
তিমির তোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথ-চক্র নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।
মৃত্যু হ'তে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





প্রেমের অভিষেক

তুমি মোরে ক'রেছ সম্রাট্‌। তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর ; তব রাজটিকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরনে। হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তা'রি মাঝে বসায়েছ ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ

সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি' সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি'; অমর বীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার। নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হ'তে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগ যুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের
গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।—

প্রেমের অমরাবতী
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে দীর্ঘ-নিঃশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ মর্ম্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথি-তলে, শকুন্তলা আছে বসি'
কর-পদ্ম-তল-লীন ম্লান মুখশশী
ধ্যানরতা;

পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে, মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে ল'য়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী; ভিখারী শিবের কোল

সদা আগুলিয়া আছে প্রিয়া পার্ব্বতীরে
অনন্ত ব্যগ্রতা পাশে; সুখ দুঃখ নীরে
বহে অশ্রু-মন্দাকিনী, মিনতির স্বরে
কুসুমিত বনানীরে ম্লানচ্ছবি করে
করুণায়; বাঁশরীর ব্যথা পূর্ণ তান
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুচ্ছায়ে করিছে সন্ধান
হৃদয় সাথীরে;—
হাতধ'রে মোরে তুমি
ল'য়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত-আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান;
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী; সেথা মোর সভাসদ্
রবি চন্দ্র তারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে সবে নব নব গান
নব অর্থভরা; চির-সুহৃদ্ সমান
সর্ব্ব চরাচর।
হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন;—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ,
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ;
সেই শত সহস্রের পরিচয় হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন,
মোরে তুমি লয়েছো তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে। অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান।

আজি

এই যে আমারে ঠেলি' চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগ-সুধা পানে
অঙ্গ মোর হ'য়েছে অমর ? তাহারা কি
পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি'
মন তব অভিনব লাবণ্য বসনে ?
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠ বাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহমন
পূর্ণ করি ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ-যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি' ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে, কমলার
চরণ কিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট।
হে মহিমাময়ী মোরে ক'রেছ সম্রাট।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



দান



হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান?
প্রভাতের গান?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবি-করে
আপনার বৃন্তটির 'পরে;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে?
কী তোমারে দিব আনি?
সন্ধ্যা-দীপ খানি?
এ দীপের আলো এযে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?
এ যে হায়,
পথের বাতাসে নিভে যায়।

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?
হোক ফুল, হোক্‌না গলার হার
তা'র ভার
কেনই বা স'বে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তা'রা ম্লান ছিন্ন হবে।
নিজ হ'তে তব হাতে যাহা দিব তুলি'
তা'রে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি',—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।

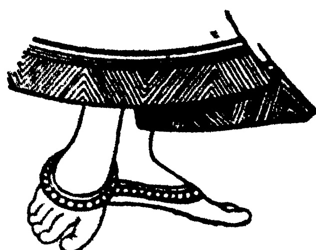
তা'র চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন-গন্ধে পুলকে চমকি'
দাঁড়াবে থমকি'
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।

যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর
দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হ'তে খসা
একটি রঙীন আলো কাঁপি' থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেইত্তো তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলেনা আপন নাম, পথেরে শিহরি' দিয়া সুরে
চ'লে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হ'তে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক্ ফুল, হোক্ তাহা গান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





উর্ব্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী ;
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী ;
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি',
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি ;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র-নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর-শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা ॥

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী !
আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড ল'য়ে বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো
পড়েছিলো পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি' অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী!
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা ল'য়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপ-দীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?
যখনি জাগিলে বিশ্বে, যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা॥

যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশী,
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি' দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবন-চঞ্চল,
তোমার মদির-গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধচিতে,
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি' যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি' উঠে ধরার অঞ্চল,

তব স্তনহার হ'তে নভস্তলে খসি' পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে॥

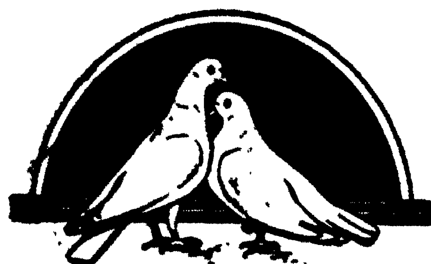
স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশী!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,
মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছো তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত-রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন-সঙ্গিনী॥

ওই শুন, দিশে দিশে তোমা লাগি' কাঁদিছে ক্রন্দসী—
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী!
আদিযুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হ'তে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন-আঘাতে
বারিবিন্দু-পাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
র'বে তরঙ্গিতে॥

ফিরিবেনা ফিরিবেনা—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচলবাসিনী উর্ব্বশী।
তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে ব'হে আসে,
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূরস্মৃতি কোথা হ'তে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি,
ঝরে অশ্রু-রাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





মদন ভস্মের পর

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে ক'রেছো এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছো তা'রে ছড়ায়ে।
ব্যাকুলতর বেদনা তা'র বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি,
অশ্রু তা'র আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুনমাসে নিমেষ মাঝে না জানি কা'র ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি' মুরছি' পড়ে অবনী॥

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রনা
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কী দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে।
কী কথা উঠে মর্ম্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা।
ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা॥

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে।
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণ মন উল্লাসি'
হৃদয়ে উঠে লতার মতো জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম ক'রে ক'রেছো এ কী, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





সাগরিকা

সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটীর' পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকণ সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকর-চূড় মুকুটখানি পরি' ললাট 'পরে
ধনুক-বাণ ধরি' দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,—
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী।"

চমকি' ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি' শিলা-আসন ফেলে',
শুধালে, "কেন এলে?"
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুল-বনে।"
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপা ফুল।
দুজনে মিলি' সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি',
ধূর্জটির মুখের পানে পার্ব্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরি-শিখর 'পরে
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
কাঁকন দু'টি ছিল দু'খানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে' দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি," কহিনু দ্বারে আসি'।
তরাস-ভরে চকিত-করে, প্রদীপখানি জ্বেলে,
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে ?"
কহিনু আমি, "রেখোনা ভয় মনে,
তনু দেহটী সাজাবো তব আমার আভরণে।"

চাহিলে হাসি-মুখে,
আধো-চাঁদের কনক-মালা দোলানু তব বুকে।
মকর-চূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতন-সাজ করিল ঝলমল।
মধুর হ'লো বিধুর হ'লো মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগর-জলে দোলে

ফুরালো দিন কখন্ নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরী-খানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এলো সাগর-তলে দারুণ ঢেউ তুলে'।
লবণ-জলে ভরি'
আঁধার রাতে ডুবালো মোর রতন-ভরা তরী।

আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে,
ভূষণ-হীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউল-দ্বার খুলি'
তেমনি ক'রে র'য়েছে ভ'রে ডালিতে ফুলগুলি।

হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগর-জলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিত-গীত-কলিত-কল্লোলে॥

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপ-খানি ধরি'।
এবার মোর মকর-চূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে;
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগর-কূলে তোমার ফুল-বনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কি না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



শুভক্ষণ



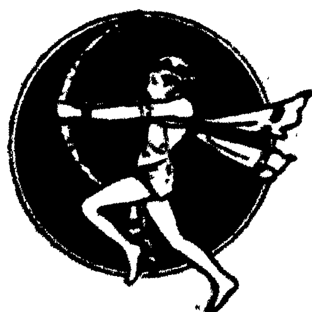
১

ওগো মা—

রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ ল'য়ে
রহিব বলো কী মতে?
বলে' দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব' আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরণের বাস?
মাগো, কী হ'লো তোমার, অবাক্‌-নয়নে
মুখ-পানে কেন চাস্?

আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়ন কোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে,
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে সুদূর পুরে ;—
শুধু সঙ্গের বাঁশী কোন্ মাঠ হ'তে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।
তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখ পথে,
ওগো, সে নিমেষ লাগি' না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



—বিজয়িনী—

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

"—অচ্ছোদ-সরসী নীরে রমণী যে দিন
নামিলা স্নানের তরে—"

রবীন্দ্রনাথ—



ত্যাগ

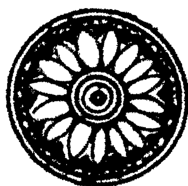
২

ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি' মোর
ঘরের সমুখ পথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণ-শিখর রথে।
ঘোম্‌টা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি' নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি' মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার 'পরে।
মাগো, কী হ'লো তোমার, অবাক-নয়নে
চাহিস্‌ কিসের তরে ?

মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয়নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধূলায় রহিল ঢাকা।
তবু রাজার দুলাল গেল চলি' মোর
ঘরের সমুখ পথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





তপোভঙ্গ

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্য-মনে গিয়েছো কি ভুলি',
হে ভোলা সন্ন্যাসী ?
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুক-মঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তা'রা অযত্নে গেলো কি সব ভাসি' ?
আশ্বিনের বৃষ্টি-হারা শীর্ণ-শুভ্র মেঘের ভেলায়
গেলো বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্ম্মম হেলায় ?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছো কি পাসরি' ?
দস্যু তা'রা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিলো শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙ্গা, হাতে দিলো মঞ্জিরা, বাঁশরী।
গন্ধ-ভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্য্য-রভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেলো ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরু দেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যান-মন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।
সে মন্ত্রে উঠিল মাতি' সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে মন্ত্রে নবীন-পত্রে জালি' দিলো অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।
বসন্তের বন্যা-স্রোতে সন্ন্যাসের হ'লো অবসান;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য্য তব
উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হ'লো আপনাতে আপন বিস্ময়।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ম্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।
সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে,
সে নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।
দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পান-পাত্র, আজ তা'র ঘুচালে পূর্ণতা ?
মুছিলে, চুম্বন-রাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে ?
অগীত সঙ্গীত-ধার,
অশ্রুর সঞ্চয়-ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্ন-ভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে ?
তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হ'য়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কাল-বৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি'
লুপ্ত দিনগুলি ?

নহে নহে, আছে তা'রা ; নিয়েছো তা'দের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখো সঙ্গোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্ত-ধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কি লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছো বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে
"নাহি রে। নাহি রে।"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তর-তলে
আলেয়ার আলো জলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিস্তব্ধ হ'য়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হ'য়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তা'রি সিংহাসন,
তা'রি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জ্জয়ের জয়-মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি'।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্ম-রণ-বেশে।

বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ ক'রে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।
বারে বারে তা'রি তূণ সম্মোহনে ভরি' দিব ব'লে
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চ'লে
মৃত্তিকার কোলে।

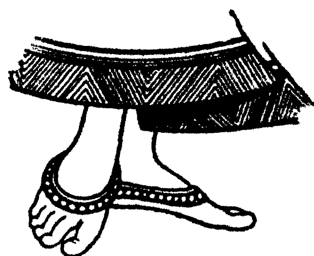
জানি জানি বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্য-মনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহ-তলে,
উমারে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্ত দুঃখ-দাহে।
ভগ্ন-তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণা-তন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
সেই কবি।

আমারে চেনো না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রা-রথ-তলে,
পুষ্প-মাল্য-মাঙ্গল্যের সাজি ল'য়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রাতঃসূর্য্য-রুচি।
অস্থি-মালা গেছে খুলে
মাধবী-বল্লরী মূলে,
ভালে পুষ্প-রেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি'।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি-গানে
কবির পরাণে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





বিজয়িনী

অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি' শিহরি'! সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লবশয়ন তলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে; কপোতদম্পতী
বসে শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসর কালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত,—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে,—আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে;—নূপুর রয়েছে পড়ি;

বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে
কনক দর্পণ খানি চাহে শূন্য পানে
কার মুখ স্মরি! স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লান সুন্দর
শ্বেত করবীর মালা,—ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মত।

পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুক ভরা আলিঙ্গন রাশি! সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়া তলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী,—সকম্পিত ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে—বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ,—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ'পরে, কহিতেছে বারম্বার
স্নেহের প্রলাপ বাণী—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিনী
জলে স্থলে নভস্তলে; সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া রৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে

বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মিতন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলিঘাতে সঙ্গীতঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল,—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া।

তরুতলে

স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল, বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসিনী প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল ;—তৃণাঞ্চিত তীরে
জল কলকল স্বরে মধ্যাহ্ন সমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে ল'য়ে টানি'
ধূসর ডানার মাঝে ; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চঞ্চল
ত্যজি কোন্ দূর নদী-সৈকত-বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ বহে'
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে

লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।
মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে,
পীত উত্তরীয় প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী মালা কুঞ্চিত কুন্তলে,
গৌর কণ্ঠতটে,—সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দরী
তরুণীর স্নানলীলা—অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তার, নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।

গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন করিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ; বসন্ত পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুদ্র কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী;
মুক্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি'।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল

বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্তদেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার,—সেবকের মত
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত-অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া।

ত্যজিয়া বকুল মূল মৃদুমন্দ হাসি
উঠিল অনঙ্গদেব।
সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমি'পরে
জানু পাতি' বসি, নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





তাজমহল

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্, সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজ-শক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন;
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক আকাশ—
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়!
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাহি যে সময়,
নাই নাই!
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে' দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই;
আবার শিশির রাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়-
নাই নাই, নাই যে সময়।
হে সম্রাট্, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে।

কণ্ঠে তা'র কি মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপ-হীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া

প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে—
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্য-দূত যুগ যুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া—
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে ;
তব সৈন্যদল—
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল—
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলি'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোল সাথে নহবৎ মিলায় না তান ;
তব পুর-সুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্ন-প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তি-ক্লান্তি-হীন,

তুচ্ছ করি' রাজ্য ভাঙা-গড়া,
তুচ্ছ করি' জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তা'র লাগি' নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।

মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার !
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।

যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছো তা, ধূলিরে ফিরায়ে।

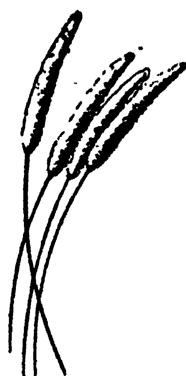
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি' পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হ'তে খসা।

তুমি চলে' গেছ দূরে,
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে
যত দূর চাই—
নাই, নাই, সে পথিক নাই

প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র-পর্ব্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে' আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





বর্ষামঙ্গল

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতী মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা?
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক্ স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী!
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুল-লোচনা,
ভূর্জ্জ-পাতায় নব গীত করো রচনা
মেঘমল্লার-রাগিণী!
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী!

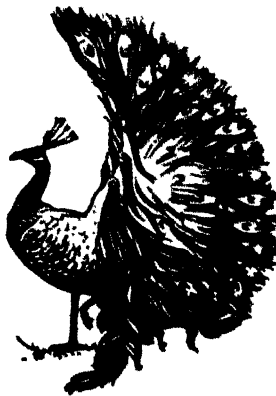
কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি' ল'য়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে!
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন-শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত-বিকশিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে।

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে;
শশি-তারা-হীনা অন্ধতামসী যামিনী;
কোথা তোরা পুর-কামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী;
শূন্যশয়নে কোথা জাগো পুর-কামিনী!

যূথি-পরিমল আসিছে সজল সমীরে
ডাকিছে দাদুরী তমালকুঞ্জ-তিমিরে,
জাগো সহচরী, আজিকার নিশি ভুলোনা
নীপশাখে বাঁধো ঝুলনা।
কুসুম-পরাগ ঝরিবে ঝলকে ঝলকে,
অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে,
কোথা পুলকের তুলনা।
নীপশাখে সখি ফুলডোরে বাঁধো ঝুলনা।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বন-বীথিকা
গীতময় তরু-লতিকা।
শতেকযুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা।
শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





আবির্ভাব

বহুদিন হ'ল কোন্ ফাল্গুনে
ছিনু আমি তব ভরসায় ;
এলে তুমি ঘন বরষায়।
আজি উত্তাল তুমুল ছন্দে,
আজি নবঘন-বিপুল মন্দ্রে
আমার পরানে যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়
আজি জলভরা বরষায়।

দূরে একদিন দেখেছিনু তব
কনককাঞ্চন আবরণ,
নব-চম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে
করিছে চরণ বিচরণ।
কোথা চম্পক আভরণ ॥

সেদিন দেখেছি খ'নে খ'নে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল,—
নুয়ে নুয়ে যেত ফুলদল।
শুনেছিনু যেন মৃদু রিণিরিণি
ক্ষীণ কটি ঘেরি' বাজে কিঙ্কিণী,
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিঃশ্বাস-পরিমল,
ছুঁয়ে যেতে যবে বনতল॥

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া,
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছে আমারে তোমার ছায়ায়,
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ' শ্যাম সমারোহে
হৃদয়-সাগর-উপকূল;
চরণে জড়ায়ে বনফুল॥

ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে'
গেঁথেছিনু যত ফুলহার
সে নহে তোমার উপহার।
যেথা চলিয়াছ' সেথা পিছে পিছে
স্তবগান তব আপনি ধ্বনিছে,
বাজাতে শেখেনি সে গানের সুর
এ ছোট বীণার ক্ষীণ তার;
এ নহে তোমার উপহার॥

কে জানিত সেই ক্ষণিকা মূরতি
দূরে করি দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন?

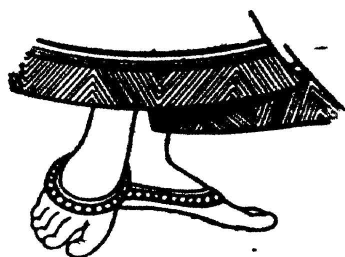
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ,
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ ;
বাসর ঘরের দুয়ারে করালে
পূজার অর্ঘ্য বিরচন ;
একি রূপে দিলে দরশন ॥

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর
আয়োজন-হীন পরমাদ ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ আলোকে এসো ধীরে ধীরে
বন-বেতসের বাঁশীতে পড়ুক্
তব নয়নের পরসাদ ;
ক্ষমা করো যত অপরাধ।

আসো নাই তুমি নব ফাল্গুনে
ছিনু যবে তব ভরসায় ;
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি' যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায় ;
আজি জলভরা বরষায় ॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





হৃদয়-যমুনা

যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো মোর
হৃদয়-নীরে।
তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।
আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড় কুন্তল সম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।
ওই যে শবদ চিনি, নূপুর রিণিকিঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে!
যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, এসো ওগো এসো মোর
হৃদয়-নীরে।

যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে;
হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে,
চাহিয়া বঞ্জুল বনে কি জানি পড়িবে মনে,
বসি কুঞ্জতৃণাসনে শ্যামল কূলে।
যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো, হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি',
উচ্ছসি পড়িবে আসি' উরসে গলে।
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কি ছলে।
যদি গাহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো, হেথা
গহন-তলে!

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে!
স্নিগ্ধ, শান্ত, সুগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে!
নাহি রাত্রি, দিনমান, আদি অন্ত পরিমাণ,
সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।
যাও সব যাও ভুলে, নিখিল বন্ধন খুলে
ফেলে দিয়ে এস কূলে সকল কাজে!
যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



—মেঘদূত—

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"—মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা—"

রবীন্দ্রনাথ—





মেঘদূত

কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন্ স্নিগ্ধ আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিলে মেঘদূত। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

সে দিন সে উজ্জয়িনী-প্রাসাদ-শিখরে
কি না জানি ঘনঘটা, বিদ্যুৎ-উৎসব,
উদ্দাম পবনবেগ, গুরুগুরু রব।
গম্ভীর নির্ঘোষ সেই মহা-সংঘর্ষের
জাগায়ে তুলিয়াছিল সহস্র বর্ষের
অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ-ক্রন্দন
একদিনে। ছিন্ন করি' কালের বন্ধন
সেই দিন ঝরে' পড়েছিল অবিরল
চিরদিবসের যেন রুদ্ধ অশ্রুজল
আর্দ্র করি' তোমার উদার শ্লোকরাশি।

সে দিন কি জগতের যতেক প্রবাসী
জোড়হস্তে মেঘপানে শূন্যে তুলি মাথা
গেয়েছিল সমস্বরে বিরহের গাথা
ফিরি' প্রিয়-গৃহপানে ? বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ-পক্ষ'পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রুবাষ্পভরা,—দূর বাতায়নে যেথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল শয়নে
মুক্ত-কেশে, ম্লান বেশে, সজল-নয়নে ?

সে দিনের পরে গেছে কতশতবার
প্রথমদিবস—স্নিগ্ধ নব বরষার !
প্রতি বর্ষা দিয়ে গেছে নবীন জীবন
তোমার কাব্যের'পরে, করি' বরিষণ
নববৃষ্টি বারিধারা ; করিয়া বিস্তার
নবঘনস্নিগ্ধচ্ছায়া , করিয়া সঞ্চার
নব নব প্রতিধ্বনি জলদমন্দ্রের ;
স্ফীত করি' স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষা-তরঙ্গিণী-সম !

কতকাল ধ'রে
কত সঙ্গিহীন জন, প্রিয়াহীন ঘরে,
বৃষ্টিক্লান্ত, বহু দীর্ঘ, লুপ্ত তারাশশী
আষাঢ় সন্ধ্যায়, ক্ষীণ দীপালোকে বসি'
ওই ছন্দ মন্দ-মন্দ করি' উচ্চারণ
নিমগ্ন করেছে নিজ বিজন-বেদন ।

সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনিসম
তব কাব্য হ'তে।

ভারতের পূর্ব্ব শেষে
আমি ব'সে আজি, যে শ্যামল বঙ্গদেশে
জয়দেব কবি, আর এক বর্ষা দিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল-বিপিনে
শ্যামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।

আজি অন্ধকার-দিবা, বৃষ্টি ঝরঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি' মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া।

অন্ধকার-রুদ্ধ গৃহে একেলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত; গৃহত্যাগী মন
মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশদেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান্ আম্রকূট; কোথা বহিতেছে
বিমলা বিশীর্ণা রেবা বিন্ধ্য-পাদমূলে
উপল-ব্যথিত-গতি; বেত্রবতী-কূলে
পরিণত-ফল-শ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ-গ্রাম রয়েছে লুকায়ে

প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা ;
পথ-তরু-শাখে কোথা গ্রাম-বিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়, কলরবে ঘিরে'
বনস্পতি ; না জানি সে কোন নদীতীরে
যূথীবনবিহারিণী বনাঙ্গনা ফিরে

তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল
মেঘের ছায়ার লাগি' হতেছে বিকল ;
ভ্রূবিলাস শেখে নাই কা'রা সেই নারী
জনপদ-বধূজন, গগনে নেহারি'
ঘনঘটা, ঊর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘন নীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে ;
কোন্ মেঘশ্যাম শৈলে মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনা
স্নিগ্ধ নবঘন হেরি' আছিল উন্মনা
শিলাতলে, সহসা আসিতে মহা ঝড়
চকিত-চকিত হ'য়ে ভয়ে জড়সড়
সম্বরি' বসন, ফিরে গুহাশ্রয় খুঁজি',
বলে—"মাগো, গিরিশৃঙ্গ উড়াইল্ বুঝি !"

কোথায় অবন্তীপুরী ; নির্ব্বিন্ধ্যা তটিনী ;
কোথা শিপ্রানদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী
স্বমহিমচ্ছায়া ; যেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয় চাঞ্চল্য ভুলি' ভবন-শিখরে
সুপ্ত পারাবত ; শুধু বিরহ-বিকারে
রমণী বাহির হয় প্রেম-অভিসারে
সূচিভেদ্য অন্ধকারে রাজপথমাঝে
ক্বচিৎ-বিদ্যুতালোকে ; কোথা সে বিরাজে

ব্রহ্মাবর্ত্তে কুরুক্ষেত্র ; কোথা কনখল,
যেথা সেই জহ্নুকন্যা যৌবন-চঞ্চল,
গৌরীর ভ্রূকুটি-ভঙ্গী করি' অবহেলা
ফেন-পরিহাসচ্ছলে করিতেছে খেলা
ল'য়ে ধূর্জ্জটির জটা চন্দ্রকরোজ্জ্বল !

এই মত মেঘরূপে ফিরি দেশে দেশে
হৃদয় ভাসিয়া চলে, উত্তরিতে শেষে
কামনার মোক্ষধাম অলকার মাঝে,
বিরহিণী প্রিয়তমা যেথায় বিরাজে
সৌন্দর্য্যের আদিসৃষ্টি ; সেথা কে পারিত
লয়ে' যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে !
অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্পবনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীলশৈলমূলে
সুবর্ণসরোজফুল্ল সরোবরকূলে
মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা !

মুক্ত বাতায়ন হ'তে যায় তা'রে দেখা
শয্যাপ্রান্তে লীন-তনু ক্ষীণ শশি-রেখা
পূর্ব্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায় !
কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হ'য়ে যায়,
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা ;
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক, যেথা
চিরনিশি যাপিতেছে বিরহিণী প্রিয়া
অনন্ত সৌন্দর্য্যমাঝে একাকী জাগিয়া।

আবার হারায়ে যায় ;—হেরি চারিধার
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম ; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জ্জন নিশা ; প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে।

ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেই খানে,
মানস-সরসী-তীরে বিরহ-শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





লীলা-সঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হ'লো যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চ'লে গেলে কোন্ দূরে,
মনে প'ড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
মরণের গোধূলি-ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে ব'হে এনেছো কি মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুল-গন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারু চরণের ছায়া-মঞ্জীর বাজে,
সে-দিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হ'তে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি, সব কাজ, সখি,
ভুলায়েছো বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছো আমার
কঙ্কন-ঝঙ্কারে।
ইসারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেতো মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নব মুকুলের বেশে,
কভু নব মেঘ-ভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছো বারে বারে

নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি' করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষা-শেষের গগন কোণায় কোণায়,
সন্ধ্যা-মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জ্জন ক্ষণে কখন অন্য-মনায়
ছুঁয়ে গেছো থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছো এ বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে?
সাথী খুঁজিতে কি ফিরিছো একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে?

নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘর-ছাড়া যত দিশা-হারাদের দলে,
অযাত্রা পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে ?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে।

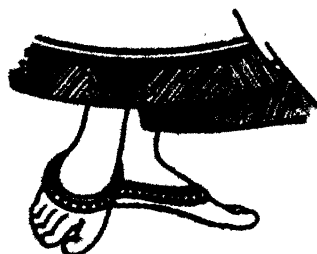
আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি ?
কল্পনা-পটে নেশার বরণে
বুলাবো রসের তুলি ?
বিবাগী মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কল-গুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি ?

দেখো না কি, হায়, বেলা চ'লে যায়—
সারা হ'য়ে এলো দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।
এত দিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারায় ফেলেছি সে-দিনের সেই বাঁশী,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি'
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছো খেলায়,
সারা হ'য়ে এলো দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতী-লতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তা'রি লুকোচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিলো যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তা'রে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণি ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চ'লে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় ব'লে;
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণি।
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





প্রজাপতির মৃত্যুগান

১

ছিল নাত' কাজ কোনো কিছু
জীবনটা শুধু হেলা-ফেলা;
নিরানন্দ হাসি খেলা নিয়ে
কাটিত সুদীর্ঘ সারা বেলা।
একদিন সন্ধ্যা অতি ধীর
বহিতেছে প্রফুল্ল সমীর,
ক্লান্তিভরা প্রমোদের ভারে
অবসন্ন স্তিমিত শরীর।
লক্ষ্যহীন ছুটাছুটি করি
সারাদিন গিয়াছে কাটিয়া
চলিতে না সরে পদ আর
ভূমিতলে পড়িনু লুটিয়া।
চারিদিকে চাহিনু বারেক
কেহ যদি তোলে স্নেহভরে,
জল্ জল্ হাসিল কৌতুকে
তারা কোটি মাথার উপরে।

মুদে এলো ধীরে দু'নয়ন
বুঝিলাম পালা হোল সায়,
শ্রান্তিময় ধরণীর পাশে
শান্তিময় অন্তিম বিদায় !
পড়িল না অশ্রু এক ফোঁটা
অধরে ফুটিল হাসি রেখা,
নিমেষের এই ত জীবন
কে আমার ? আমি শুধু একা !

২

জীবনে আরম্ভ হ'লো কাজ
আজি মোর নূতন জীবন
সমুখে এ কাহার মূরতি
শ্রান্ত আঁখি খুলিনু যখন ?
কলি সে যে, নতমুখী একা,
তুষার আবৃত হিম-দেহ !
না ফুটিতে অবসন্ন ক্ষীণ
কেহ নাই করিবারে স্নেহ !
ঘুচে গেল শ্রান্তি অবসাদ
দাঁড়াইনু তার পাশে আসি
সযতনে আগ্রহে উদ্যমে
মুছাইনু সে তুষার রাশি !
আনন্দ-পুলক অভিনব
শিরে শিরে হলো বহমান,
মিছে হাসি খেলা ধূলা সব
সেইদিন হ'তে অবসান

৩

আজি মোর কাজ সমাপন
চিরতরে, জীবনের ছুটি,
সেই মোর মলিন কলিকা
মধুরূপে উঠিয়াছে ফুটি।
স   ন পক্ষ পুটে ঢাকি
গণিয়াছি মুহূর্ত্ত পলক
প্রাণভরা সে স্নেহ আদর
ধন্য বিধি, আজিকে সার্থক!
আজি আর নহে সে একাকী
আজি সে ত' নহে দীন হীন
অলি কহে মধুর বচন
বায়ু গাহে প্রেম সারাদিন।
প্রাণ ভরি দান করে রবি
সুবিমল আলোক কিরণ,
দেখে চেয়ে কবি, মহাকবি
রূপ মুগ্ধ বিস্মিত নয়ন!

৪

বিকশিত সুবাস সুহাস
বিকশিত রূপের মহিমা
বিকশিত সে নব যৌবন
আজি নাহি আনন্দের সীমা।
সে আমার উল্লাসে অধীর
আনন্দ রাখিতে নারে ঢাকি
পূর্ণতম আমারো জীবন
কাজ আর নাই কিছু বাকি।

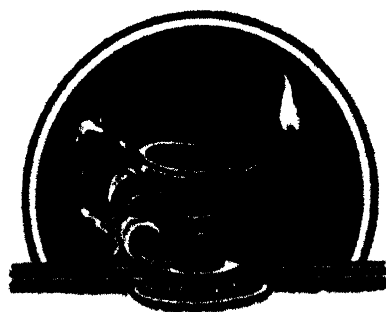
শূন্য ছিল জীবন সেদিন
পূর্ণ এবে জীবনের ঘের
সুখভরা ধরণীর পাশে
অন্তিম বিদায় যাচি ফের।

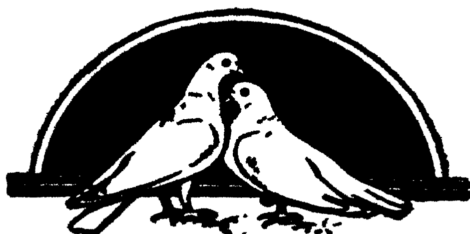
ধন্য ধন্য চারিদিকে স্তুতি
প্রশংসা ধরেনা কারো মুখে
প্রসারিত রাজ হস্ত ঐ
আদরে তুলিয়া নিতে বুকে।

একাছিনু সেদিন এখানে
আজি আমি দোঁহে মিলে মহা,
তাই বুঝি অশ্রু নাহি মানে
এত হর্ষ নাহি যায় সহা।

বিদায় গো, বিদায় ধরণী,
সে আমার উঠিয়াছে ফুটি,
এ প্রাণে আর কি প্রয়োজন
দিয়াছে সে জীবনের ছুটি!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী





অধরে-অধরে

এমন চাঁদিনী নিশি পুলক-কম্পিত দিশি
এমনি বিজন উপবনে ;
মুখেতে চাঁদের আলো দীপ্ত আঁখি তারা কালো
চেয়েছিল নয়নে নয়নে ।
কুঞ্চিত অলক চুল ঈষৎ দোদুল দুল
অঞ্চলে বকুল ফুলরাশ,
আধো-গাঁথা মালাখানি হাতের বাধা না মানি
লুটাইছে চরণের পাশ ।
তুলিয়া কুসুম-হার সঁপিলাম করে তার
অনন্ত খুলিল আঁখি'পরে,
মুহূর্ত্তে বন্ধন চূর্ণ অপূর্ণ হইল পূর্ণ
স্পর্শ হোল' অধরে অধরে !

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী





মহিলা

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে,
শ্যাম কান্তি নিরখে ধরার,
জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে,
চরাচর বিহরে অপার ;—
সমীরণে দোলে ফুল,
গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
পাখী গায় বসি শাখী'পরে,
সবে সুখী, নর সুধু কাতর অন্তরে।

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে,
শূন্য দেখে শোভিত সংসার।
নিরূপিতে নাহি পারে নিজ বুদ্ধি বলে,
কিসে দুঃখী, কি অভাব তার।—
বুঝি ভাব—মানবের,
ধাতা তায় মানসের,
করিলেন প্রতিমা রচনা ;—
ভূলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা।

বিকচপঙ্কজ মুখে শ্রুতি পরশিত
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
চাঁচর চিকুর চারু চরণ চুম্বিত,
কি সীমন্ত ধবল সরল !
কাতর হৃদয় ভরে,
স্বচ্ছ মুক্তা কলেবরে,
ঢল ঢল লাবণ্যের জল !
পাটল কপোল, কর, চরণের তল !

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে পড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ-আঁখি কুরঙ্গিনী মুগ্ধ-মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
স্পর্শে পদ রাগ-ভরা,
অশোক লভিল ধরা ;
এল কেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী !

বিস্ময়ে নেহারে নর ছবি সুষমায় !
কি বিকার অন্তরে উদয় !
রূপ অয়স্কান্ত মণি, লৌহ হৃদি তায়,
বলে আকর্ষিয়া যেন লয় !
আপনার অবয়ব
প্রায় সম দেখে
কিন্তু রূপে না হয় তুলনা ,—
সম জাতি শিলা হীরা—পুরুষ অঙ্গনা !

চন্দ্রোদয়ে হয় যথা তিমির তাড়িত,
টুটিল মালিন্য মানবের।
অজানিত হর্ষ ভয়ে ব্যাকুলিত চিত,
ঘুচিল বিরাগ জীবনের।
হেরিয়া কোমল কায়,
পরশের লালসায়,
ধায় করি কর প্রসারিত ;
নর হেরি মোহিনী মূরতি বিমোহিত।

সহজাত লাজে ত্রাসে দ্রুত বামা ধায়,
চরণে চিকুর বিজড়িত ;
আন্দোলিত পীবর নিতম্ব পায় পায়,
তুঙ্গস্তন-শির তরঙ্গিত ;
ঘর্ম্ম ঝরে নাসিকায়,
তৃণাঙ্কুর বিন্ধে পায়,
ধেয়ে নর ধরে পাণিতল ;—
মত্ত-করি-করগত ক্ষুদ্র শতদল !

নর-কর কঠোর পরশ বেদনায়
ভ্রূ কুঞ্চিয়া যেমন তাকিল,
শ্রবণ-বিবর নর পূরিল সুধায়,
মর্ত্তে স্বর্গ-সঙ্গীত বাজিল।
'কিঙ্করে করুণা করি
রাখো প্রাণ, প্রাণেশ্বরী।'—
ভাষে নর কাতর রসনা ;
শিখিল মানব-পশু স্তব উপাসনা।

লৌহপিণ্ড গলে যথা বহ্নি-তাপ-ভরে,
প্রেমে নর-হৃদি বিগলিত ;
কামিনী কখনো নয় কঠিনা কাতরে,
ক্রমে অঙ্গে অঙ্গ পরশিত।
শ্মশ্রু জাল নরাননে,
নারী গণ্ড সম্মিলনে,
মেঘে যেন মৃগাঙ্ক ঘেরিল !
পরশে পুরুষ-রস অলসে ডুবিল !

তুলিয়া কুসুম-কলি পরম আদরে
সাজায় আনন্দ-প্রতিমায়,
পর-সুখে সুখী হোতে মূঢ়মতি নরে
শিখিল লভিয়া ললনায় !
ফুল-আভরণ প'রে
সরসী-আরশি'পরে
হেরি ছবি রমণী হাসিল।—
সংসার অসার নয় মানব বুঝিল !

লতা-পর্ণ-পল্লবে নিকুঞ্জ মনোহর
রচে নর বাসরের ঘর ;
ফুল্ল কল্পে কামিনীর ফুল-কলেবর।
ফুলশরে পুরুষ কাতর।
নর-পশু বনচারী,
গৃহস্থ করিল নারী ;—
ধরা'পরে করিল রোপণ
সমাজ-তরুর বীজ—দম্পতি-মিলন।

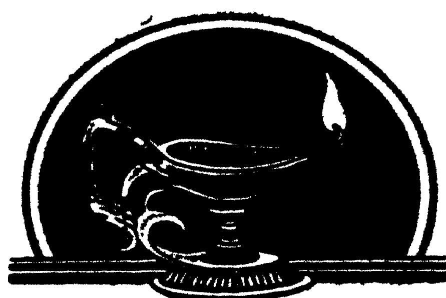
সন্তোষিতে সীমন্তিনী শিল্পী হলো নর।—
বিরচিল বসন-ভূষণ ;
দেখা দিল ধরা-বনে পত্তন নগর,
হ'ল পোত লাঙ্গল চালন।
পরুষ পুরুষ হিয়া
স্নেহ সনে মিশাইয়া
সযতন মার্জ্জনে নারীর,
ধীরে ধীরে ফিরিল প্রকৃতি পৃথিবীর।

উবর হইল ক্ষেত্র লভি ললনায়,
অশ্রুপ্লুত নর মুখে হাস!—
তরঙ্গিত কি মধুর সঙ্গীত ধরায়,—
কল কল বালকুল-ভাষ!
হ্রদ নদ কুঞ্জবনে,
নিবসিল দেবগণে,
প্রেম-ক্রোড়ে মুক্তা মানবীর!
ফিরে গেল পূর্ব্বের প্রকৃতি পৃথিবীর।

শ্রুতিহর চারুনাদে চরণ সঞ্চার,
ভাব ভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত সশঙ্কে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর ;—
পেয়ে হেন রূপ ছবি,
মানব হইল কবি ;—
বনিতা সবিতা কবিতার।
মর্ত্ত্য জুড়ে বিকসিত কুসুম সম্ভার!



সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার



কে বেশী সুন্দর ?

১

কে বেশী সুন্দর ?

বালিকা যুবতী দুই, কারে দেখি কারে থুই

আমার নিকটে লাগে দুই মনোহর !

লাবণ্যে সৌন্দর্য্যে দোঁহে, প্রাণ মোহে—মন মোহে,

বাঁশবনে ডোম কানা ! তেমনি ফাঁফর !

কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

২

কে বেশী সুন্দর ?

যুবতীর ভরা গায়, লাবণ্য উছলে যায়,

নয়নে নলিন নীল, মুখে শশধর !

বালিকা তারকা হাসে, নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে,

সদা শুক্লপক্ষপূর্ণ ক্ষুদ্র কলেবর ।

কারে রাখি কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ?

৩

কে বেশী সুন্দর ?

শত মুখে ভালবাসে, তরঙ্গে মাতঙ্গ ভাসে,
যুবতী পদ্মার মত বহে খরতর !
ফুলবনে করে খেলা, প্রদোষ প্রভাত বেলা,
অনাবিল প্রেমধারা বালিকা নির্ঝর !
কারে থুয়ে কারে দেখি, কে বেশী সুন্দর ?

৪

কে বেশী সুন্দর ?

প্রভাতের শতদলে, পরিপূর্ণ পরিমলে
যুবতী সহস্র করে ফোটে মনোহর !
শিশিরের সেফালিকা নিশি শেষে সে বালিকা
খসে পড়ে ছোঁয় পাছে একটি ভ্রমর !
কারে থুয়ে কারে দেখি কে বেশী সুন্দর ?

৫

কে বেশী সুন্দর ?

যুবতী বিজলী বালা, ত্রিভুবন করে আলা,
সগর্ব্বে চরণাঘাতে ভাঙ্গে ধরাধর !
বালিকা জোনাকী হাসে স্নেহের কিরণে ভাসে,
শিখেনি অশনি-লীলা আঁখি ইন্দিবর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৬

কে বেশী সুন্দর ?

পদ্মবন পায়ে ঠেলি, রাজহংসী করে কেলি,
যুবতীর ঢেউয়ে কাঁপে মানসের সর !
লাজুক বালিকা টুনি, চুরি ক'রে গান শুনি,
ত্রিদিবের এক কৌটা ভ্রব সুধাকর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৭

কে বেশী সুন্দর ?

আরক্ত সন্ধ্যার রবি, যুবতীর মুখ-ছবি,
অভিমানে হয় ম্লান বিপদে কাতর !
বালিকা উষার মত, ফোটে যত শোভা তত
রাঙ্গা মুখে দেখা যায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ডর,
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৮

কে বেশী সুন্দর ?

রাহু যেন উৰ্দ্ধশ্বাসে, দু'বাহু তুলিয়া আসে
রমণী তেমনি হাসে বুকের উপর !
দূরে যদি শব্দ শোনে, বালিকা লুকায় কোণে,
খনির মণির মত ম্লান মনোহর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

৯

কে বেশী সুন্দর ?

চুমার রাক্ষসী নারী, শতজন্ম অনাহারী
দিনে রেতে খেয়ে চুমা ভরেনা উদর !
বালিকা অত না বোঝে, চুমা খেতে চোখ বোঁজে,
ছুঁইতে শিহরি উঠে কদম্ব-কেশর !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

১০

কে বেশী সুন্দর ?

যুবতী আসিতে ঘরে, গৃহ কাঁপে পদভরে,
বিজয়ী বীরের মত নির্ভয় অন্তর !
বালিকা বলেনা কথা, কোলের বালিশ যথা,
পিছ দিয়া ফিরে থাকে লাজে জড়সড় !
কারে বেশী ভালবাসি, কে বেশী সুন্দর ?

গোবিন্দচন্দ্র দাস



আবির্ভাব—

—শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

*—দূরে এক দিন দেখেছিনু তব

কণকাঞ্চল আবরণ,

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ





দিগ্বিজয়ী বীর

১

এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !
এ নহে নাদির সা, এ নহে জঙ্গিস্ খাঁ,
এ নহে তৈমুরলঙ্গ চীন তাতারীর,
আসেনি হিমাদ্রি লঙ্ঘি, নাহি সৈন্য সাথী সঙ্গী,
নাহি হাতে তরবার, নাহি ধনু তীর।
পথে পথে হাহাকারে, আসেনি কাঁদায়ে কারে,
আসে নাই দেশে দেশে বহায়ে রুধির,
আসিয়াছে পুষ্পরথে, সুমেরুর স্বর্ণপথে,
উড়ায়ে কনকরেণু কিরণে মিহির !
একাকী এসেছে "ভোলা", মমতার হাত খোলা,
করুণা গলিয়ে পড়ে আঁখি নীলে নীর !

২

এ দেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর !
কোথা হ'তে এসেছে সে, ঘরবাড়ী কোন্ দেশে,
নাহি জানি পরিচয় শিশু বিদেশীর,
নাহি বোঝে কপটতা, বোঝেনা মোদের কথা,
বোঝেনা সে কোনো ভাষা এই পৃথিবীর।
এসেছে উলঙ্গ বেশে, বস্ত্র নাই তার দেশে,
কেমনে সরম তবে রহে রমণীর ?

উলঙ্গ ভগিনী ভাই, কিসে থাকে এক ঠাঁই ?
থাকুক জ্যাকেট বডি, নাহি মিলে চীর ?
কুরুচি-কবির ছেলে, এসেছে বসন ফেলে,
লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়ে রুচির মন্দির !

৩

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
এসেছে মোদের বাড়ী, নয় মাস—দিন চারি,
টলমল করিতেছে কাঙ্গাল কুটীর !
ত্রিদিব করিয়া জয়, আসিয়াছে মনে লয়,
এনেছে মন্দার-মধু অধরে মদির,
এনেছে পাদপ কল্প, প্রকৃতই—নহে গল্প,
ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে ভরা স্নেহ সুগভীর !
লুটিয়া অলকা শত, আনিয়াছে রত্ন কত,
কে পারে করিতে তাহা গণনায় স্থির ?
আঙ্গিনার মাটী ধূলা, তাও মনিরত্ন গুলা,
অযত্নে পড়িয়া আছে ঘরের বাহির !

৪

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
বিজয়-লাবণ্যে তার, স্নেহ দয়া মমতার,
পরাভূত সর্ব্বভূত এই পৃথিবীর,
সে যাহার ধরে গলে, হিমাদ্রি হলেও গলে,
বহে নেত্রে শতধারা সুধা-জাহ্নবীর !
ও ক্ষুদ্র হাসির চোটে, সাগর কোঁপায়ে ওঠে,
শিহরে নারীর বুক, স্তনে ঝরে ক্ষীর !
কে জানে কিসের মোহ, নাহি যুদ্ধ নাহি দ্রোহ,
আত্মসমর্পণে সবে আনন্দে অধীর !

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
তার হামাগুড়ি দিতে, কুলায় না পৃথিবীতে,
অতি ক্ষুদ্র আঙ্গিনা সে ক্ষুদ্র পরিধির,
তার সে চরণ দাপে, বিশাল ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
অতি ক্ষুদ্র ধরণী সে আকুল অস্থির!
বাছে না আগুণ জল, বুকে তার এত বল,
তার কাছে সমতুল্য সমুদ্র শিশির,
বোঝেনা সে সাপ বাঘ, সে যাহার পায় লাগ,
অবহেলে সাপটিয়া ধরে গ্রীবা শির।
সে ত' গো জানেনা ভয়, মরণ কাহারে কয়,
সে বুঝি অধীন নয় নর-নিয়তির!

৬

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর!
সে মানেনা জাতিভেদ, মানেনা কোরাণ বেদ,
মানেনা আচার ধর্ম্ম মুনি মৌলবীর,
সে মানেনা খাদ্যাখাদ্য সে নহে কিছুর বাধ্য,
খায় সুখে বিষ্ঠা মূত্র মাখন পনির!
সে মানেনা পুণ্য পাপ, অশ্রুজল অনুতাপ,
সে মানেনা আমাদের আলোক তিমির,
সে এক সম্রাট্—প্রভু, সে নহে অধীন কভু,
সে করে চরণে চূর্ণ রীতি পৃথিবীর!
তাহার উলঙ্গ অঙ্গে, সুরুচি কুরুচি সঙ্গে
গরু বাঘে পান করে এক ঘাটে নীর,

৭

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
প্রতাপ প্রভুত্ব তার, নাহি বিশ্বে তুলনার,
কি ছার লঙ্কার সেই রাজা দশশির।
জুড়াইতে তার হিয়া, শীতল পরশ দিয়া,
আসিয়া রয়েছে আগে মলয় সমীর!
তাহারি পানের তরে, নদী হ্রদ সরোবরে,
নীরদ রেখেছে ভরি সুশীতল নীর!
তারি আসিবার তরে, রজত সুবর্ণ করে,
উজলিয়া আছে ধরা শশাঙ্ক মিহির!
তারি আগমন জন্য, ধরণী হয়েছে ধন্য,
আর কোন প্রয়োজন নাহি পৃথিবীর।
তুষিতে তাহারি মন, বসন্তের ফুলবন,
ফুটায়ে রেখেছে ফুল সুধা সুরভির।
ফল শস্যে হয়ে নত, তরু তৃণ আছে যত
পোষিতে অমৃত খাদ্যে তাহারি শরীর।
তারি তরে আমি তুমি, অনন্ত আকাশ ভূমি,
সৃষ্টির গম্ভীর অর্থ হয়েছে গম্ভীর।

এদেশে এসেছে এক দিগ্বিজয়ী বীর,
প্রমদা পাইয়া তারে, কি আনন্দ অহঙ্কারে,
চুম্বিতেছে বার বার রোমাঞ্চ শরীর!
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গুলা, আজি তার পদধুলা,

সে যেন রাণীর রাণী শত ইন্দ্রাণীর !
আজি তার ছিন্নবাসে, কি লাবণ্য অট্টহাসে,
কে জানে কি ভাগ্যোদয় আজি অভাগীর,
দশ হস্তে দশভুজা আদি তারে করে পূজা,
বাণী সে বন্দনা গায় গীত গায়ত্রীর !
লক্ষ্মী তার পদ সেবে, প্রণমে অনন্ত দেবে,
ছেলে কোলে মহিমা কি এত জননীর।
কবিতা কৃতার্থ হয়, লেখনীর জয় জয়,
তাহারি বিজয়-গাথা গাহিয়া কবির !

গোবিন্দচন্দ্র দাস





সঙ্গীত-শ্রবণে

কাঁপায়ে মধুর কণ্ঠ, কুসুম-সুন্দরি
আবার সঙ্গীত গাও মিনতি আমার,
তুলিয়ে মধুর কণ্ঠে অমৃত-লহরী
গাও, সুকেশিনি! দিয়ে সপ্তমে ঝঙ্কার!
শুনিয়াছি বসন্তের কুসুম চুম্বনে
কোকিলের মধুময় অনঙ্গ কীর্ত্তন,
শুনিয়াছি ভ্রমরীর উষার মিলনে
সরোজিনী-নবদলে কোমল গুঞ্জন;—
কিন্তু কভু শুনি নাই এ মর-জনমে
রচিত নন্দনামৃতে কোমলতা যার—
কামিনীর কলকণ্ঠে সুধাংশু-বদনে!
ঝরিতে এমন মধু পীযুষ-আসার।
দেখিনাই সুধাময় বদন-কমল;
না জানি কি সুধারাশি মাখা আছে তায়;
শুধু শুনি সুকণ্ঠের সঙ্গীত তরল,
কি মোহে করেছ আজি মোহিত হৃদয়।

ইচ্ছা করে একবার নয়ন উপরি
রাখিয়া প্রতিমাখানি অনন্ত শ্রবণে
শুনি সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত-লহরী
কণ্টকিত কলেবরে বিহ্বল-জীবনে।

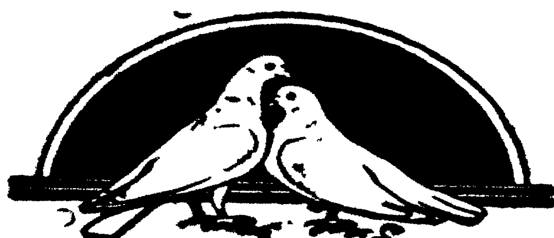
ইচ্ছাকরে একবার হইয়া বিহ্বল
নিরখি মনের সাধে অতৃপ্ত নয়নে
বিকচ-আশোক-রক্ত অধর যুগল
চঞ্চলিছে অবিরল স্বর-বিস্ফুরণে।

ইচ্ছাকরে একবার নিরখি মোহিনি !
জীবন-সরসী-জলে যৌবন-উষায়
বিকশিত মনোহর রূপের নলিনী,
বরাঙ্গের সুকোমল মৃণাল-লতায়।

কাজ নাই--দেখিবনা ও রূপ তোমার
সুকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে মৃদু মধু কলে,
অনঙ্গ-বিহ্বল স্বর তুলি অনিবার
একবার গাও তবে "কমলিনী দলে—"

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী



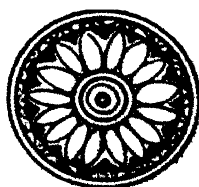


শেষ চুম্বন

দাও দাও, বিদায় চুম্বন !
জীবনের রত্নাগার একেবারে করি খালি,
অভাগারে ফাঁকি দিয়ে, মরণে দিতেছ ডালি !
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !
লয়ে ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুছি,
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন যাপন ;
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন !
এ হেমন্তে দাও সখি, ক্ষুদ্র মালতীর মালা ;
পৌষের দুরন্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বালা !
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন !
সবাই কাঁদিছে তাই, তব মুখ পানে চাই,—
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন,
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন !
ঘনঘোর বর্ষারাতে, কোথা পাব জ্যোৎস্না রাশি ?
এ জলদে জ্বেলে দাও বিলোল বিদ্যুৎ-হাসি !
দাও, দাও বিদায় চুম্বন !

পুলিনে দাঁড়ায়ে হায়, শীতে থর থর কায়
সলিলে নামিব সখি, মুদিয়া নয়ন।
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন!
কে বলিল গোধূলিতে রবি গেলে অস্তাচলে,
প্রভাতে ভাস্বর হয় অরুণ উদয়াচলে?
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন।
সূর্য্যকান্ত মণি সম অধর প্রবালে মম,
ভরি লব একরাশি কাঞ্চন কিরণ!
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন।
দাও চিত্ত-মণি-বক্ষে রাখিব বন্ধন বাঁধি;
চির-বিরহের দিনে, বিরহের চির-সাথী
দাও, দাও, বিদায় চুম্বন!
দাও দাও প্রাণভরা শেষ-উপহার,
সুধা-হলাহল ওই চুম্বন তোমার!

দেবেন্দ্রনাথ সেন





আমি

ফেলিয়া দিয়াছি বাসি মালতির মালা—
চম্পক অঙ্গুলি গুলি ঘুরায়ে, ঘুরায়ে
গাঁথিছ বকুল হার বিনায়ে, বিনায়ে !
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার অলক গুচ্ছ হ'য়েছে উতলা।
মালা গাঁথা হলে শেষ, পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ
সরসে নলিনীসম হয়েছে চঞ্চলা ?
আমিও কুসুম, সখী, সারাটি যামিনী,
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ !
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব, গৌরব,
হের দেখো, কি উতলা হ'য়েছি স্বজনি !
চিকনিয়া গাঁথিতেছো বকুলের মালা ;—
আমারেও ওই সাথে গাঁথি লও বালা !

দেবেন্দ্রনাথ সেন





প্রিয়তমার প্রতি

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,—
আধ-গ্রাস জল যেন নিদাঘের কালে !
চারিধারে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে !
কে যেন গো কাণে কাণে কহিছে সোহাগে—
'আনো থালা ; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
একরাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায় ?'
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে।
বন্দী হয়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে
কাঁদে যথা সুকবিতা গুমরে গুমরে,
মনোদুখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে।
ছাদে চল, মুক্ত বায়ু, অদূরে তটিনী,—
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী।

দেবেন্দ্রনাথ সেন





শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী

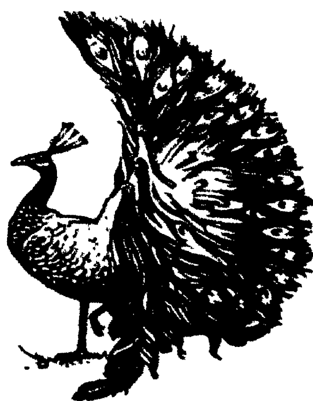
মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ঐ রূপসী ?
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে.
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে !
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ করি,
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝর্ঝ'রি

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা !
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি
এ যে সেই সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা।

শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি,
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল ;
শ্রীকণ্ঠে প'রেছে বালা, অপরাজিতার মালা,
দু'কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুম্‌কার ফুল !

নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি,
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধ'রেছে সুন্দরী !
স্রস্ত কেশরাশি হ'তে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে ;
কালো-রূপ ফাটিয়া পড়িছে !
যাই বলিহারি !
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী ?

দেবেন্দ্রনাথ সেন





এখনো কাঁপিছে তরু

এখনো কাঁপিছে তরু, মনে নাহি পড়ে ঠিক—
এসেছিল—বসেছিল—ডেকেছিল হেথা পিক!
এখনো কাঁপিছে নদ, ভাবিতেছে বার বার,—
ঢলিয়া কি পড়েছিল মেঘখানি বুকে তার!

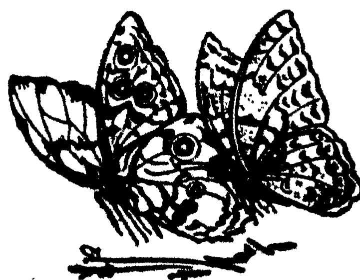
এখনো শ্বসিছে বায়ু, মনে যেন হয়-হয়,—
ছিল তরু-লতা-কুঞ্জ-তৃণ-গুল্ম ফুলময়!
এখনো ভাবিছে ধরা, নহে বহুদিন-কথা,—
আকাশে নীলিমা ছিল, ভূমিতলে শ্যামলতা

এ রুদ্ধ কুটীরে মোর এসেছিল কোন্ জনা?
এখনো আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
শয়নে তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন!

এসেছিল কত সাধে, মনে যেন পড়ে-পড়ে,
পূরে নাই সাধ তার, ফিরে গেছে অনাদরে।
কাতর নয়নে চেয়ে—কোথা গেল নাহি জানি,—
মরুর উপর দিয়া নব-নীল মেঘখানি। ।

কি ভাবিছে আমারে সে, কোথা বসে অভিমানে।
আগে কেন বুঝি নাই,—সে-ও ব্যাথা দিতে জানে।
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ঘুম, কেন গো স্বপন আর—
কুয়াসা-আঁধার ভাবে শারদ পূর্ণিমা তার।

অক্ষয়কুমার বড়াল





আহ্বান

হের প্রিয়া, এই ধরা— তরু-লতা-পুষ্প-ভরা,
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে ;
নাহি লজ্জা, নাহিক ছলনা।

হের, ওই মহাকাশ— ল'য়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কি গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে ;
নাহি ঘৃণা, নাহি অহঙ্কার।

শিরে শূন্য, পদে ভূমি মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা !
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি—খুঁজি সুধা,
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা !

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আজীবন ?

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে, প্রিয়া ?
বুঝিছ কি মনঃপ্রাণ সব ?
নহে মৃৎ নহে শূন্য, নহে পাপ, নহে পুণ্য,
আত্মায় আত্মার অনুভব।

বুঝিছ কি এ আনন্দ— এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতিগান !
কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান !

বিস্ময়ে—কাতর চক্ষে হের, এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া !
শত শত ভগ্ন-স্তূপ— কি বিরাট—অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া !

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে,
তুচ্ছ করি' কালের গরিমা !
পাষাণে পাষাণে রেখা— তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা !

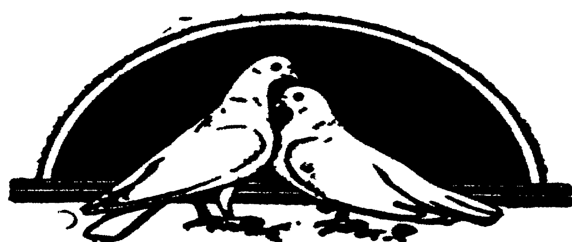
আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্ব্বাক ;
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক।

এস, এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমের সুস্নিগ্ধ করুণায় !—
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা,
জড়ায়ে—ছড়ায়ে আপনায় !

ল'য়ে প্রেম-সুধারাশি এস দেবী, এস দাসী,
এস সখী, এস প্রাণপ্রিয়া !
এস, সুখ-দুখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে-চূরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া !

অক্ষয়কুমার বড়াল





শেষ

প্রিয়ে,

পড়িবে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে
যবে তব প্রাসাদ শিখরে,
পায়ে পায়ে উপবন-শোভা
লুকাইবে আঁধার-ভিতরে,
হেম-জালায়ন পাশে বসে বসে ক্লান্ত হ'য়ে
উঠিবে যখন,—
দূরে জন-কোলাহল, ধারা যন্ত্র ঝর ঝর্,
তরুশিরে পিকধ্বনি, পত্রের নর্ত্তন
ক্রমে ধীরে থামিবে যখন—
আঁধারের সমভূমি পানে
একবার ফিরায়ো নয়ন !
হয়ত একটী শ্বাস—এক বিন্দু অশ্রু তব
ঝরিলে ঝরিতে পারে কেঁপে উঠে মন—
ভেবে কারো আঁধার জীবন !

ফুলে বায়ু চুম্বি' বার বার,
কোন জনমের কথা, কোন স্বদেশের কথা
কহিলে কহিতে পারে আসি'—
তুলাইয়া অলক তোমার!
যাইতে প্রমোদ গৃহে, মুছি' অশ্রু ক্ষৌমবাসে,
আকাশের পানে, সখী, চেয়ো একবার—
হয়ত সহস্র তারা, দু'টীতে দু'টীতে মিলে
দেখালে দেখাতে পারে শৈশব কাহার!
পড়িলে পড়িতে পারে মনে,—
কারো গান, কারো কথা, কারো সুখ দুঃখ ব্যথা—
কোলে নিয়ে বাজাতো সেতার!
যাক্ স্মৃতি, কাজ নাই আর।

হবে নিশা গভীরা যখন,
দাসী, সখী, ঘুমে অচেতন;
আলসে শরীরখানি শয়নে পড়িবে ঢলে',
আলসে আসিবে ধীরে মুদিয়া নয়ন;
একে একে প্রাসাদের সহস্র তড়িৎ-শিখা
যাইবে নিবিয়া;
অলক্ষ্যে নীরবে জাগরণ
যাবে সুখ-তন্দ্রায় ডুবিয়া,—
সে সময়ে যদি, সখী, আসে স্বপনের ছলে
একটী অস্ফুট জাগরণ,—
একটী সরসী তীরে, বহে বায়ু ধীরে ধীরে,
হাতে হাতে ভ্রমে হেসে শিশু দুইজন,

একে বাজাইছে বাঁশী, অন্যে তুলে ফুলরাশি,
ঘুরে ফিরে' হাতে হাত, নয়নে নয়ন—
যাক্ যাক্, সত্য কভু নহেক' স্বপন।
যৌবনে বুঝিনি যাহা, শৈশবে তা' বুঝেছিনু—
হয়না প্রত্যয়!
হৃদয়ে কি নাহি সে হৃদয়!
যা' ছিল সকলি আছে, স্বপন ছুটিয়া গেছে—
আমি বুঝি আত্মহারা, সই,
যা'নয়—তা ভেবে ভেবে'—যা'নই, তা' হই!

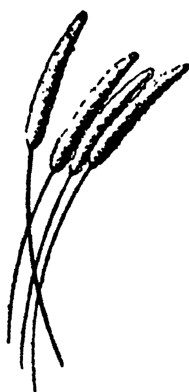
৩

যাক্ স্মৃতি, যাক্ স্বপ্ন-কথা,—
তুমি নব-পুষ্পময়ী লতা।
তোমার সুখের তরে, কত লোকে কি না করে—
সেধে সেধে সহে শত ব্যথা!
তোমার সুখের লাগি,' শত শত নিশি জাগি'
কিছু যদি আনি,—
ফুলের সুগন্ধ মত, নদীর তরঙ্গ মত,
আদরে কি ধরিবে না বুকে—
তুমি শোভারাণী?
প্রত্যহ প্রভাতে উপবন
ফুলরাশি দেয় উপহার;
বায়ু দেয় পরিমল ভার;
মধ্যাহ্নে নিকুঞ্জ দেয় ছায়া,
সন্ধ্যায় জলদ কত মায়া;—
আমি আঁধারের তরে দিলাম এ ক্ষুদ্রদীপ—
দীন উপহার।

গাঢ় ধূম, ক্ষীণ শিখা, কত না অস্পষ্ট লিখা,
কত ছত্র অর্থহীন, ব্যর্থ-হাহাকার!
তবু, সখী, দেখো একবার!
প্রভাতে মধ্যাহ্নে সাঁঝে সুখে কিম্বা দুঃখে যাহা
দেখ নাই—পারিনি দেখাতে,
হয়ত অলক্ষ্যে তাহা আলোকে আঁধারে মিশে
ফুটিলে ফুটিতে পারে কোনো বর্ষারাতে!
ক্ষণতরে জীবন চঞ্চল,
ক্ষণতরে শূন্য ধরাতল—
হয়ত সরিতে পারে সেই রেখা-পাতে!
তারপর অদৃষ্ট আমার!
নিন্দা ক'রো, ঘৃণা ক'রো, ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হ'য়ো,
যা' ইচ্ছা তোমার!
কিন্তু, সখী, আবার আবার
এই নিন্দা এই ঘৃণা সম্মুখে ভেঙ্গোনা কারো,
পূজারে ভেবোনা খেলা করি অবিচার!
শুনিয়া এ মর্ম্মব্যথা বলি' সবে উপকথা—
কোরোনা প্রাণান্ত অত্যাচার!
প্রাণাধিকা, শপথ আমার!

অক্ষয়কুমার বড়াল





আবাহন

গৃহে এস জীবনের আনন্দ-আলোক।
নিত্য সমিলন হাসি
বরষি, তামস রাশি
দূর কর বিরহের, চির-প্রাণাধার!
তোমার দূরতা ক্ষণে সহেনা আমার।

প্রতিভার পূর্ণভাতি, স্নেহ ঘনীভূত,
তব প্রতিবিম্বে বাঁচি
তোমাতে ডুবিয়া আছি,
তোমারি শরীরি ছায়া আমি, এ অন্তরে
হৃদয়-বল্লভ এসো চিরদিন তরে;

তব দরশন রাজ্যে অমানিশা নাই,
প্রণয়ের সুষমায়
অবিরাম দীপ্তি পায়
বিমুক্ত স্মৃতির কক্ষ, স্নেহের কিরণে
সঞ্জীবনী প্রাণসুধা বরষি' জীবনে।

প্রতি পদার্পণে তব বসন্ত বিকাশ,
ফুটে ফুল পরিমলে
হিয়া-বন-ভূমিতলে
তোমার সঙ্গীত ভরা স্বর-পরশনে
ঘুমন্ত হৃদয়-তন্ত্রী বাজে কলস্বনে।

মানস-বিহগ মম সে কণ্ঠ শুনিয়া
চিন্তায় জাগিয়া উঠে,
সে গীত লহরে ছুটে
গায় প্রেম-মন্দাকিনী মাধুরী সঞ্চারে
রঞ্জিত আশার মোহ খেলে চারিধারে।

প্রাণের মিলন দেশে, কল্পনা-প্রবাহে
ভাবের কোমল কায়
সুখ-শিশু শোভাপায়
হৃদয়ের হৃদয়েতে, শুধু দরশনে
নূতন জীবন স্রোত বাড়ে প্রতিক্ষণে।

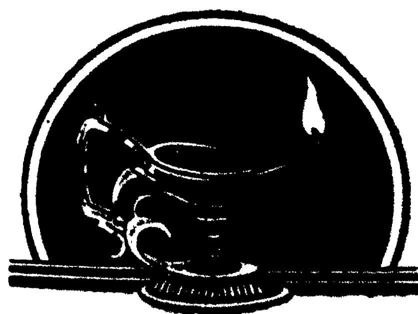
প্রেমের কাহিনীময় প্রতি দরশন,
সে দর্শন ইতিহাসে
অপূর্ব্ব কবিত্ব ভাসে,
অপার্থিব সম্মিলন, প্রীতি-সম্ভাষণে
চিত্রিত বাসনা স্বর্গ দেখায় জীবনে।

প্লাবিত সুখের সহ যাই হারাইয়া
শুনি পদ-ধ্বনি তব
দূরে বিকম্পিত সব
আজিও নয়নে মম, হিয়ায় হিয়ায়
মিলনের ঐক্যতান বরষিয়া যায়।

ভুলে যাই বরষের আঁধার রজনী,
শশী-শূন্য প্রতিযামে
সূর্য্যহীন দিন মানে
ঝরিত যে অশ্রুনীর, তব দূরতায়,
দরশনে মুগ্ধ হিয়া কিছু নাহি চায়!

গৃহে এস জীবনের পার্থিব ঈশ্বর,
প্রাণ পুষ্পে আমরণ
পূজিব হে অনুক্ষণ,
আবাহন করি, এস, হৃদয় মন্দিরে ;
বিরাজো প্রেমের প্রাণ প্রতিচ্ছবি ঘিরে!

শ্রীমতীপ্রসন্নময়ী দেবী





চোর

আমি যে বেসেছি ভালো আমারি কি দোষ ?
প্রাণভরা প্রেম ল'য়ে
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে
তুমি কি চাহনি সখা মোর পরিতোষ ?

আমি বাসিয়াছি ভালো এই দোষ মম,
হানিয়া স্নেহের বান
তুমি কি দাওনি টান—
এ ক্ষুদ্র পরাণে,—সত্য বলো প্রিয়তম।

আমি বাসিয়াছি ভালো দোষ এ আমার।
তুমি নবঘন রূপে
ঢাল'নি কি চুপে চুপে
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া-আসার ?

ভালোবাসিয়াছি ব'লে দোষ দাও তাই,
শুনাইয়া তত্ত্বকথা
চাহ' এ বুকের ব্যথা
মুছেদিতে—ছি ছি সখা, লাজে মরে যাই!

আমি কি একাই ভালোবেসেছি কেবল
আমিই কি শুধু হায়—
আপনা ঢেলেছি পায়
ঢাল'নি গোপনে তুমি নয়নের জল?

আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায়?
একটি মুহূর্ত্ত তরে
তুমি কি গো স্নেহভরে
নীরবে নিস্তব্ধ বসি ভাব'নি আমায়?

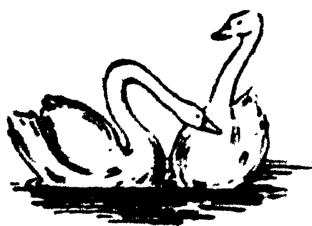
আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল?
তুমি এ হৃদয়ে এসে
মধুর—বিধুর হেসে
করোনি কি ক্ষুদ্র প্রাণ উন্মত্ত বিভল?

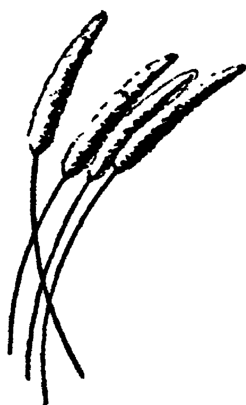
তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি সুখ?
নিকটে বসিলে তব
তুমি কি ভোল'না ভব
বহেনা অমিয়-স্রোত ভরি' তব বুক?

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় !
বল দেখি প্রাণময় !
চাহে নাকি ও হৃদয়,
বিভলে হেরিতে তব প্রেম-প্রতিমায় ?

তুমিও যা' কর সখা আমি করি তাই—
তবু ভালবাসি ব'লে
দোষ দাও নানা ছলে,
চোর হ'য়ে সাধু তুমি—বলিহারি যাই !

নগেন্দ্রবালা সরস্বতী





জীবন পথে

দূরে ছিনু, প্রাণপণ সাধনার ফলে
আনিলে নিকটে মোরে। কোন্ ইন্দ্রজালে
দেখেছিলে দেবপ্রভা মানবীর ভালে ?—
ঢেলে দিলে, অযাচিত, এ চরণ তলে
তোমার সর্ব্বস্ব ? শীত উন্নত অচলে
কঠিন তুষার ছিনু, ধরায় নামালে
গলাইয়া বিন্দু বিন্দু, দেখি শেষকালে
শক্ত নহি, শুভ্র নহি, পরিণত জলে ;
এ জলে তোমার তৃষ্ণা করো পরিহার
সমূলে সংহার করো মোর লাজ ভয় ;
অচেনা এদেশ, আমি লুকাইতে চাই
তোমার হৃদয় গেহে। কি কহিব আর,
ছুটিলে এ ইন্দ্রজাল, টুটিলে প্রণয়
মোর তরে নাহি আর দাঁড়াবার ঠাঁই।

দূর হ'তে যবে মোরে ভালবাসা দিতে
বলেছি সহস্রবার,—করিনা প্রত্যয়
প্রেমের স্থায়িত্বে আমি ; কভু নাহি সয়
নর ভাগ্যে এত সুধা। কাতরে মাগিতে
নিত্য তুমি প্রেম মম, আমি শান্ত চিতে
ফিরায়ে দিতাম তোমা। কিসে যে কি হয়
কে বলিতে পারে কিন্তু। কালে পায় ক্ষয়
কঠিন পর্ব্বত দেহ শিশিরে বৃষ্টিতে।
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করেছে আমার
বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতা। একদা প্রভাতে
দুঃস্বপ্ন-পীড়িত চিত্ত, কি বেদনা ভরে
উঠিলাম ; বাহিরিতে খুলি গৃহদ্বার,
সম্মুখে দেখিনু তোমা ; হাত রাখি হাতে
পুছিনু—এসেছ পুনঃ এ জনেরি তরে ?

কহিলে—তোমারি তরে এসেছি আবার।
যত ফিরাইয়া দাও, হয় দৃঢ়তর
তত আকর্ষণ তব। নিরাশার পর
আবার জেগেছে আশা, ঠেলি অন্ধকার
জাগে যথা উষা নিত্য। দেখ চারিধার
কি আলোক, কি সঙ্গীত ; দেখ কি সুন্দর
জীবন তরঙ্গ রঙ্গ ! দুঃস্বপ্ন-কাতর
কে রহে দিবসে, ঢাকি আঁখি আপনার ?
এই শুভ্র দিবালোকে চল দু'জনায়
খুঁজি জীবনের সিদ্ধি। বিশাল জগৎ,
প্রেমের আনন্দ গীত, কর্ম্ম কোলাহল
সুখের দুঃখের স্রোত কত বহি যায়

পাশাপাশি। চল যাই ধরি প্রেমপথ
দুজনে লভিয়া প্রাণে দু'জনের বল।

* * *

কহিনু—সার্থক হোক্ তোমার প্রণয়
তুমি আপনারে দিয়া যদি সুখ পাও
আমাতে যা আছে যদি তাই শুধু চাও
তোমার অতৃপ্তি মোর অপুণ্য না হয়
তবে আমি ত্যজিলাম ভবিষ্যের ভয়।
বিশাল হৃদয় তব, যদি পারো তা'ও
কর গো বিশালতর, তাহে স্থান দাও
সব দোষে গুণে মোরে, হোক্ তব জয়।
বহু ভার বহে নারী, বহু কষ্ট সহে।
কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার,
এ বোঝা নামায়ে লও। চল মোর আগে
দেখাইয়া পথ মোর। যদি অশ্রু বহে,
ঢাকে আঁখি, করস্পর্শে করিও সঞ্চার
নব দৃষ্টি, দীপ স্পর্শে দীপ যথা জাগে।

* * *

শ্রীমতীকামিনী রায়





বর্ষ-শেষে

তোমার সে প্রেম হতে যেটুকু পেয়েছে ক্ষয়
আজ আমি সেই টুকু চাই,
জেনেছি তা' এ জনমে আর ফিরিবার নয়,
আঁখি ভরি অশ্রু আসে তাই।
যে দিন গোলাপ ফুটে, সে দিনের শোভা তার
সে দিনের সৌরভ অতুল,
পরদিন নাহি থাকে, একথা অজানা কার?
তবু মনে করেছিনু ভুল।
মনে করেছিনু প্রিয়, অমর আত্মার প্রীতি
অক্ষয় মাধুর্য্যে ভরপুর,
মৃত্যু-পরিবর্ত্তশীল জড় জগতের রীতি
তাহা হতে রহে বহুদূর।
পৃথিবীর শত কবি লক্ষ লক্ষ কবিতায়
যে প্রেমের গুণ গায় কত,
সে প্রেম শুকায়ে যায়, নাহি জানিতাম হায়
বসন্তের ফুলটির মত।

—ত্যাগ—

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

"ঘোমটা খসা'য়ে বাতায়ন থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি যা দেখে
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলারি 'পরে।"

রবীন্দ্রনাথ—



বর্ষ শেষে বড় দুঃখে লভিয়াছি এই জ্ঞান,
ঘুচিয়াছে অযথা গরব,
তাই, অবনত-মুখে মুছে ফেলে অভিমান,
বসে আছি পদতলে তব।
আজ যতটুকু পার ততটুকু দিও স্নেহ,
ততটুকু আদর সোহাগ,
এক দিন দিয়াছিলে সব ধন মন দেহ,
সমস্ত প্রাণের অনুরাগ।

শ্রীমতীকামিনী রায়





সুখী

ভেবনা অভাগা মোরে
ভেবনা জনম-দুখী,
আমার সুখের কথা
শুন আজি বিধুমুখি !

চিরদিন পথে পথে
ফিরিয়াছি শ্রান্ত দেহ,
চাহেনি মুখের পানে
নিকটে ডাকেনি কেহ।

একেলা ফেলেছি অশ্রু
মুছেছি সে আঁখি জল,
রাখিতে তাপিত মাথা
মেলেনি কো তরুতল ;

চাঁদেতে ছিল না সুধা
উষাতে ছিল না হাসি,
ছিল না ফুলেতে শোভা
সঙ্গীতে অমিয়া রাশি !

হৃদয়ে ছিলনা টান
মরমে ছিল না আশা,
ছিল না আমার তরে
এক ফোঁটা ভালবাসা।

দাঁড়াতে মিলেনি ঠাঁই
কাঁদিতে মিলেনি বন
মিলেনি ব্যথার ব্যথী
ধরাতলে একজন !

অনাথ ভিখারী হেন
ফিরিয়াছি দোরে দোরে,
একটু আদরে কেহ
নিকটে ডাকেনি মোরে !—

সেধে সেধে কাছে গেছি
প্রাণ বিকাইব বলে,
নিঠুর সংসার হায় !
চরণে গিয়েছে দলে !

কি দারুণ সে আঘাত
কি যে হৃদি চূরমার !
কি বেদনা—কি যাতনা !
নহে তা' তো কহিবার !

*

এমনি অভাগা দেখি
তুমি ত্রিদিবের বালা
সাধিয়া লইলে কাছে
আঁচলে মুছালে জ্বালা !

সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ
জীবনে রয়েছে লেখা—
মানসে দেবতা-পূজা
স্বপনে স্বরগ-দেখা !

শুকানো পরাণ মম
ওই স্নেহধারা পেয়ে,
বরিষার দুর্ব্বাসম
আবার উঠিল ছেয়ে !

তোমার মমতা দয়া
তোমার সোহাগ প্রীতি
এ বুকে নীরবে ছিল
জাগায়ে অমিয় স্মৃতি !

অনন্ত অভাব মম
মুহূর্ত্তে পূরিয়া গেল,
শূন্য বুকে, মৃত বুকে
অমর জীবন এ'ল !

ভরে গেল মায়া ধরা,
পূরে গেল প্রাণ মন,
সে হ'তে হলেম আমি
সংসারের একজন !

আজি যদি ঠাঁই মোর
নাহি থাকে ধরাতলে,
আমারে জগত যদি
শত পদাঘাতে দলে ;

সুখ সাধ সব আশা
হয় যদি অবসান
শ্মশানে মিশিয়া যায়
সে পূরবী বীণা তান

তবু, ও অমর গাথা
এ পরাণ জুড়ি রবে,
তাতেই মরমে মম
অমৃত তুফান ব'বে !

জপিয়া তোমারি নাম
আনন্দে সকলি স'ব,
দেখেছি যে প্রেমময়ী
তাই পূজি সুখী হ'ব !

এ বুকে ও পূত গন্ধ
উথলিবে যতবার,
ততই হইব আমি
জগতের আপনার !

কেন ভাগ্যবান আমি
কেন আমি চিরসুখী
সে সুখের ইতিহাস
শুনিলে তো বিধুমুখি

শ্রীমতীমানকুমারী বসু





দেবতা

আমরা এ মাটির মানব,
আমাদের ছাই মাটি আশা,
সে দেবতা, স্বরগে নিবাস
স্বরগীয় তার ভালবাসা !

বোঝে না সে, উষ্ণ-অশ্রুজলে
একটি হৃদয় ভেঙে পড়ে,
বোঝে না সে, একটু হতাশে
একটি-সমস্ত প্রাণ মরে !

মানে না সে, মানবের স্মৃতি
এ জনমে মুছিবার নয়,
জানে না সে, মানবের প্রীতি
চিরদিন অমর অক্ষয় !

বোঝে না এ দু'দিনের দেশে
মানব কেমনে আত্মহারা,
জরা মৃত্যু মাখা ধরাতল
তবু তায় কত সৃষ্টি ছাড়া !

তাই সে সাধিলে নাহি আসে
কহে না স্নেহের দুটো কথা,
মোছে না'ক নয়নের জল,
শুনাইয়ে আশার বারতা

দিলনা সে একদিন তরে
এক ফোঁটা আদর করিতে,
কত চাহে নরের হৃদয়
দেবতা সে পারে না বুঝিতে !

তার তরে ফুলমালা গাঁথি,
হায়, তা' যে নীরবে শুকায়,
তার তরে নিত্য ঘর বাঁধি
সে ঘর বাতাসে পড়ে যায় !

মোরা থাকি মাটির জগতে,
সে লুকি' স্বরগ পুরে রয়—
তাও বুঝি রহে সচকিতে,
হেথার বাতাস পাছে বয় !

সুখদা শ্যামলা বরষায়
তার কারে নাহি পড়ে মনে,
শরতের সোনার সন্ধ্যায়
সে কিছু ভাবে না নিরজনে।

থাক্ সে দেবতা হ'য়ে থাক্,
তার সুখে জনমের সুখ,
দেবতা সে 'দেবতা' হয়েছে
ভাবিতে উথলে পোড়া বুক!

তারি নামে দগধ পরাণ
আজিও রয়েছে পাপদেহে,
আমি যে আজিও 'আমি' আছি
সে তাহারি অশরীরী স্নেহে!

সেই নাকি অমর-কিরণ
আমারে মাখিয়া দিবে যবে,
ভুলি শোক তাপ অভিমান
আমারো দেবত্ব লাভ হবে!

শ্রীমতী মানকুমারী বসু





তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার !

তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার !
শিশু যেন করে সাধ
নিত্য সে সুন্দর চাঁদ
মিটে নাক' বাসনা তাহার
তুমি থাক তেমতি আমার !

তব লাগি উথলিয়া
নিয়ত উঠুক হিয়া,—
চিরদিন শ্রান্তি ক্লান্তি হীন,
চাহিনেক' মিলন দু'দিন !

আধ-ফোটা পদ্মফুল
বৃন্তপরে দুলু-দুল্‌—
তরঙ্গের রঙ্গে অনিবার,
তুমি থাক তেমতি আমার !

আমি তোমা ঘিরে ঘিরে
বেড়াইব চির ঘুরে
মধুর গুঞ্জনে ভরি দিব চারিধার
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার।

—তুমি মোর হয়ো না পাবার,
তাহে নিতি নবসুর
উঠিবেনা সুমধুর
বাজিবে না সারঙ্ আমার।

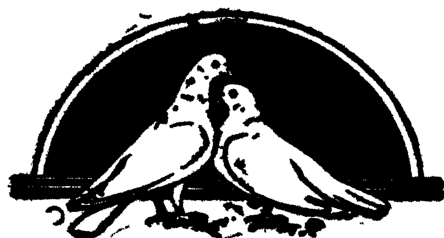
বেড়ি বেড়ি বিবর্ত্তন
ঘোরে যথা গ্রহগণ
ঘুরুক সহস্র সাধ তব চারিধার,-
তুমি মোর হয়ো না পাবার।

তৃপ্তির সঙ্কীর্ণ কূপে
মিলনের কাষ্ঠ-যূপে
কে পারে তোমারে ফেলে করিতে সংহার,
এমন হৃদয়হীন হৃদি আছে কার?
তুমি মোর হ'য়ো না পাবার।

সঙ্কীর্ণ তৃপ্তির মাঝে
তোমার কি বাস সাজে ?
অতৃপ্তি অনন্ত-ভূমি রাজত্ব তোমার ;
দূরে থেকে প্রদানিব কর অনিবার ; —
তুমি থাক আকাঙ্ক্ষা আমার !

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী





অপবাদ

তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
　　জানিনা মূলে !
অথচ সকলে তুলে দেছে কথা,
মৃদু মর্ম্মরি' কহে লতা পাতা,
　　ইঙ্গিতে ছলে ;—
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
　　জানিনা মূলে !

গুঞ্জরি' কেহ কহে কাণে কাণে,
কুহরিয়া কেহ গাহে বনে বনে,
তাই কভু আসে সংশয় মনে—
　　—আপনা ভুলে,
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
　　জানিনা মূলে।

হেরিলে তোমার অপরূপ হাসি
মোর দলগুলি ফুটে সে বিকাশি,—
দিকে দিকে ছুটে সৌরভ রাশি
সমীরে বুলে,—
তোমাতে আমাতে আছে কি মিলন
জানিনা মূলে !

তোমার হাসিতে হাসিয়া আকুল
হয় না কি বনে শত বন ফুল,
শত বন বীথি, জাগে না কি নিতি
—শত বিহঙ্গম গাহে না ?
জগৎ কি তোমা চাহে না !
মুদিত নয়নে, তাই ভাবি মনে
আপনা ভুলে,—
তোমাতে আমাতে ছিল কি মিলন,
কখনো মূলে !

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী





পেয়েছি

তোমারে আমি রেখেছি বুকে
সুখের তরে নয়,
তোমারে আমি পেয়েছি দুখে
দুখেরে করি জয়।

আকাশ ছেপে তোমার প্রীতি
বাতাস সম আসে
শীতলি' মম চিত্ত নিতি
বিচরে প্রাণ-বাসে।

আসে গো সুখ, দুঃখ বলি
চাহিনে আমি তারে ;
বিকাশে নব প্রীতির কলি
সুরভি মধ্য-তারে।

এ দেহ প্রাণ, তোমার কাছে
দিয়াছি সঁপে আমি,
আমার গানে জড়ায়ে আছে
তোমার সুর স্বামী।

এপারে কভু পাবনা আমি।
যেদিন মম সাঁঝে—
ওপারে যাব, জীবন স্বামী।
উদিবে হৃদিমাঝে।

দোঁহের প্রীতি-অভিজ্ঞানে
চিনিব দোঁহে ত্বরা,
তৃপ্ত মোরা হইব, পানে
অমৃত চিত্ত-ভরা।

অনঙ্গমোহিনী দেবী





বঙ্গবধূ

নব প্রেম, সলাজ সুন্দরী
ষোড়শী কিশোরী বালা উষার প্রতিমা,
লুকায়িত গৃহকোণে ; বধূ-রূপ ধরি
বঙ্গ-অন্তঃপুর মাঝে বদ্ধ মধুরিমা।
ঘোমটায় আবরিত অনিন্দ্য আনন,
অবনত আঁখিপাতা কমলের দল ;
বেড়ি মণিবন্ধ দুটি কনক-কঙ্কণ
জাগাইছে অনুক্ষণ পতির মঙ্গল।
রাঙ্গা-লজ্জা-বস্ত্রে ঢাকা চম্পকবরণ
সুগোল কোমল চারু পূর্ণ-তনুখানি,
নিশবদ পদক্ষেপে করে বিচরণ ;
শুনিতে পায় না কেহ অধরের বাণী।
স্নেহ-বন্দী, চির-রুদ্ধ গৃহের মাঝারে ;
লক্ষ্মী লুকাইয়া যেন বরুণ-আগারে।

বিমলকুমারী বসু



স্বর্গের-স্বপন

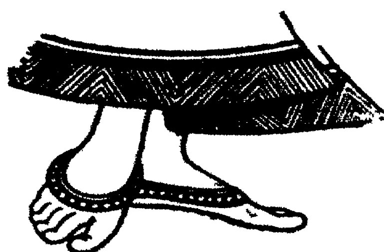
হে সুন্দরি! সেই দিন বসন্ত প্রভাতে
মন-প্রাণ-অন্ধ-করা সুবাসিত রাতে
ঝলসিলে আঁখি মোর পরশিলে মন!
অবাক অন্তর তোমা করিল বরণ!—
ভালো ক'রে দেখে নাই, করেনি জিজ্ঞাসা
প্রেমাতুর প্রাণ, দিয়া সর্ব্ব ভালবাসা,
সেই দিন, সর্ব্ব কাজে চিত্ত আনমনা,
করেছে করেছে শুধু তোমারি অর্চ্চনা।
আর সেই, সেই দিন বসন্ত বাতাস,
আপন আবেগে পূর্ণ নিশীথ আকাশ,
চন্দ্রালোকে আলোকিত সকল ভুবন,
স্বপ্নালোকে আলোকিত আমার এ মন!—
অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে মনে হ'ল মোর
স্বর্গ-হতে নেমে এলে!

জগতের ঘোর
ঢাকিলে স্বর্গের করে! গরবী পরাণ
করিল পূজার লাগি পুষ্প-অর্ঘ্য দান!
সব মনে নাই, শুধু মনে আছে মোর,
উজ্জ্বল অধর তব অবাক বিভোর,
চরণে পরশি যেন অজানিত দেশ!—
নূতন রাজ্যের মাঝে আশ্চর্য্য অশেষ।
রহস্য-মধুর হাসি! কৌতুকে অপার
পরিপূর্ণ দুই নেত্র! প্রতি পত্রে তার
বিস্তারিত স্বর্গ-ছায়া স্বরগের পথ
নিতান্তই স্বরগের ভাবিনু সে মুখ!

তারপর গেছে দিবা, গেছে নিশা কত।
গিয়াছে স্বপন প্রায় আশা শত শত—
প্রভাতের মুক্ত বায়ু, শ্রান্ত রজনীর
অলস অঞ্চল-গন্ধ সুরভি সমীর,
এ মোর পরাণ 'পরে। সুখে দুঃখে শোকে,
পরিম্লান ধরণীর মলিন আলোকে,
সম্পূর্ণ আঁধারে কভু, এ মোর জীবন
কত দীর্ঘ দিবানিশি করেছে যাপন!
হে মোর প্রভাত-পুষ্প, হে অপরিচিতা!
হে আমার যৌবনের পূর্ণ-প্রস্ফুটিতা!
হে মোর মানস-স্বর্গ, হে স্বপ্ন-চঞ্চলা,
হে মোর চঞ্চল চিত্তে চির অচঞ্চলা!
হে আনন্দ নিখিলের! হে শান্ত রঙ্গিণি!
হে আমার যৌবনের স্বপন-সঙ্গিনী!

হে আমার আপনার ! হে আমার পর !
হে আমার বাহিরের ! হে মোর অন্তর—
হে আমার—হে আমার চির-মর্ম্মময় !
আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয় !
আছিলে গোপনে মোর মন-অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, মোর এ পঞ্জর জুড়ে !
যেমনি বাজানু বাঁশি, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে,—
চরণে প্রস্ফুট পুষ্প, মস্তকে গগন !—
আমি অন্ধ দেখেছিনু স্বর্গের স্বপন !

চিত্তরঞ্জন দাশ





তুমি ও আমি

আমার এ প্রেম মোর চিত্ত হ'তে এসে,
তোমারি লাবণ্য মাঝে নিত্য খেলা করে,
কৌতূহল-দীপ্ত আঁখি, সুখশ্রান্তি শেষে,
আবার তোমারি বক্ষে ঘুমাইয়া পড়ে।
আমার আকাঙ্ক্ষা সখি! পতঙ্গের মত
দিবসে নিশীথে শুধু দগ্ধ হতে চায়,
ঢলিয়া পড়িছে তব সর্ব্বাঙ্গে সতত,
অতৃপ্তের তৃপ্তি লাগি উন্মত্তের প্রায়।
আমার এ মন সখি! মুগ্ধ কবি সম,
সর্ব্বদা করিছে শত সঙ্গীত রচনা,
গাঁথি গাঁথি সুখ দুঃখ পুষ্প অনুপম,
আপনি চরণে তব ঢালিছে আপনা।
তুমি আমি কাছে তবু দূরে দূরে থাকি,
দুজনার মাঝে এক দীপ জ্বেলে রাখি।

চিত্তরঞ্জন দাশ



বিকাশ

ওহে সুন্দর মম অন্তরে
একি উচ্ছ্বাস নব,
একি আকুল পুলক হিল্লোল প্রিয়
নব সঙ্গীত রব !

আজি মধুময় ধরা শোভা সৌরভে ভরা
নিভৃত আমার কুঞ্জ কুটীরে
আজি কি মহোৎসব !

বিকশিত আজি নব গৌরবে
হৃদয় কমল মম,
তাই উচ্ছ্বসি যেন উঠিছে প্রাণের
লাবণ্য নিরুপম।

নবীন ভাবনা কত ফুটে উঠে অবিরত
চেয়ে আছে তব প্রেমালোক তরে
সূর্য্যমুখীর সম।

কতদিন হায় জেগেছো রজনী
কতনা বিষাদভরে,
তবু পারনি বুঝিতে মোরে কতশত
ব্যগ্র প্রশ্ন করে' !

কত নব ভালবাসা আবেগ পূর্ণ ভাষা
লজ্জা কাতরা বালিকার কাছে
বিফলে গিয়াছে মরে।

আজি ফেলে দিব তুচ্ছ জীর্ণ
হীন লাজ আচরণ,
তুমি এস, হৃদয়েশ, হৃদি মন্দিরে
হৃদি-মন্থন ধন !

গোপন মরম মম দেখ অন্তরতম !
দেখ, কোন্ পদে সঁপিয়াছি আমি
তরুণ জীবন মন !

মৌন মূঢ় সে বালিকা চিত্তে
দেখ, কি মত্ত আশা !
আজি মিটাতে চাহে সে প্রেমতৃষা তব
ঢালি চির ভালবাসা !

চাহেসে পরাণ খুলে কহিতে শ্রবণ মূলে
যুগে যুগে যত প্রণয়িণীগণ
কহিয়াছে প্রেমভাষা।

ওহে বাঞ্ছিত! দেখ, আজি মোর
একি ব্যাকুলতা নব!
চাহে ক্ষুদ্র হৃদয় পুরাইতে তব
আশা আকাঙ্খা সব!

রেখেছি বক্ষ ভ'রে সান্ত্বনা তব তরে,
ওগো অতৃপ্ত আছে এ হৃদয়ে
সর্ব্ব তৃপ্তি তব।

—রমণীমোহন ঘোষ





সন্ধ্যা

যে গান গাহিয়া গেল পাখী, সে গান কি তব আবাহন,
অথবা সে বিরাম সঙ্গীত, দিবসের মর্ম্মোচ্ছ্বাস-গাথা ?
তোমারি কি মুখ চেয়ে চেয়ে, ফুল ওই ত্যজিল জীবন ;
অথবা সে নারিল সহিতে, ভ্রমরের বিরহের ব্যথা ?
অলির পাখার ছায়ে বসি' সমীর গাহিতেছিল গান;
তোমারে পাইয়া বুঝি এবে, নাচিয়া বেড়ায় চারিপাশ ?
অথবা সে নেহারি' নিকুঞ্জে, কুসুমের দেহ অবসান,
ছিন্নদল বুকেতে লইয়া, ফেলিতেছে আকুল নিশ্বাস ।
মুরছিয়া পড়িল নলিনী, কেঁপে ওই উঠিল সরসী,
তোমারে হেরিয়া বুঝি রবি, চলে গেল রক্তিম নয়ন ?
এলায়ে পড়েছে তব কেশ, উড়ায়ে' চলেছো তমোরাশি,
তপনে পিছনে রাখি বুঝি, যাবে ব'লে ত্বরিত গমন ?
তুমি কি গো পূরব তোরণে রাখি শুভ কণক কলসি
কুমার অরুণে কোলে ল'য়ে, উষা হ'য়ে ছড়াবে কিরণ ?

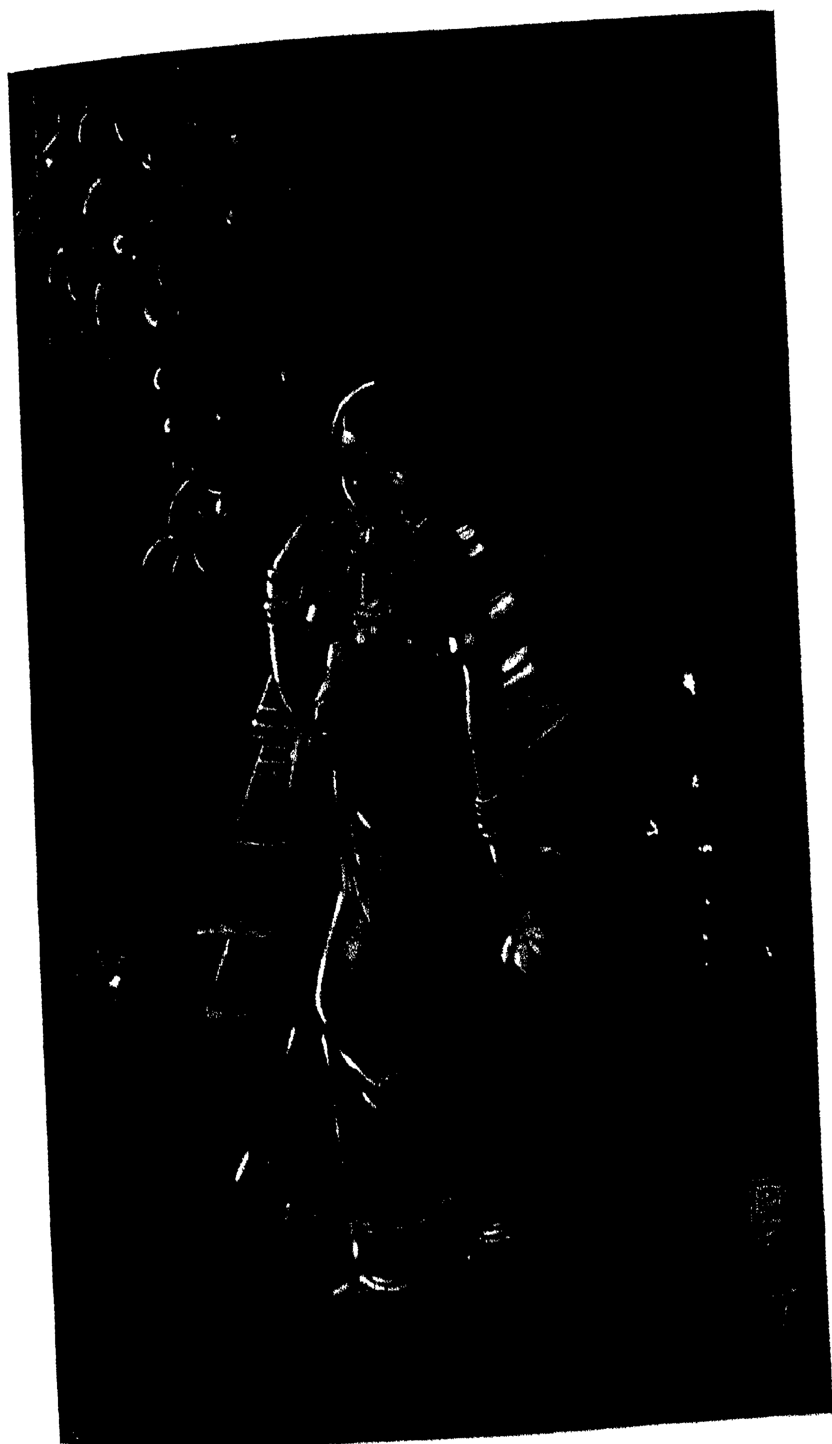
—রসময় লাহা

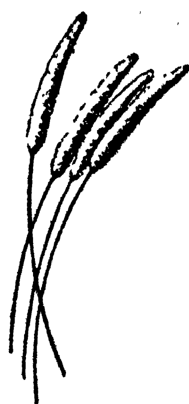
বর্ষা-মঙ্গল —

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

-কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা
জনপদ বধূ তড়িৎ-চকিত নয়না।
মালতীমালিনী কোথা প্রিয় পরিচারিকা
কোথা তোরা অভিসারিকা—।"

—রবীন্দ্রনাথ





নিষ্ফল

চাহিনা তোমার অশোক চাহিনা,
চাহিনা বকুল-মালা,
চাহিনা মধুপ-মধু-ঝঙ্কৃত
কুসুম-কুঞ্জ-শালা ;

চাহিনা মালতী-বল্লী-বিতানে
পত্রের শেজ পাতা,
পিক-রবাকুল ফাগুন যামিনী
জ্যোস্না-মদির-মাতা ।

একবার শুধু দেখিবার আশে
পথে শত আনাগোনা,
চাহিনাক আর কাণ পেতে তার
নূপুরের ধ্বনি শোনা ;

চাহিনাক আর চক্ষে আশার,
ইন্দ্রধনুর আঁকা,—
শেষ হয়ে যাক্ বক্ষ-আড়ালে
বেদনা ঢালিয়া রাখা।

হে নব বরষ, রুদ্র-পরশ
এবার দাওগো ঢালি,
বেণু-বীণা সব করিয়া নীরব,
তোল কালাগ্নি জ্বালি

মুগ্ধ মনের মোহ করিবার
বিফল মন্ত্র যত—
জীর্ণ দীর্ণ চূর্ণ হউক
ভস্মেতে পরিণত।

গগনের নীল নিছিয়া মুছিয়া
দাও গো অনল জ্বালি-
কাল-বৈশাখী করুক নৃত্য
বাজায়ে বজ্র-তালি।

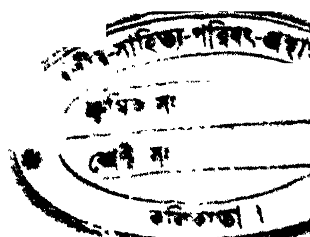
চঞ্চল তার চরণ আঘাতে—
টুটিয়া হউক লয়,
সারা জীবনের যক্ষে লুকান
নিষ্ফল সঞ্চয়।

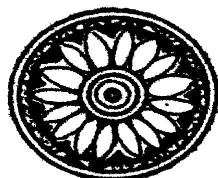
বরষে বরষে যত আশা, আর
　　　দুরাশা নিরাশা যত—
বজ্র-আঘাতে হউক দীর্ণ
　　　দগ্ধ ভস্ম হত।

সাধের কুলায় ভাঙ্গিল এবার,—
　　　বিহঙ্গ পাক্ ছুটি,
কালের বক্ষে মিলাক তাহার
　　　আর্ত্ত রোদন লুটি।

জগদিন্দ্রনাথ রায়







পদপ্রক্ষালন

বেদনা যত পেয়েছি ওগো ;
রয়েছে বুকে গাঁথা,—
নীরবে তার সকল গুলি
নিয়েছি পেতে মাথা ;
বুকের যত শোণিত-ধারা,
নয়ন-পথে ঝরে—
কলস ভরে' রেখেছি সব
সাজায়ে তব তরে।
পাখালি পদ, হিয়ার পরে
ব'স হে বঁধু মোর,
তোমার পদ-পরশ যাচি
করিয়া করযোড় ;
ভাবিগো বঁধু, দুখের ঘায়ে
কঠিন মোর হিয়া,
বাজে বা ব্যথা তাহার পরে
কোমল পদ দিয়া !

জগদিন্দ্রনাথ রায়



গীতলক্ষ্মী

প্রেম, তুমি জন্মে জন্মে সঙ্গ নিলে মোর
সঙ্গীতের বেশে,
জন্মান্তর-স্মৃতি তাই ফুটিছে বাঁশীতে
নিমেষে নিমেষে।

তুমিও ছাড়নি মোরে, আমিও ছাড়িনি,
প্রেমেরি এ ধারা !
দুজনে বেড়াই নেচে দুঃখের জগতে
মদে মাতোয়ারা।

তরঙ্গিত ধ্বনি-সিন্ধু তোলে তল হ'তে
রমার মুরতি ;
বেজে উঠে ভাব রাজ্যে দেউলে দেউলে
মঙ্গল আরতি ;

তুমি আর আমি করি কি যে সুধা পান,
কেহ নাহি জানে ;
আশে-পাশে এ সংসারে ধূ ধূ চিতা জ্বলে
ভাবের শ্মশানে।

সৃজন-প্রত্যুষে বিশ্ব কেবলি আঁধারে
করিত কি বাস ?
বাঁশী নাই, হাসি নাই, ছিল বক্ষে ধরি
চির সর্ব্বনাশ ?

কবে তুমি প্রীতি-লক্ষ্মী, এলে পুষ্পরথে
আলোকি ভূতল ;
হাসিল উদ্ভিদ-রাজ্য ! ভাসিল সরিতে
শত শতদল ;

ভৃঙ্গ-বঁধু গুঞ্জরিয়া ভৃঙ্গবধূ পদে
সঁপিল পরাণ ;
স্তব বাঁধি কোকিলারে উতলা কোকিল
করিল আহ্বান ;

ছেয়ে গেল ছন্দ-গীত দেখিতে দেখিতে
বিশ্ব-চরাচরে ;
জাগি ছন্দহীন কবি অনাদৃত বাঁশী
তুলি নিল করে।

সেই মহোৎসবে মাতি সদ্যসিক্ত প্রাণে
তরুণ উচ্ছ্বাসে
শূন্য মন্দিরের দ্বার তূর্ণ মুক্ত করি
ছিনু কার আশে।

সে যে তুমি, হে জাগ্রত প্রণয় দেবতা,
এলে মোর ঘরে
বিকাশি এ হৃদিপদ্ম তব সুকুমার
পাদপদ্মভরে।

সাধকের সুধা-স্বপ্নে জন্ম নিলা বুঝি
প্রীতির আধার ;
করুণা কোমল আঁখি, ওষ্ঠে সদা-হাসি,
কণ্ঠে গীতিধার।

কবে জেনেছিলে মোর অজ্ঞাত-বেদনা
তব লাগি, প্রিয়া!
তাই মধু-মূর্ত্তি ধরি পশিলে সেদিন
পূর্ণ করি হিয়া।

প্রথম মিলন-মোহে ছিনু যবে দোঁহে
মৌন, মুগ্ধ, মূক,
ছিল কাছে কৌতূহলী অদৃশ্য প্রকৃতি
বুঝি জাগরূক।

সে লিখিল বসি বসি মোদের কাহিনী
সহস্র রূপকে,
বনে বনে ফুলে ফুলে গগনে গগনে
মেঘের স্তবকে।

রচিনু আমার ছন্দে সে মধু মিলন,—
মনে পড়ে বালা?
সঙ্গীতের পুরস্কার দিলে শেষে গলে
তব কণ্ঠমালা।

চক্ষু ভরি এল নেশা, কণ্ঠ ভরি তৃষা,
বক্ষ ভরি তাপ ;
বাঁশরীর রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, ভরিয়া উঠিল
প্রেমের প্রলাপ।

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী



তাজ

প্রথম প্রণয় সম শুভ্রশির অভ্রে তুলি আজ
মর্ম্মের মর্ম্মর ! এই তাজ ?
না, এ কোন বিরহী দেওয়ানা—
রাখিবারে প্রেমের নিশানা
খুলে' খুলে' বুকের পাঁজর,
জমাইয়া অশ্রুর সাগর
মর্ম্মরের ইন্দ্রজাল ক'রেছে নির্ম্মাণ ?
বার বার স্তব্ধতারে চিরে
দেহহীন লেহ কাঁদে ফিরে
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্ !

রূপসী বিধবা যেন ব্যর্থ রূপে বৃথা পায় লাজ
তুমি কিগো তারই ছবি, তাজ ?
গম্বুজে গম্বুজে ছায়া-পরী
শুয়ে আছে মায়া রূপ ধরি'
মহলে মহলে ঘুরি ঘুরি
খোঁজে কারে বিরহিণী হুরী ?

বিপন্থিক পারাবত গায় তার গান।
নিখিলের প্রিয়াহীন প্রিয়
শ্বাসে—পিয়ে বিষাক্ত অমিয়—
হো হো মেরা জান্, মেরা জান্।

দেখি, দেখি, ফিরে ফিরে দেখি তোরে তাজ।
স্মৃতি রাজ্যে রাজ অধিরাজ।
পাথর না কাতর কাহিনী?
হেথা বুঝি রাধা বিরহিণী
কালো ব'লে কালিন্দীর গায়
গৌর তনু মিশাইতে—হায়,
পাথার শুকায়ে হ'লো যাদুর পাষাণ।
না, এখানে উন্মাদ ফরহাদ্
করিতেছে মৌন আর্ত্তনাদ।—
হো হো, মেরা জান্ মেরা জান্।

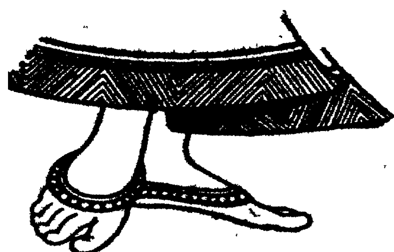
রৌদ্র মাথে শ্মশান বিভূতি, জ্যোৎস্না দেয়
বাসরের সাজ
হে শোকের চারু কারু কাজ।
পাষাণের যতুগৃহখানি
জ্বালাইয়া যায় উষারাণী
ভাঙ্গি ভাঙ্গি সোনার সবিতা
সন্ধ্যাবর্ণে গড়ে স্বর্ণ-সীতা,
প্রিয়ার প্রতিভূ রাখে প্রণয়ের মান।
বুকে নিতে মায়ার সে হেম
বাহু পাতি ডাকে দীর্ণ প্রেম।—
হো হো মেরা জান্, মেরা জান্।

অন্ধ-প্রীতি পদ্মগন্ধ প্রতি শিলা মাঝ—
ধবলের স্বপ্ন তুমি তাজ!
অরসিকে করিছ রসিক,
অপ্রেমিকে করিছ প্রেমিক,
বর্ব্বর ফিরিছে হ'য়ে গুণী
মুনি হ'য়ে ফিরে যায় খুনী,
কি মধুর, কি বিধুর, বঁধুর আহ্বান!
ছবি না, এ কবির নন্দন?
নেশা, না, এ কবির ক্রন্দন?
হো হো, মেরা জান্, মেরা জান্!

একেলার পূজা-মঠ সর্ব্বঘটে করিছে বিরাজ!
প্রেমের বিজয়-ধ্বজা তাজ,
নির্ম্মাইল অপূর্ব্ব প্রণয়ী
অভিজ্ঞান সর্ব্বকাল জয়ী!
ধ্বংস হোক্ সুন্দর কবর,
চূর্ণ হোক্ মর্ম্মর বাসর,
প্রিয়ারে জিয়ালো তার হিয়ার রসান!
তবু কাঁদে কায়া, না ও ছায়া
বিশ্বময় হারাইয়া জায়া?—
হো হো মেরা জান, মেরা জান!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।





শক্তি-সঞ্চার

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা ;
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা,
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা ।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষ-হর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে কূলে করি পরিবেষণ মঙ্গলময় বরষা ।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্য্য-গরিমা-কীর্ত্তি-কাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়-মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা ।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে,
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি' ডাকিছে সুপ্তি-মগনে ;
নিদ্রালস-নয়নে, এখনো রবে কি শয়নে ?
জাগাও বিশ্ব, পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা ।

শ্রীরজনীকান্ত সেন



নির্ভর

তুমি, নির্ম্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।

লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানিনা কখন-ডুবে যাবে কোন্
অকূল-গরল-পাথারে।

প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব, শ্রীচরণ-তলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত-বাসনা গুছায়ে।

আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধর-সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপি-লতায়, জলদের গায়,
শশী-তারকায়, তপনে,

আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া,
ব'সে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া ;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

রজনীকান্ত সেন





বিশ্বাস

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে !
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকি-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে' না লবে গো ;
হ'য়ে, পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে, পারে ব'সে, 'পার কর' ব'লে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি !
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;
একি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে !

রজনীকান্ত সেন



আবাহন

অমনি এস গো তুমি হৃদয় নন্দনে
বিগলিত নীলাম্বরে' স্নানার্দ্র বসনে।
নাহি কোন লাজ হেথা, নাহি কোন ভয়,
এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয়!
হেথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়,
নহ কেহ' বাহিরের বসন ভূষায়।
বাহুপাশে বাঁধা রবে কনক বন্ধনে
দু'টি প্রাণ দু'জনার ঘন আলিঙ্গনে।
বহিয়া আসিবে ওই বক্ষতল হ'তে
আতপ্ত যৌবন তব তপ্ত স্বর্ণ স্রোতে
এই বক্ষ মাঝে, এই হৃদয়ের 'পরে,
উছসি' উঠিবে হিয়া নবরাগ ভরে।
এস তবে, অয়ি প্রিয়ে, অয়ি অবন্ধনে,
লাজ ভয় ত্যজ আসি' মর্ম্ম নিকেতনে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

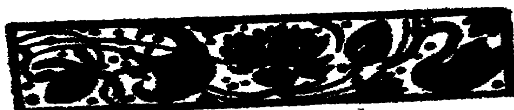




অবসান

হে মোর সঙ্গীত, তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হ'ল অবসান।
এক বেলা নৃত্য শুধু এক বেলা গান,
ছড়ায়ে রঙীন পাখা কুসুমে শয়ান।
একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধূলা মুগ্ধ অভিনয়,
তারপরে দিনশেষ—আর বেশী নয়।
রে স্বল্পায়ু, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হ'তে হোক্ না সে, ভাই,
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহা লাঞ্ছনা সে!
তার চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়া পাখা
খেলা শেষে কুসুমের বক্ষে মরে' থাকা।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর





ভুল

আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল ;—
সে যে ছিল বরষার কূটজ কুসুমহার,
শরতে সোনার ক্ষেতে শেফালির ফুল ;
হেমন্তে কুন্দের হাস বসন্তে বেলার বাস
নিদাঘে অপরাজিতা এলায়িত চুল ;—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল।

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বলি শতবার,—
সর্ব্বস্ব ফেলিয়া পাছে সে যবে আসিত কাছে
গললগ্নীকৃতবাসে করি নমস্কার,
দুই করে কৃতাঞ্জলি, 'প্রেম ভিক্ষা দেহ' বলি
দাঁড়াইত মূর্ত্তি যেন দীন দীনতার,
ভাবিতাম মনে মনে আমি ধনী যেই ধনে
সে যে পূর্ণ সফলতা কম-কামনার,
শত সুষমার খনি সে যে কোহিনুর মণি
সোহাগে ধরিবে শিরে রাণী অলঙ্কার ;
একি বিড়ম্বনা হায়! ভিখারিণী তারে চায়!
এমনি নিলাজ বটে আশা দুরাশার!

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝেছি এখন,—
কে জানিত সেই দিন,   দীন হ'তে আমি দীন
বুকে পোরা সর্ব্বনাশী হোম হুতাশন ;
চির নিশি দিনমান   শিখা যার লেলিহান
রস রক্ত মাংস মেদ করে বিদাহন ;
কে জানিত অবশেষে   ক্ষুধার্ত্ত কাঙাল বেশে
সর্ব্বশূন্য অকিঞ্চন অনাথ মতন,
দীর্ণ শত বজ্রাঘাতে,   এ হৃদয় লয়ে হাতে
ধরার দুয়ারে হবে করিতে ক্রন্দন ;
আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝেছি এখন !

আমারি এ ভুল, বন্ধু, লইনু মানিয়া ;
কেমনে জানিব হায়   পরিহরি অলকায়
মায়াবলে মানবীর মূরতি ধরিয়া ;
দীনা ভিখারিণী বেশে,   ধরার কুটীরে এসে
অলকার লক্ষ্মী মোরে যাবে যে ছলিয়া ;
কেমনে জানিব তবে   সেই যাচনার রবে
চিরসুখ বরদান ছিল লুকাইয়া ;
স্বর্গের সম্পদে তাই   উপেক্ষা করেছি ভাই
ভেঙেছি মঙ্গলঘট চরণে ঠেলিয়া,—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, লইনু মানিয়া।

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বলি আর বার ;—
সব গর্ব্ব অভিমান   চূর্ণ আজি শতখান
শূন্য ঘরে রিক্ত আত্মা করে হাহাকার ;
বিশাল বিশ্বের পাট   ধূ ধূ ধূ মরুভূ-মাঠ
হু হু হু অবাধ বায়ু বহে অনিবার ;

বাস-গৃহে করি থানা পিশাচে দিতেছে হানা
অদৃষ্টের অট্টহাসে কাঁপে চারিধার ;
ঢাকিয়া শবদ সব সদা 'দেহি দেহি 'রব
উচ্চকণ্ঠে আর্ত্তনাদ চির বুভুক্ষার,—
আমারি এ ভুল, বন্ধু বলি শতবার।—

আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝিনু এখন,—
ছিঁড়িয়া কনকপট ভাঙিয়া মঙ্গলঘট
করিতেছি কাষ্ঠ লোষ্ট্রে দেবতা পূজন ;
দারুণ অবজ্ঞা ভরে দূর করি কমলারে
কামরূপা কুহকীর চরণ বন্দন !
সে ছিল শঙ্কিত গতি হরিণী বেপথুমতী
এ যে প্রলয়ের বহ্নি বাড়বা ভীষণ,
সে ছিল জগত-ধাত্রী, স্বর্ণসীতা সুখদাত্রী,
এ যে শুষ্ক সূর্পনখা সর্ব্ব অলক্ষণ,
আমারি এ ভুল, বন্ধু, বুঝিনু এখন !

আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল,
কেন না শুনিনু কানে সে বচন বীণা-গানে ?
সেই প্রেম-মন্দাকিনী কুলু-কুলু-কুল ?
কেন না দেখিনু হায়, সে আনন সুষমায় ?
ধরাতলে কোথা আছে তার সমতুল ?
জীবন-মন্থন-সার মোহিনী সে অমরার
সকল সুখের উৎস প্রণয়ের মূল !
তাই ভাবি—প্রাণ দিলে প্রাণের সর্ব্বস্ব দিলে
আর কি মেলেনা সেই ত্রিদিবের ফুল ?—
আমারি এ ভুল, বন্ধু, আমারি এ ভুল।

নিত্যকৃষ্ণ বসু



প্রেম-লিপি

বৈশাখী প্রভাতে যবে কুহুরিত কুহুরবে
ভরিবে চম্পক বাসে বসন্তের বাসর ভবন,
লবঙ্গ কলিকা ঘ্রাণে লালস বিবশ প্রাণে
সহকার-কুঞ্জে পশি শিহরিবে মৃদু সমীরণ,
ভাবি কার চন্দ্রানন কাঁদিবে কবির মন
অজ্ঞাতে নয়ন-জলে ভাসিবে নয়ন,—
হে সুন্দর, আসিও তখন!

আষাঢ়ে নিশীথ কালে সজল জলদ জালে
হয় যবে মুহুর্মুহু ঝলমল দামিনী স্ফুরণ,
বিজন শয়ন 'পরে একা শুয়ে শূন্য ঘরে
মরমে উচ্ছ্বসি উঠে মরমের গভীর বেদন,
তিমিরে মগন সব অশ্রান্ত ঝিল্লীর রব
চারিপাশে ঝম ঝম বৃষ্টি বরিষণ;—
হে সুন্দর আসিও তখন।

আশ্বিনে আকাশ-গায় পরিপূর্ণ পূর্ণিমায়
শরতের শুভ্রশশী শুভ্র হাসি বিকাশে যখন ;
সরসে কহ্লার-বনে নগ্ন শোভা নিকেতনে
তরল লহরী সনে খেলা করে তরল কিরণ,
সুদূরে স্বপন প্রায় চকোর ডাকিয়া যায় ;
কেঁপে উঠে প্রকৃতির অস্ফুট যৌবন,—
হে সুন্দর, আসিও তখন !

'হায়ণে হেমন্ত রাণী সোহাগে বুকেতে টানি
রাশি রাশি ব্রীহিযব—গুচ্ছ গুচ্ছ অপূর্ব্ব শোভন,
যতদূর দৃষ্টি চলে দেখেন সুকুতূহলে
শস্যের লহর-লীলা, পক্কশীর্ষে কষিত কাঞ্চন,
হেরি সে মূরতি ধীর কৃষি-বধূ মুছে নীর
সভয়ে অঞ্চলখানি করিয়া ধারণ,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

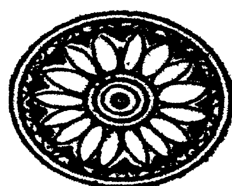
পউষে প্রথম যবে গোলাপ-কুমারী সবে
সরমে রাজিয়া উঠে অরুণের লভিয়া চুম্বন,
শুভ্র হিয়া শুভ্রবাস কুন্দমুখে ফুটে হাস
ধরিত্রী কষিয়া লয় নিজ কাঁধে কুহেলি-বসন,
সন্ধ্যা না হইতে সুখে বাঞ্ছিতেরে ল'য়ে বুকে
সাধ যায় সুপ্ত কক্ষে করিতে শয়ন,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

ফাল্গুনে বসুধা রাণী প্রথম যৌবন মানি
প্রথম মুকুল দুটি রাখে কোথা করিয়া গোপন,
বিহ্বল সৌরভ তার ছায় ক্রমে চারি ধার
বসে থাকে উদাসিনী আপনাতে আপনি মগন ;
উন্মুক্ত অলকরাশ শিথিল বুকের বাস
টানিয়া লইতে বুকে হয়না স্মরণ—
হে সুন্দর আসিও তখন !

এরূপে জীবনে যবে প্রমোদ প্রফুল্ল রবে—
বীণার ঝঙ্কারে হবে প্রতিধ্বনি-ধ্বনিত ভুবন ;
প্রকৃতির স্নেহহাস পরিস্ফুট কলভাষ
জাগাইবে মর্ম্মমাঝে তৃপ্তিহীন অনন্ত স্বপন,
সহস্র বাঁধনে বাঁধা সহস্র সাধনে সাধা
পিরীতের সরোবরে অমিয় মন্থন,
হে সুন্দর, আসিও তখন !

অন্তিমে মৃত্তিকা'পরে শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে
মরমের স্তরে স্তরে পরিতাপ বিঁধিবে যখন ;
কত দুঃখ কত ক্লেশ কিছুরি হবেনা শেষ
দহিবে সৌন্দর্য্য-তৃষা অন্তদাহী স্ফুলিঙ্গ মতন ;
বারেক বিমুক্ত প্রাণে চাহিয়া বিশ্বের পানে
ধীরে ধীরে যবে কবি মুদিবে নয়ন,
হে সুন্দর আসিও তখন !

নিত্যকৃষ্ণ বসু



সেই ফুল

কবে যে স্বপনেতে আধভাঙ্গা ঘুমঘোরে,
যতনে কে দিয়েছিল একটি কুসুম মোরে,
ফুটন্ত লাবণ্য-মাখা সেই পারিজাত ফুলে
ভ্রমেতে ঘুমের ঘোরে রেখেছিনু হৃদে তুলে।
প্রভাতে ভাঙ্গিল ঘুম বিহগ-কূজনে হায়,
দেখিলাম শূন্য হৃদি ভূমে গড়াগড়ি যায়!
কতদিন গেছে আজ সে মাধুরী সেই ফুলে,
আজিও হৃদয়ে মাখা, আজিও যাইনি ভুলে!
আজিও প্রভাত কালে মনে পড়ে সেই হাসি,
মনে পড়ে সেই ফুলে ছিল কার অশ্রুরাশি!
বরিষার বারিধারা থেকে থেকে হয় ভুল,
পবিত্র নীহার মাখা বসন্তের সেই ফুল!

প্রমীলা নাগ





সোনার স্বপ্ন

সে গেছে, আমার মর্ম্মপটে ছায়ার মতন ভেসে,
সে গেছে, আমার হৃদয়ে-তটে ঢেউয়ের মত এসে,
তারে নয়ন ভরে দেখেছিলাম,
প্রাণের ভিতর রেখেছিলাম
রক্ত দিয়ে ঘিরে—
ঘুমের সিংহাসনে বসিয়েছিলাম সোনার স্বপ্নটিরে।

সে প্রথম সেদিন এসেছিল আমার দৃষ্টিপথে,
সে সুখের মত ভেসেছিল আমার মনোরথে;
তারে মহারাজার মতন করে'
আদর করে' যতন করে'
নিয়েছিলাম, তবে-
সেদিন ভরেছিল জীবন আমার মহা মহোৎসবে।

—উর্ব্বশী—

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

"—সুর সভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি—"

রবীন্দ্রনাথ—



সেদিন পুষ্পে পুষ্পে কুঞ্জ ভবন উঠ্‌ল' আমার সেজে ;
সে দিন রোমাঞ্চিত ক'রে পবন, উঠ্‌ল' বীণা বেজে ;
সুখে হৃদয় আমার ভরে' গেল,
ডুবে গেল, মরে' গেল,
—সন্ধ্যাসম মেঘে;
যেন উঠ্‌লাম আমি জন্ম হতে জন্মান্তরে জেগে।

যখন মগ্ন আছি সুখের নীড়ে স্বপ্ন গেল টুটে।
হঠাৎ বীণার তারটি ছিঁড়ে গেল আর্ত্তনাদে উঠে।
এখন রহি সন্ধ্যার গভীর গানে,
বীণার স্বরে, কবির তানে
চেয়ে নিরবধি—
সেই স্বপ্ন আমার—যুগের ঘুমে একবার আসে যদি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়





অভিমান

হাসির তুফান তুলে দিতে পারে সে,
ফোটায় হৃদে কুসুম শত শত ;
নেমে আসে অশ্রুবৃষ্টিধারে সে,
গর্জ্জে কভু বজ্রধ্বনির মত ;

রবির আলো মেঘের অঙ্গে খেলায়,
মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু সাজায় ;
অসিখানি সমীরবক্ষে হেলায়,
উদাস প্রাণে মুরলীটি বাজায় !

আর ত' কৈ সে মুরলীটি বাজে না।
—এমনি কি !—কিসের দুঃখ হেন।
আর সন্ধ্যা তেমন ক'রে সাজে না।
—তাহার সে দোষ ; আমার দুঃখ কেন।

আমারে সে কৈ ত' ভালোবাসে না,'
আমার উপর কিসের তাহার দাবী !
সে ত'—কৈ সে আমার জন্য আসে না,
আমি কেন তাহার জন্য ভাবি ?

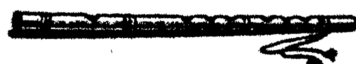
—না না—তবু বহুদিনের বাসনা,
বহুদিনের স্মৃতি জেগে আছে ;
—ওগো তুমি কেন আমার আস না,
এসো তুমি, এস আমার কাছে !

বড় রোষে বড় অভিমানে গো,
হয়েছে এ ক্ষণিক ছাড়াছাড়ি ;
সকল ব্যথা গলে' গেছে প্রাণে গো
এস আমার—এস তোমার বাড়ি!

হাসির তুফান আবার দাও গো উঠায়ে,
অশ্রুজলে ভাসিয়ে গো গুণী !
আবার কুসুম প্রাণে দাও গো ফুটায়ে,
আবার তোমার গভীর ধ্বনি শুনি ।

অরুণ-বর্ণ মেঘের সঙ্গে মিশায়ে,
খেলাও আবার ইন্দ্রধনু হাসি ।
ছেদি' আমার গভীর অমানিশা এ
—এস, আবার বাজাও তোমার বাঁশী ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়





আহ্বান

যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা
তুমি আমার এসো ;
যখন ধীরে প'ড়ে আসবে বেলা
তুমি একবার এসো ।

যখন যাবে কলরব থামি'
—যখন বড় একা
কাউকে খুঁজে পাবনাক আমি—
তুমি দিও দেখা

আমার নাইক এমন কোন দাবী
—তোমায় আমি পাবো !
আমি শুধু পূর্ব্ব কথা ভাবি
তুমিও কি ভাবো ?

তোমার পানে সকল দুঃখ মাঝে
আমি চেয়ে থাকি ;
যখন দুঃখ বড় বক্ষে বাজে
তুমি আসো না কি ?

আমি শুনি মাঝে মাঝে যেন
তোমার কণ্ঠরব ;
তোমার স্পর্শ তোমার হাস্য হেন
করি অনুভব।

সবই ভ্রান্তি এ কি ?—সবই মায়া
তোমার এই প্রীতি ?
শুধু স্বপ্ন !—শুধুই কি ছায়া ?
শুধুই কি স্মৃতি ?

যখন হেথায় ছেড়ে যাবো শেষে
যাহা কিছু প্রেয় ;
তুমি তখন সাগর তীরে এসে
সঙ্গে নিয়ে যেও ;

তুমি গেছ আগে ; তোমার আছে
জানা সমুদয় ;
তুমি যদি থাকো আমার কাছে
পাবনাক' ভয়।

সেদিন তুমি এসো ওহে প্রিয়—
এসো আমার কাছে ;
সেই দেশে—আমায় দেখিয়ে দিও
কোথায় কি আছে।

আঁধার যদি—তুমি শুধু হেসো
আঁধার হবে আলো ;
তুমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো
তুমি বেসো ভালো।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

অতিথি

সন্ধ্যা-তারকা উঠেছে তখন
গগন-পারে,
আসিল সে একা— অজানা অতিথি,
আমার দ্বারে।
চাহিনু যেমনি মুখপানে তা'র,
মনে হ'ল—সে যে চির আপনার,
বরণ করিয়া মন্দিরে মোর
লইনু তা'রে।
আসিল সে যবে অজানা অতিথি
আমার দ্বারে।

রতন-প্রদীপ জ্বালিয়া অমনি
যতন-ভরে
কুসুম-আসন করিনু রচনা
তাহার তরে।
ভুলি' দুরাশায় ভাবিলাম মনে—
প্রবাসীর শত স্নেহের বাঁধনে
চিরদিন তারে এই গৃহ মাঝে
রাখিব ধরে'।
কুসুম-আসন করিনু রচনা
যতন-ভরে।

তখন প্রাচীতে আসেনি অরুণ,
জাগেনি পাখী,
তখনো নিদ্রা- আবেশে অবশ
আমার আঁখি।

ঘর ছাড়ি আসি অতিথি আমার
বাহিরিল পথে একাকী আবার,
নিবায়ে প্রদীপ গৃহখানি মোর
আঁধারে ঢাকি'।
তখনো প্রাচীতে আসে নাই ঊষা,
জাগেনি পাখী।
জানিনা কোথায় কতদূর তা'র
আপন দেশ,
কবে হবে তা'র এই নিদারুণ
যাত্রা শেষ!
দিয়াছিনু মোর যত উপহার,
ফেলে গেছে সব, তবু মনে তাঁর
জাগিবে কি কভু ক্ষণিক নিশার
স্মৃতির লেশ।
এই নিদারুণ যাত্রা তাহার
কোথায় শেষ!
কণ্ঠে তাহার ছিল অমূল্য
রতন-হার,
ছিন্ন করিয়া ফেলে গেছে যত
মুকুতা তা'র!
তার সেই ধন কোথা আমি রাখি;
হারাই হারাই ভয়ে সদা থাকি,
অতিথি আমার ফিরিয়া কি কভু
আসিবে আর!
হার ছিঁড়ে সে যে ফেলে গেছে যত
মুক্তা তা'র!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

উপেক্ষিত



প্রাণে ছিল নবীন যৌবন,
প্রেম ছিল নন্দন কানন
পরিমলে ভরপুর—
হাস্য ছিল সুধাচুর—
অন্তহীন রহস্য ভবন—
কোথা আমি কোথা সে স্বপন ?
দূরে নিরাশার গান,
বায়ুভরে বেপমান,
মর্ম্মে উঠে প্রতিধ্বনি
মুহূর্ত্তে প্রমাদ গণি,
অশ্রুসিক্ত যুগল নয়ান,
নাই—নাই ! আমার সে নাই !
খুঁজেছি খুঁজেছি সব ঠাঁই ।

অনন্তে গিয়াছে ভাসি
সেই কুন্দ-রূপরাশি—
এ আশায় পড়িয়াছে ছাই,
নাই, নাই, সে আমার নাই ।
কাব্যে নাই, তাও খুঁজিয়াছি,
গানে নাই, তাও শুনিয়াছি,
নহি আমি উদাসীন,
স্বপনে হইয়া লীন,
অনন্তের মাঝে ডুবিয়াছি—
কতদিন তা'রে খুঁজিয়াছি ।

* * *

কেন কাঁদি পেতে সুষমায়,
লয়েছে সে সুদীর্ঘ বিদায় !

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী



বাঁশরী

সন্ধ্যার বরণ-ঘটা ধূসর অঞ্চলে
ক্রমে ক্রমে ঢাকিলে তিমির
সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে
মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর ;
মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ,
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি,
এ হ'তে মধুর স্বর শুনিতাম বাঁশী।

স্বভাব নীরব যবে গভীরা যামিনী
শিশু হেরে সোনার স্বপন,
চন্দ্রমা চকোরে কথা শুনে বিরহিণী
ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন—
উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ,
এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুম্বন,
ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন।

ফুলভূষা হাসে উষা দুকুল-বসনা
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী,
বিদায়-চুম্বনে নাহি পুরিল বাসনা
পতি-মুখ নেহারে কামিনী,
তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত,
উথলিত প্রাণে শত সুধার লহরী,
যবে ধীরে সে আমারে জাগাত বাঁশরী।

প্রখর নিদাঘ তাপে তাপিতা মেদিনী
ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাখে গায়,
কুলায় লুকায়, নাহি গায় বিহঙ্গিনী,
জাগি আমি, যুবতী ঘুমায়,
আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধা দান,
মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ?

প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়
প্রিয় মুখ মনে কত উঠে,
অনিমেষ-নেত্রে হেরে চন্দ্রমা-উদয়,
একে একে দেখে তারা ফুটে,
বিরহ-বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
মৃদু পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগে, শীতল মাধুরী,
আশে আঁখি-নীরে ভাসে প্রিয়জনে স্মরি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ



পাগলিনী

আঁচল ভরিয়া তুলিব লো ফুল
ঢালিয়া দিব লো যমুনা কোলে,
হেলিয়া দুলিয়া করিব লো খেলা,
সরসী যেমন লহরী তোলে।

কখনো গিরির সুদূর শিখরে
একেলা নীরবে রহিব বসি,
আধ-ঘুম-ঘোরে—আধ-জাগরণে
ভাবিবে সকলে তরুণ শশী!

কখনো নিবিড় নিভৃত কাননে
এলাইয়া দিয়া চুলের রাশ
বসি তরুমূলে শুনিব বিরলে
বন-সারিকার মুখর ভাষ।

কখনো বা ফুলে সাজি ফুলময়ী
বনদেবী সম করিব মান,
লতিকার ছায়ে বসিয়া কখনো
কোকিলার সম করিব গান।

চাঁদের কিরণে উজল হইয়া
কুসুম শয়নে রহিব শুয়ে
মৃদুল বাতাসে ঘুমাব' হরষে
শেফালি যেমন ঘুমায় ভুঁয়ে

কভু বা পরিয়া নানা আভরণ
সিঁদুরে রঙীন করিব সিঁথি,
কভুবা ফেলিয়া বসন ভূষণ
জাগাবো জীবনে আদিমস্মৃতি

কভু এলোকেশে শ্লথ অঞ্চলে
সারা নিশি রবো কুসুম বনে
চন্দ্র আমারে চুমিবে আদরে
তারা হেসে চা'বে নয়ন কোণে।

কুঞ্জ কাননে নব-জল-কণা
ধুইয়া দিবে গো এ দেহ-লতা,
শিশিরে ডুবায়ে আধেক অঙ্গ
শ্বেত জুঁহী সম শোভিব তথা

আ'মরি কি সুখ ! কি সুখ আ'মরি—!
পাগলিনী সবে আমারে কয়,
আমারি বিশ্ব—নিখিল আমার—
এ ভুবন আর কাহারো নয় !

আকাশের তারা ধরণীর ফুল
সাগর লহর আমারি সব
আমারি কারণে কানন ভূধর
আমারি কারণ পাখীর রব !

যেথা খুসি যাই, যাহা খুসি খাই
মনের সুখেতে বেড়াই ঘুরে,
পাগলিনী হ'য়ে বেঁচে আছি আমি
সাধু মরে গেছে স্বরগ পুরে !

শ্রীমতীঅম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা





সুমন্ত্রণা

গুঞ্জরিছে অলি মঞ্জরীর কাণে,—
"ফোটনা, অফুট বকুল-নারী,
জুড়া সুধা দিয়ে এ বিধুর প্রাণে,
আর না বেদন সহিতে পারি ;
মলয়-অনিল ওই বহে যায়,
কুহরে কোকিল চূতের শাখায়,
প্রকৃতি লো আজি
ফুলদলে সাজি
গেঁথেছে মাথায় যূথিকা-সারি।"

সুরভি বিষাদে নিঃশ্বসিল কলি,—
"এ সারা জীবনে ফুটিব না অলি,
যৌবন অফুট
রাখিব অটুট,
ফুটিলে পাপড়ি ঝরিবে তারি।"

বলে অলি,—"দাও, নাহি দাও, মোরে,
শুকাইবে মধু, দল যাবে ঝ'রে,
কি ফল জীবনে,
বিফল যৌবনে ?—
কেবল কলিকা-জনম সার-ই।"

বরদাচরণ মিত্র



চির-সুন্দরী

১

নিভৃত হৃদয় মাঝে, একদা জাগিলে কবে,
হে চির সুন্দরী।
চাহিলে অপাঙ্গে বুঝি, বিশ্বের মালঞ্চ তাই—
উঠিল মুঞ্জরি'।
পিক, পাপীয়ার কণ্ঠ দিলে তুমি পূর্ণ করি'
নিজ কণ্ঠ-গীতে;
সৌন্দর্য্য-সম্পদ্ তব মুষ্টি-মুষ্টি ছড়াইয়া
দিলে চারিভিতে।

২

হরিণীর নেত্রে দিলে কজ্জলে আঁকিয়া তব
নয়ন সুষমা;
তোমার অধর রাগ দিলে নব কিশলয়ে
অয়ি নিরুপমা।
কেশগুচ্ছে দিলে রচি', কলাপীর পুচ্ছভার—
চন্দ্রক মালায়;
তন্বী দেহলতা দিলে মাধবীরে অনুরাগে
হে দেবী, লীলায়।

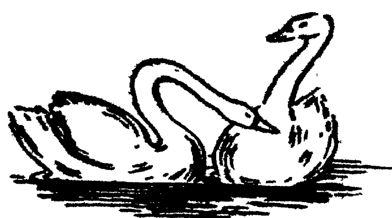
৩

তব ভাবে মুগ্ধ কবি অন্তরে বাহিরে খুঁজি'
না পায় আভাস,
তুলিকায় চিত্রকর তোমারে চিত্রিতে নারে,
ভাস্কর নিরাশ।
কাব্যে, পটে—কোথা তুমি? মর্ম্মরে গড়িবে কেবা
তোমার প্রতিমা?
কবি-ভাব্য তবরূপ, শিল্পী প্রকটিতে নারে
তোমার মহিমা।

৪

দিকে দিকে ব্যষ্টিরূপে তোমারে দেখিতে পাই,
সমষ্টি কোথায়?
সমস্ত জীবন ধরি করিনু তপস্যা তব,
শুধু কি বৃথায়?
কোথা তুমি—কোথা তুমি, জন্ম জন্ম খুঁজিয়াছি,
কোথা চির-প্রিয়া!
দেখা দাও পূর্ণরূপে— দেখা দাও স্বর্গ-মর্ত্ত্য—
হৃদয় ব্যাপিয়া!
অন্তর হইতে এস অন্তরাল ছিন্ন করি
হে চির সুন্দরী!
সর্ব্বেন্দ্রিয় পূর্ণ করি' সর্ব্বৈশ্বর্য্যে মূর্ত্ত হ'য়ে
এস—বক্ষে ধরি!
অই স্পর্শে ধন্য হোক্ আমার জীবন-জন্ম—
আমার সাধনা,
অই রূপে মিশে যাই চরিতার্থ হোক্ মোর
কামনা-কল্পনা!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়



উর্বশীর প্রতি পুরুরবা

*   *   *

লইলাম বক্ষে টানি বাহুর আড়ালে
যক্ষের রক্ষিত কোন্ গুপ্ত রত্ন ধন !
এ দান দরিদ্রে মরি, কেগো বিতরণ
করি গেল ! কোন্ ভাগ্য বলে, অকরুণ
মিনতি আমার, নিমীলিত লাজারুণ
মেখেদিল প্রস্ফুটিত সরোজ আননে !
মিথ্যা স্বর্গ ত্যাজি এনু মর্ত্ত্যের ভবনে—
ফুটন্ত নন্দন যেথা হাসিল গোপনে,
নন্দিত নিকুঞ্জে মম একান্ত শয়নে।
সঙ্গে তুমি ওগো নিঃসঙ্গিনী ! বক্ষে তুমি-
সব সাধনার চির-পরিণতি তুমি !
অঙ্কে তুমি সোহাগ জড়িতা লতা স্নিগ্ধ
শোভাময়ী ! ওগো বরাননা, লুব্ধ দিগ্ধ
অনুগত আমি, একান্ত নির্ভর ভরে
ছিনু নিদ্রামগ্ন, তোমারে লইয়া ক্রোড়ে !

চুম্বন চুর্ণিত তব কুন্তল আড়ালে,
সমস্ত ভাবনা মম লুকাল বিরলে।
অঙ্গের পরশ-মাখা রস-আলিঙ্গন,
মরণ কাঁদিয়া দুখে মরিল চরণে।
আঁখি হেরি নবনীত ফুল্ল তনুখান
কি দিব্য স্বপনরাজ্য করিল নির্ম্মাণ!
সব ভেঙে গেল আজি একটি নিশ্বাসে,
অকালে সকল সাধ মরিল তরাসে!

*　　　*　　　*

শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ



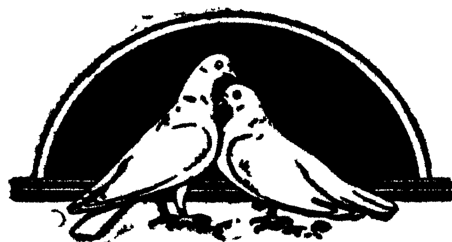


বাসর

এখনও সে ছবি জাগে হৃদয়ে আমার,
সুখ আকুলিত সেই বাসর যামিনী।
আলোকমালায় ঘেরা গৃহ চারিধার,
কৌতুক রহস্যময়ী বালিকা কামিনী।
অচেনা অজানা তবু নয়ন আকুল,
একবার আঁখি তুলে দেখিতে মু'খানি।
চারিদিক সুবাসিছে সুরভিত ফুল,
কেমনে উলসি' চিত্ত উঠিল না জানি।
কি যে মোহময় সেই শীতল পরশ,
যখন দুইটি করে ধরেছিল কর।
তবু সে আবেগমাখা কেমন হরষ,
কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এ হৃদয় 'পর।
নব পরিচিত সেই নয়নের ছায়
চির-বাঁধা এ-পরাণ পড়েছিল হায়।

সরোজকুমারী দেবী





প্রেমের-আলোকে

মরুভূমি এ জীবন মোর
আলো তব প্রেমের কিরণে?
ঢাকা ছিল গাঢ় অন্ধকারে
ফুটিয়াছে তব পরশনে।

শোক দুঃখ দরিদ্রতা সব
ঢাকিয়াছ প্রেমের ছায়ায়।
এ হৃদয় তোমার স্বপনে
অভিভূত মধুর মায়ায়।

বিশ্ব ঢাকা পড়িয়াছে তাই
হেরি তব বিশ্ব-প্রেমিকতা,
সব জ্বালা গিয়াছে জুড়ায়ে
পেয়ে তব প্রেমের বারতা।

ধুয়ে মুছে গেছে সব তাপ
লভি তব পূত প্রেমভাতি,
নবীনতা উঠিছে ফুটিয়া
এ জীবনে তাই দিবারাতি !

আমিত্বের ক্ষুদ্রত্ব ভুলেছি
তোমারি এ বিশ্বভরা প্রেমে
আপনারে দিয়াছি বিলায়ে
জগতের শুভাশুভ ক্ষেমে,

ভুলে গেছি সকল কামনা
ভুলে গেছি সকল সাধন ;
হৃদয়ের নিভৃত-মন্দিরে
করিয়াছি তোমারে স্থাপন ।

ভুলিয়াছি আমাকেও আমি
তোমাময় হয়েছে সংসার,
আত্মহারা হ'য়ে আছে প্রাণ
প্রেমের এ গৌরবে তোমার

পাগল হইয়া যেন মন
ছুটিয়াছে অনন্তের পথে,
বিমথিত সকল কামনা
যেতে চায় তব জয় রথে ।

হয় যেন অনন্ত মিলন
তোমা সনে হে অন্তরতম ;
আপনারে করিনু অর্পণ
তব পদে প্রভু, প্রিয় মম !

শ্রীমতীরত্নমালা দেবী

দূরে

দেবী! দূর হ'তে আমি গড়িব তোমারে
দেবতা মনের মত,
সাজাব দেউল মানসের মোর
অমূল্য রতনে যত।
দূরে থেকে আমি হেরিব তোমার
মহিমা গো নিশি দিন,
পাছে এ মলিন মর্ত্ত্য-ছায়ায়
ও দেবত্ব হয় ক্ষীণ!
উঠিবে যখন ধূপ-ধূনা বাস
তোমার বরণ পানে,
মরম কাহিনী মূরছিবে পড়ি,
দেবীর মহিমা- ধ্যানে।
আরতি-দীপ্ত প্রদীপ-প্রভায়
কনক কোমল ছায়ে,
যখন তোমার দূর দেবী-ছায়া
হেরিব উজল 'ভায়ে—
দূর হ'তে তুমি মধুর নয়নে
চেয়ো তবে একবার,
গণিব আমার জীবনের চির
সেই মহা পুরস্কার।

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু



শেষ

ফোটে ফুল ঝরে যায়, লুটায় ধূলায়,
ভরে যায় বনতল পাটল পাতায় ;
আকাশে হারায়ে যায় পুরাণ দিবস
স্মৃতিতে জড়ায়ে থাকে সুরভি পরশ।

অর্পি' নবীনের শিরে মুকুট-রতন
ফিরে যায় কুণ্ঠাহীন চির পুরাতন ;—
আদি সে সফল হয় আসে যবে শেষ,
রূপে রাগে ধরা দেয় মূর্ত্ত নিরুদ্দেশ।

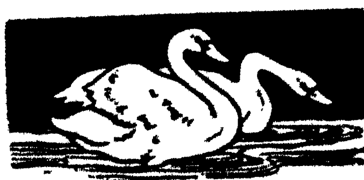
আসা যাওয়া, ফিরে চাওয়া,—মিছে অভিনয়?
প্রাণপণ আকিঞ্চন, একি কিছু নয়?
যুগ যুগ রহস্যের নিভৃত নির্ঝর,
জলধনু-তোরণের বর্ণ রেণু শর

কোথা ধায়? কে সুধায়? মূক নিরুত্তর—
কাঞ্চন-শৃঙ্গের মত কি মন্ত্রে নিথর!—
হায় ধ্রুব কোথা খুঁজি! মুছি অশ্রুধারা—
অতল স্পর্শের তলে কোথা হই হারা!

একি রঙ্গ! অফুরন্ত জন্ম মৃত্যু খেলা—
তরুবল্লী-পশুপক্ষী-পতঙ্গের মেলা!
মুক্ত দ্বার,—অবারিত প্রাণের ভাণ্ডার-
অকস্মাৎ যবনিকা মাঝখানে তার!—

কবে বল কোথা কোন্ নেপথ্য-আড়ালে,
কোন্ রজনীর প্রান্তে দীপ্ত চক্রবালে,
ফুরাইবে এ বিরহ? পারাবার-শেষে
চুম্বিব অনন্ত বেলা তোমারি উদ্দেশে!

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর



—সাগরিকা—

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—সাগর জলে সিনান করি' সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটীর 'পরে কুটিল-রেখা লুটিল চারিপাশ।
নিরাবণ বক্ষে তব নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকর-চূড় মুকুটখানি পরি ললাট পরে
ধনুক-বাণ ধরি দখিন করে
দাঁড়ানু রাজ-বেশী—
কহিনু—"আমি এসেছি পরদেশী!"

—রবীন্দ্রনাথ





কয়েকটি গান

নিজেরে লুকাতে পারিনি বলে লাজে হইনু সারা ?
মোর প্রাণের রুদ্ধ গুপ্ত প্রেমের কেমনে পাইলে সাড়া ?
যখন কথাটি কহিতে, শুনেও শুনিনি কানে ;
যখন গানটি গাহিতে—চাহিনি তোমার পানে ;
নয়নে আসিলে জল হাসিতাম নানা ভাণে ;
যতনের অযতনে পড়িনু কি শেষে ধরা ?
দেখিতাম যবে স্বপনে—সত্য কি তুমি আসিতে ?
আমার নীরব নিশীথে সত্য কি তুমি ভাসিতে ?
আমার প্রভাত-কুসুমে সত্য কি তুমি হাসিতে ?
ছিলে কি সতত লুকায়ে নয়নে হইয়ে নয়নতারা ?
চাহি নাই তব দান, দিলেও দিয়েছি ফিরায়ে !
তুমি ফেলিয়া যাইতে যাহা গোপনে লয়েছি কুড়ায়ে ;
তব মূর্ত্তি করিনি পূজা, স্মৃতিই রয়েছে জড়ায়ে—
কেমনে জানিলে—তুমি যে আমার সকল জগত জোড়া !

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

কাকলি

বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখি পাতে!
আমিও একাকী, তুমিও একাকী—আজি এ বাদল রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলন-পিয়াসে
ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে—
পল্লীর বধূ বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলন সম্ভাষে;
আমারো যে সাধ, বরষার রাত কাটাই নাথের সাথে।
—নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।
গগণে বাদল নয়নে বাদল জীবনে বাদল ছাইয়া
এসহে আমার বাদলের বঁধু, চাতকিনী আছে চাহিয়া।
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া
সজনী তোমার জাগিয়া।
কোন্ অভিমানে, হে নিঠুর নাথ,
এখনো মোরে তেয়াগিয়া?
এ জীবন-ভার হ'য়েছে অসহ, সঁপিব তোমার হাতে।
—নিদ্ নাহি আঁখি পাতে।

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

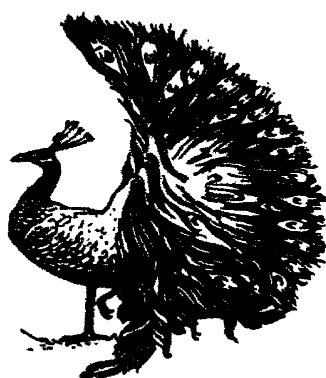


কাকলি

ওগো সাথী ! মম সাথী ! আমি সেই পথে যাবো সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ-প্রভাত অরুণ তিলক মাথে।
যে-পথে কাননে আসে ফুলদল
যে-পথে কমলে পশে পরিমল,
যে-পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে—
আমি সেই পথে যাবো সাথে !
যে-পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে-পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে—
আমি সেই পথে যাবো সাথে !
যে-পথে পাখীরা যায় গো কুলায়
যে-পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে-পথে মোদের হবে অভিসার শেষ-তিমির-রাতে !

শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন





নিবেদন

আমারে হরণ করিয়া লও'হে
নিখিল-চিত্ত-চোর !
নিগূঢ়-কমল-ভুজ বন্ধনে
বাঁধ হে চিত্ত মোর।
আমার আকাশ আমার তারা
আমার স্বর্গ আমার ধরা
আমার হরষ আমার সুখ
দিবস রজনী মোর ;
সকল ব্যাপিয়া সর্ব্বময় হে
নিখিল-চিত্ত-চোর ;
বেড়িয়া কমল-ভুজ-বন্ধনে
মোরে অধিকার করি লওহে—
রাজার রাজা মোর,
বিদ্রোহী চিত্ত করিয়া দমন,
প্রেম শৃঙ্খলে কর বন্ধন
নিজ অধিকার করহে প্রচার
দমি অশান্তি ঘোর !
হে মহারাজা ! হৃদয়-রাজা !
রাজার রাজা মোর !

চরণ-সেবিকা করহে—

স্বামী মোর ! প্রভু মোর !

ব্যর্থ জীবন সফল করহে—

স্বামী মোর ! প্রভু মোর !

বহু দিন হতে আছি এই আসে

তোমার রাতুল চরণ পরশে

অনল হইবে তুষার-শীতল

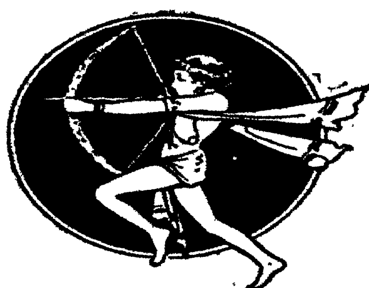
বিভাবরী হবে ভোর ;

কোরনা বঞ্চনা জীবন-ঈশ্বর !

স্বামী-মোর, প্রভু মোর !

শ্রীমতীসরলাবালা সরকার





অভিসারে

শুধু মিলনের তৃষ্ণা, বিরহের ব্যথা
হে বাঞ্ছিত, অণুক্ষণ জাগিতেছে মনে ;
মনে নাই—ছিল কবে তব বক্ষে গাঁথা,
কেমনে বিচ্ছেদ হ'ল স্বপ্নে জাগরণে !
অসহ বিরহ বহি' হৃদয় আমার
অতি-তীব্র পিপাসায় উন্মত্ত, আকুল !
কতদিনে হবে শেষ ব্যর্থ-অভিসার,
কতদিনে পাবো তব ও চরণ-মূল ?
বাজিছে শ্রবণে তব চির-বংশীধ্বনি,
তব রূপ-রশ্মিচ্ছটা হেরিছে নয়ন,
শত সাজে শত কুঞ্জে হে মরম-মণি,
করিতেছি নিরন্তর তব অন্বেষণ !
দগ্ধ-হৃদি—তবু ধ্রুব আশা আছে মনে,
নিশ্চয় তোমারে পাবো এ বাহু বন্ধনে !

সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ



বিশ্বময়া

অয়ি বিশ্বরমে,
নহ তুমি বৈকুণ্ঠে অবলা
নহ শুধু চিরন্তন স্বরগ-বাসিনী ;
ভূলোকের প্রতি অণু মাঝে
মূর্ত্তিমতী তুমি ধন্যা আছ একাকিনী
দিবস যামিনী।

সাধকের হৃদয়-কমল
ফুটে যবে ধীরে ধীরে বাঞ্ছিতার তরে ;
নাম' তুমি লক্ষ্মী মা আমার
ডুবাইয়া প্রাণ-পদ্ম রক্ত পদ ভ'রে
সৌন্দর্য্য-সাগরে।

কুসুমের নির্ম্মল প্রকাশে
উষার অরুণ রাগে, সন্ধ্যা-হৈমী বাসে,
যবে দেবী হও বিকশিত —
মর্ম্মান্ত মুখরি তোল শতমুখ-ভাবে,
অঞ্চল-বাতাসে

মেঘলোকে বিজনে নীরবে
কত শত স্বপ্নরাজ্য ভেসে আসে যায় ;
তারি মাঝে দাও দেবী দেখা,—
পলকের তৃপ্তি সম তরল লীলায়
দিগন্ত সীমায়।

তুমি যে মা উদধি-মেখলা
শ্যামাঙ্গিনী ধরণীর সম্পূর্ণ সম্পদ ;
তরু-লতা-ফল-পুষ্প 'পরে
রয়েছে তোমার নিত্য পদ-কোকনদ
অখণ্ড মহৎ।

নিখিলের সুনিভৃত তলে
সঞ্চিত রেখেছ তব নির্ম্মল পরশ ;
তুমি তো গো সর্ব্ব জীবালয়ে
স্নেহ-ক্ষীরে সঞ্চারিছ স্নিগ্ধ প্রাণ-রস
তুমিই জননী ;
তোমারে প্রণমি !

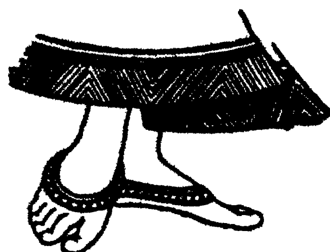
ষড়্‌ঋতু নিত্য আবর্ত্তনে
অচল রেখেছো বিশ্বে বিচিত্র যৌবন,
ঘন অমা-নিশি-অন্তরালে
তোমারি লাবণ্য-দীপ্তি তারকা-কিরণ
উজলে গগন।

মা গো ! তব আনন্দ-অমৃতে
বিকশি' সরসি' উঠে বিশ্বের হৃদয় ;
জন্ম জরা মৃত্যু রোগ শোক
আপন-চরণ-তলে করিয়ে বিলয়,
রয়েছ' অক্ষয় !

সুলক্ষণে ! সুধা ধবলিতে !
করালিনী প্রকৃতির উন্মাদ প্রলয়
রুদ্ধ হ'ল তব নেত্রপাতে,
বিশ্ব 'পরে চির-মুক্ত তব বরাভয়
জাগায় বিস্ময় ।

দেবী, তুমি, লক্ষ্মী ধরণীর !
নহ তুমি বৈকুণ্ঠ কবির ;
অপার করেছে তোমা, স্বরগের সীমা ;
নহ তুমি ভূলোকে অস্থির ;
জীবন-যৌবনমূলে তুমিই আসীনা ;
হে ধাত্রী আমার !
নমি শতবার

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত



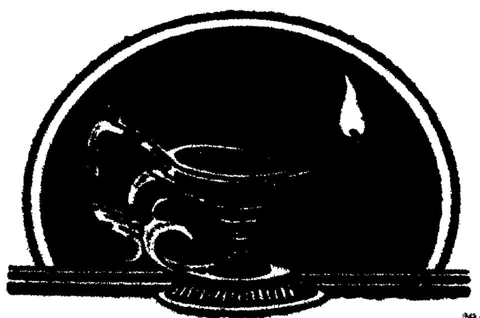


আমার হৃদয়

কতনা অব্যক্ত-ভাব হৃদয়ে রয়েছে ভরা
প্রকাশিতে করি সাধ, ভাষায় না দেয় ধরা।
নাহি পারি বলিবারে, শুধুই বুঝেছি ভাবে
হৃদয়ের কথা কিগো হৃদয়ে মিলায়ে যাবে?
দু'টি অশ্রুধারা রূপে ফুটিয়া উঠিতে চায়,
পাছে লোকে সে কথার কিছু অর্থ নাহি পায়,
অথবা বুঝিতে এক—তারা বুঝে ফেলে আর,
রেখেছি গোপনে রুদ্ধ তাই হৃদয়ের ভার।
সে অব্যক্ত ধ্বনি মোর প্রতি শিরে বহমান,
আধ-ঘুম-ঘোর প্রায় ছেয়ে আছে এ পরাণ।
কে যেন বসিয়া মোর হৃদয় আসনোপরি
গম্ভীর নিনাদময় কি বিচিত্র যন্ত্র ধরি—
বাজাইছে অবিরত কি মহা রাগিণী তায়,
সুরগুলি তার, ধীরে আমায় পরাণে ভায়?
শুনিয়া সে সুরগুলি কি যেন গো মনে পড়ে
এ বিস্মৃত মোহমুগ্ধ পরাণ আকুল করে।

মনে হয় কি যেন গো হোলোনা হোলোনা হায়,
মনে হয়—এ জীবন বুঝিবা বৃথায় যায়।
যে আদেশ শিরে ধরি এসেছি ধরণী পরে,
ভুলে গেছি সমুদায়, আছি মত্ত মদভরে।
যে রাগিণী নিশিদিন ধ্বনিছে হৃদয়ে মোর,
মনে হয় যেন আমি চিনি তা জনম ভোর।
শুনিয়া সে মহামন্ত্র কত কি যে মনে আসে
প্রকাশ করিতে তাহা পারিনা—পারিনা ভাষে,
ভুলেছিনু যে আদেশ—কে যেন গম্ভীর স্বরে
জাগায়ে তুলিছে পুন হৃদয়ের স্তরে স্তরে।

শ্রীমতীমৃণালিনী সেন



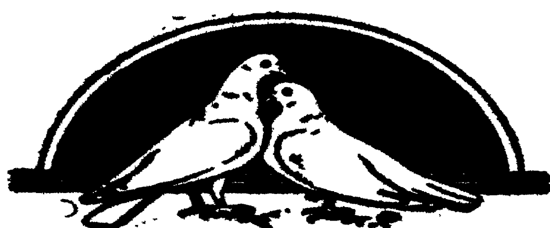


সন্দেশ

আজিকে এনেছে প্রভাত পবন
এনেছে তোমারি বারতা
ওগো প্রিয়তম, জীবন-জীবন,
হৃদয়-বিহারী দেবতা !
দুয়ার মেলিয়া বাহিরিনু যবে
নবজাগরিত মুখরিত ভবে
তোমার কৃষ্ণ কেশ-সৌরভে
পরাণ উঠিল চমকি' !
প্রভাত-পবন গোপনে নীরবে
তোমারে চুমিয়া এলকি !
তোমার মোহন হাসির মাধুরী
কুসুম আজিকে পেল'রে !
বিহগ তোমার কণ্ঠ-চাতুরী
কোথায় শিখিয়া এল'রে !

উদার আকাশ বিশাল ধরণী
কেন ডাকে মোরে—সজনী-সজনী!
তব ভালবাসা কভুত এমনি
যায়নি জানায়ে সকলে!
না বুঝি কেমনে একটি রজনী
করিল নূতন ভূতলে!
তুমি কিগো সখা কালিকে নিশীথে
এসেছিলে মোর দুয়ারে,—
ঘুমায়ে আছিনু, নারিনু পূজিতে
হে রাজন্ সুখে তোমারে!
ডেকে ডেকে তুমি না পেয়ে আমায়
দিলে কি বিলায়ে শেষে আপনায়
স্মরণ-চিহ্ন রেখে যেতে হায়,
জগতের প্রতি অনুতে!
প্রভাতে জাগিয়া লভিতে তোমায়
সকল মরম রেণুতে!
ইঙ্গিত তব নিতেছি মানিয়া
ত্যজিবনা আজি কাহারে'—
লইব পুলকে লইব বরিয়া,
সবাকার মাঝে তোমারে!
প্রেমমালা মোর ভুবনের গলে
দিনু দোলাইয়া আজি কুতূহলে
নয়নের জল মুছিনু আঁচলে
ভুলিনু বিরহ-বেদনা!
দাঁড়াইনু আসি তব পদতলে
দূরে ফেলে আর রেখনা!

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত



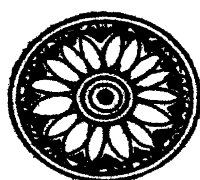
ধ্রুব-বাণী

জানি মোরা অনন্তের যুগল পথিক
একটি জনম নহে প্রাণ ;—
লক্ষ্য-পথে ছুটিয়াছি অটল নির্ভিক
ধ্রুব-জ্যোতি সম্মুখে মহান !
মৃত্যু এসে একদিন কেড়ে নিতে পারে
দু'দিনের ভগ্ন দেহখানি,
তা' বলিয়া কে কহিবে তখনি সংসারে
সকলি সমাপ্ত হ'ল রাণি !
হেমন্তের অবসানে ঝ'রে প'ড়ে যায়
পাদপের শ্যাম পত্রদল,
আবার সাজেনা তারা বাসন্তী উষায়
নবীন পল্লবে সুকোমল
সত্য মোর মনে হয় আমরা তেমতি
দেখা দিব জন্মান্তের তীরে
অভিনব সুখ শান্তি জাগাবে আরতি
আমাদের অন্তরে বাহিরে !

অপূর্ণ কি সাধ আছে—বিফল কি আশা—
সেইদিন হইবে সার্থক
ব্যর্থ নাহি হয় কভু পূত ভালবাসা
বিশল্যকরণী গঙ্গোদক।
প্রেম দোঁহে বেঁধে দিল আত্মায় আত্মায় ;
এ বন্ধন অটুট অক্ষয় ;
অমৃতের শিশু মোরা, তাঁহারি সত্তায়
এ হৃদয় সদা জ্যোতির্ম্ময় !
মুছ' তবে অশ্রুবারি, কোরোনা ক্রন্দন,
তুলিওনা হাহাকার ধ্বনি ;
এ বিচ্ছেদ ক্ষণিকের দুঃখের স্বপন ;
এ বেদনা তামসী রজনী !
টুটিবে স্বপন এই, পোহাবে শর্ব্বরী
হবে ধীরে পুণ্য সুপ্রভাত,—
মগ্ন হয়ে পরস্পরে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরী
আনন্দে অর্চ্চিব বিশ্বনাথ !

—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত





খেলা

প্রেম যদি খেলা হ'ত ভালো হত তবে,
এ জীবন কেটে যেত নিশ্চিন্তে নীরবে
শুধু কল্পনার সুখে ! দূরে গেলে তুমি,
সংসার হ'তনা মনে শূন্য মরুভূমি,
ব্যাকুল হ'তনা প্রাণ সদা আশঙ্কায়,
সমান মধুর হত মিলন বিদায় !

প্রেম যদি বসন্তের বায়ুর মতন
দুদণ্ড কাঁপায়ে যেত মোর পুষ্পবন,
বুঝিতে না পারিতাম চঞ্চল উচ্ছ্বাস
হাসি দিয়ে গেল কিম্বা দিল দীর্ঘশ্বাস ।
কম্পমান ক্ষণিকের মর্ম্মর গাথায়
সমান মধুর হ'ত মিলন বিদায় ।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী



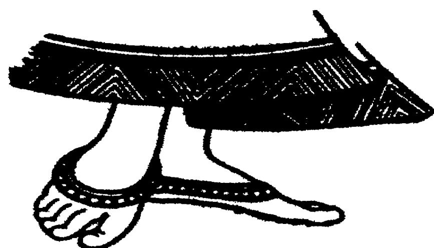


সাধনা

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি
হে ধরিত্রী জীব-ধাত্রী, নিত্য দিনযামি
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি, নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহা শব্দময়
অনন্ত স্পন্দন মাঝে, শিখাও আমায়
সে পুণ্য রহস্য-মন্ত্র যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি বিয়োগ-বেদন
লক্ষ কোটি সন্তানের, প্রশান্ত বদন,
তবু ফুটাতেছ ফুল, জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রি দিন দ্যুলোক ভূলোক।

শ্রীমতীপ্রিয়ম্বদা দেবী





কবি

সমস্ত সংসার মাঝে অনেক ঘুরেছি আমি
খুঁজে খুঁজে আপনার জন,
সেধেছি কেঁদেছি কত সমস্ত হৃদয় দিয়ে
পাই যদি তবু কারো মন,
কেউ যদি হাসিমুখে চাহে মোর মুখ-পানে,
বলে দুটো স্নেহময় কথা,
দুদণ্ডের তরে যদি একবিন্দু ভালবাসা
দূর ক'রে দেয় এ শূন্যতা।
এত লোক, এত জন, এত প্রেম ভালবাসা,
কেহ মোর—কেহ মোর নাই!
শত কোটি গ্রহময় বিপুল বিশ্বের মাঝে
কোন হৃদে নাহি মোর ঠাঁই!
অনন্ত আকাশ তলে, বিশাল বিশ্বের কোণে,
আজ তবে বাঁধিব রে ঘর,
আপনি করিব আমি জগৎ-সৃজন মোর,
কাঁদিব না চাহিয়া অপর!

এই মধু রবিকরে এই মুক্ত সমীরণে,
লয়ে এই মহা বিশ্ব-শোভা!
আপন জগৎ মোর রচিব রে বসি বসি,
সাজাইব মোর মনলোভা!
হৃদয়েরে ভাঙ্গি ভাঙ্গি করিব রে নিরমান
মধুময়ী কবিতা-ললনা,
শুভ পরিণয়-ডোরে বাঁধিয়া আমার সাথে
আবাস রচিব দুই জনা,
শত শত লোকজনে ভ'রে যাবে গৃহ মোর
জগতের আসিবে সকলে,
সকলে আপন মোর স্নেহের সাধের ধন
প্রেমে মন ধীরে যাবে গ'লে!
থাক্ তবে অন্য কাছে সাধা কাঁদা ভিক্ষামাগা,
প্রেমহীন জগতের ছবি—
নিজের জগৎ আমি রচনা করিব নিজে,
কি অভাব মোর—আমি কবি!

হিরন্ময়ী দেবী





আহিতাগ্নিকা

সর্ব্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ !
পথ যে দুর্গম একারণ !
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ব্বরী,
অপ্রকম্প্য চিত্তে সর্ব্ব ভয় পরিহরি,
পারিবে কি যেতে ? তুমি বিক্লববচনা !
অশ্রু-আবিললোচনা !

দৃষ্টি-বিষ-সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার !
করে নিত্য গরল উদগার !
ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক,
ফিরিছে গোপনে ! আছে কণ্টক শতেক !
পারিবে সহিতে সব ? রে সুখলালিতা !
দুরাশা চালিতা !

উর্জ্জস্বল দ্বিজসম হইবে কি সত্য সঙ্গরা!
অতন্দ্রিতা! চিরলক্ষ্যপরা!
পারিবে সাধিতে শক্তি রিপুনিবর্হণা?
লোকহাস, ভয়লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্তচিত্তে? হে আহিতাগ্নিকা!
অতি সাহসিকা?

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহা।
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা!
প্রাণাহুতি দিবে তায়! আত্মবিসর্জ্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন।
সংকল্পে অটল রবে! হবে চিরধন্যা!
অয়ি বীরম্মন্যা!

পুষ্পমাসে গন্ধ বহ যদি আনে মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব;
ময়ুর-বিরুত-মধু বনভুবচ্ছায়,
পুলক-সমুত্থ-কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি! হে আত্ম-ঈশানা!
চির-অতৃষাণা!

যদি ঝড় ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ মাঝে অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও জাগি সারা বিভাবরী।
আর সব নারী ভবে প্রিয় পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিধি-ব্রতপরায়ণা!
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোর জপা!
দৃঢ় পরন্তপা!

শ্রীমতীসরলা দেবী



অয়ি প্রীতিময়ী প্রকৃতি

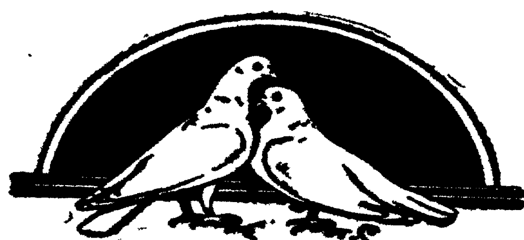
হে প্রকৃতি,
নিশিদিন নব নব প্রীতি
সঞ্চারিয়া শুষ্ক হিয়া 'পরে,—
কেন তুমি লুকাইছ সলাজ-অন্তরে
তব গুপ্ত ধন ?
আমি যে লভিতে আজ এসেছি তোমারি কাছে
নবীন জীবন ;
মিছে—তবে করো'না গোপন
হেন ভাবে অকারণে, প্রাণপণে, সযতনে
তব গুপ্ত ধন।

জানি—তুমি চুরি করে' নিয়াছ আমার
জীবনের সার ;
তবু, অভিমান মোর রেখেছি দলিয়া
অবসাদ দিয়া।
তোমা'মাঝে আজ শুধু দেখে যাব একা
—বারেকের দেখা—
সে কেমনে রহিয়াছে আমারে ভুলিয়া
তব কোলে গিয়া।

জীবনের দেখা !—
বারেক নিমেষ লাগি'—দেখে যা'ব আজ আমি
নিরালায় একা।
এ মোর মিনতি
রাখিও রাখিও তুমি এই মধুমাসে
হে প্রকৃতি সতি।
বারেক ও তনুখানি রাখি দাও খুলি'
পূর্ণ পূর্ণিমায়,
কোকিলের ঝঙ্কারিত সকরুণ স্বরে,—
স্নিগ্ধ নীলিমায় ;
মলয়ের গন্ধভরা, স্বপ্নালস স্রোতে,
—রেণুর মাঝারে
একাকী মিশিয়া গিয়া—অতলের তলে
দেখে আসি তারে।

কেহ জানিবে না।
ব্যাপ্ত হ'য়ে যাব আমি তোমার মাঝারে যবে—
কেহ চিনিবে না।
দেখে ল'ব তব কাছে কি মোহিনী শক্তি আছে,
যাহে সে এমন
রহিয়াছে বন্দী হ'য়ে তব গুপ্ত অন্তঃপুরে
মোহ-মুগ্ধ মন !
দেহ মোরে দয়া করে পলকের তরে দেবী,
পশিতে সেথায় ;—
বিস্তারিয়া ফেলি মোর এ আবদ্ধ অস্তিত্বেরে
অনন্তের গায় !

দেবকুমার রায়চৌধুরী



পরিচয়

দেখেছি তোমায় কোন্ মাধবী পার্ব্বণে
প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যের সার।
এসেছিলে ধরে' রূপ প্রতিমা উষার,
গন্ধর্ব্বশালায় কিম্বা আলেখ্য ভবনে॥
মেঘাচ্ছন্ন কোন্ দূর অতীত শ্রাবণে
এসেছিলে কাছে কিম্বা, করি অভিসার,
আঁধারের মাঝে করি রূপের প্রসার
গগন সীমান্তে কোন বিস্মৃত ভুবনে।
তোমা সনে ছিল জানি পূর্ব্ব পরিচয়,—
মন কিন্তু যুগ-স্মৃতি করেনা সঞ্চয়॥
ভাসিয়া চলেছি দোঁহে হাতে হাত ধরে,
ছাড়াছাড়ি হবে কিগো, পাব যবে কূল?
অথবা মিলন হ'লে জীবনের পরে,
চিনিতে আবার হবে পরস্পরে ভুল?

শ্রীপ্রমথ রায়চৌধুরী

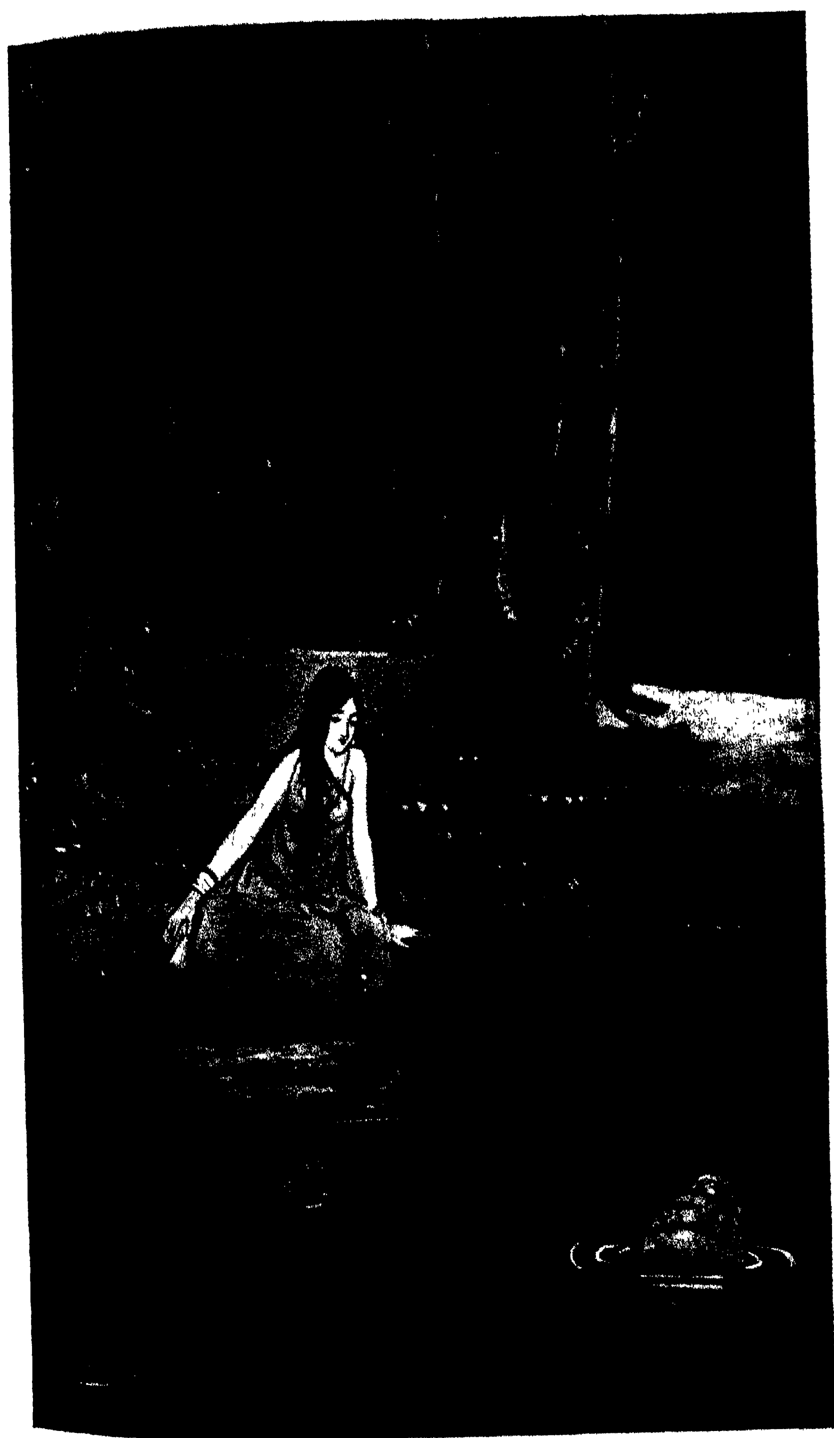
—হৃদয়-যমুনা—

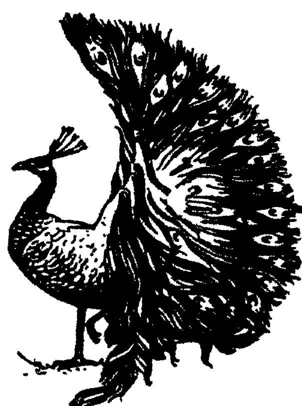
শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"—যদি কলস ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও

আপনা ভুলে—"

রবীন্দ্রনাথ—

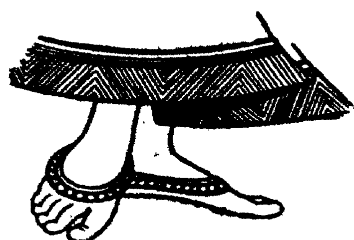




রূপচ্ছবি

জ্যোছনায় স্নান করি' এলাইয়া কেশ,
মুক্ত-প্রান্তরের মাঝে দাঁড়াও সুন্দরী,
অর্দ্ধ-আবরিত দেহে লজ্জা জড়াইয়া
তুইটী ললিত বাহু তুলে দাও শিরে।
গ্রীবা বক্র করি থাক দূর শূন্যে চাহি,
আগে পিছে রাখ দু'টী কোমল চরণ
দু'খানি অধর দাও হাসিতে রঞ্জিয়া,
ঢেকে দাও কুচযুগ পবিত্রতা বাসে।
উড়ুক কুন্তল পাশ সুধীর মলয়ে
দুলুক অঞ্চলখানি বিজয় কেতন,
বিশ্বের সৌন্দর্য্যরাশি প্রতি লোমকূপে
উঠুক ভাসিয়া রঙ্গে ললনে তোমার!
সংসারের জ্বালা ব্যথা ওরূপ সাগরে
ভেসে যাক্—ডুবে যাক্ চির-জন্ম তরে!

শ্রীসুধীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী



পূর্ব্বস্মৃতি

আজকে সখি, পড়চে মনে সেই অতীতের সন্ধ্যাবেলা,
বসতে যখন কাছটি ঘেঁসে কঠিন হ'ত গল্প বলা,
নীলাম্বরীর আঁচল নিয়ে খেল্‌ত' বায়ু লীলার ছলে,
মন-ভোলানো মন্ত্রে তোমার মনটি কখন পড়্‌ত' গ'লে,
আকাশ ভ'রে উঠ্‌ত' তারা, ফুট্‌ত' হাসি চাঁদের মুখে,
হাতের ভিতর হাতটি ধরা, কতই কথা মনের সুখে!
সন্ধ্যা-তারা অবাক হ'য়ে মুখের 'পরে থাক্‌ত' চেয়ে,
ফুলের মত মনটি তোমার আমার প্রাণে রইত ছেয়ে!
লেখাপড়ার পুঁথির মতন পড়েছিলে আমার এ মন,
সৃষ্টিহারা দৃষ্টি তোমার, স্পর্শ তোমার অমূল রতন,
স্বপ্নপুরীর কল্পলোকে উড়িয়ে দিতেম ভাবের পাখা,
বিশ্ব ছিল সবুজ তখন, আকাশ ছিল সোণায় আঁকা!
মাঝখানেতে উঠ্‌ল' যে ঝড় ঘূর্ণী-বাতাস মাথায় ঘিরে,
তলিয়ে দিলে কোন্ অতলে মানস-সরের পদ্মিনীরে!
রঙ্গভূমির দৃশ্য পরে নাম্‌ল' কালের যবনিকা;
ঘূর্ণী-বায়ুর আঘাত পেয়ে নিভ্‌ল মনের দীপ্ত শিখা!
অতীত এখন শুধুই অতীত, নাই সে মনের উদ্দীপনা—
বুকের তালে নূপুর তোমার শোণিত-স্রোতে যায় যে চেনা!
মিথ্যা সখি, জাগানো আজ অতীত দিনের অতীত কথা,
হয়ত' তা'তে পাবে না সুখ, হয়ত' মনে পাবেই ব্যথা!

ইন্দিরা দেবী



নিশি যায় যায়

এস বালা ! ফুল-সাজে কুসুম কানন মাঝে,
নিশি যায়, যায় !
যমুনার শ্যাম কূলে দাঁড়ায়ে বকুল-মূলে
আছিল আশায় ভুলে' চাহিয়া তোমায়।
রজত-জ্যোছনা-রাশ অঙ্গে মাখি' ফুলবাস
ঢল ঢল নদী-বুকে সুখেতে ঘুমায়—
নিশি যায়, যায়

নিশীথের সমীরণ করে মৃদু সঞ্চরণ
লতায়, পাতায়।
দূরে নীলাকাশে বসি জাগিছে প্রেমের শশী
আসিছে কৌমুদী ভাসি' তামসী ধরায়।
কর-পরশনে তার তমো-বাস বসুধার
খসিয়া পড়িছে ধীরে কে জানে কোথায়—
আয় বালা। ফুলবনে, নিশি যায়, যায় !

জাগিয়া আধেক রাতি আনন্দ-উৎসবে মাতি'
ছিল ফুলবন ;
গোলাপ-রজনীগন্ধ- সুরভি-মদির-অন্ধ
লহরীর তালে তালে নাচি' সমীরণ,
জল-তরঙ্গের সুরে বাজাইতেছিল দূরে
যমুনার কূলে কূলে বাঁশরী কেমন।

এবে অবসন্ন-কায় ঢলিয়া পড়েছে হায়,
কুসুম ঘুমাতে চায় শিথিল-চেতন,
আকাশে শশীর চোখে, তরল জ্যোছনা-লোকে,
দিয়েছে ঘুমন্ত কর বুলায়ে স্বপন ;
কেহ না জাগিয়া আছে, আয় বালা ! আয় কাছে
নিশি বুঝি যায় যায়, ছাড়ি ফুলবন !

তুমি যবে আস হেথা দেখিতে আমায়,
ফুলবনে আকুলতা, চাহে তরু, হাসে লতা,
পাতায় পাতায় কথা, গাহে পাপিয়ায় ;
পায় পায় ফোটে ফুল, তারা চুমে এলো চুল,
যমুনা-লহরী-কূল উজানেতে ধায়,
তুমি যবে এস মোরে দেখিতে হেথায় !

আয় বালা ! ফুলবনে নিশি যায় যায় !
জলে কুমুদিনী-বালা, চন্দ্র তার বুকে ঢালা,—
কবে মোর ফুলমালা দুলিবে গলায় ?
সহকার ছায়াময় নদী বুকে মিশে রয়
সুপ্ত আলিঙ্গনে বাঁধা মগ্ন জ্যোছনায়—
আমার এ মুক্ত বুকে আয় বালা ! আয়, সুখে
উভয়ে মিশিয়া যাই ছায়ায় ছায়ায়—
নিশি যায়, যায় !

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

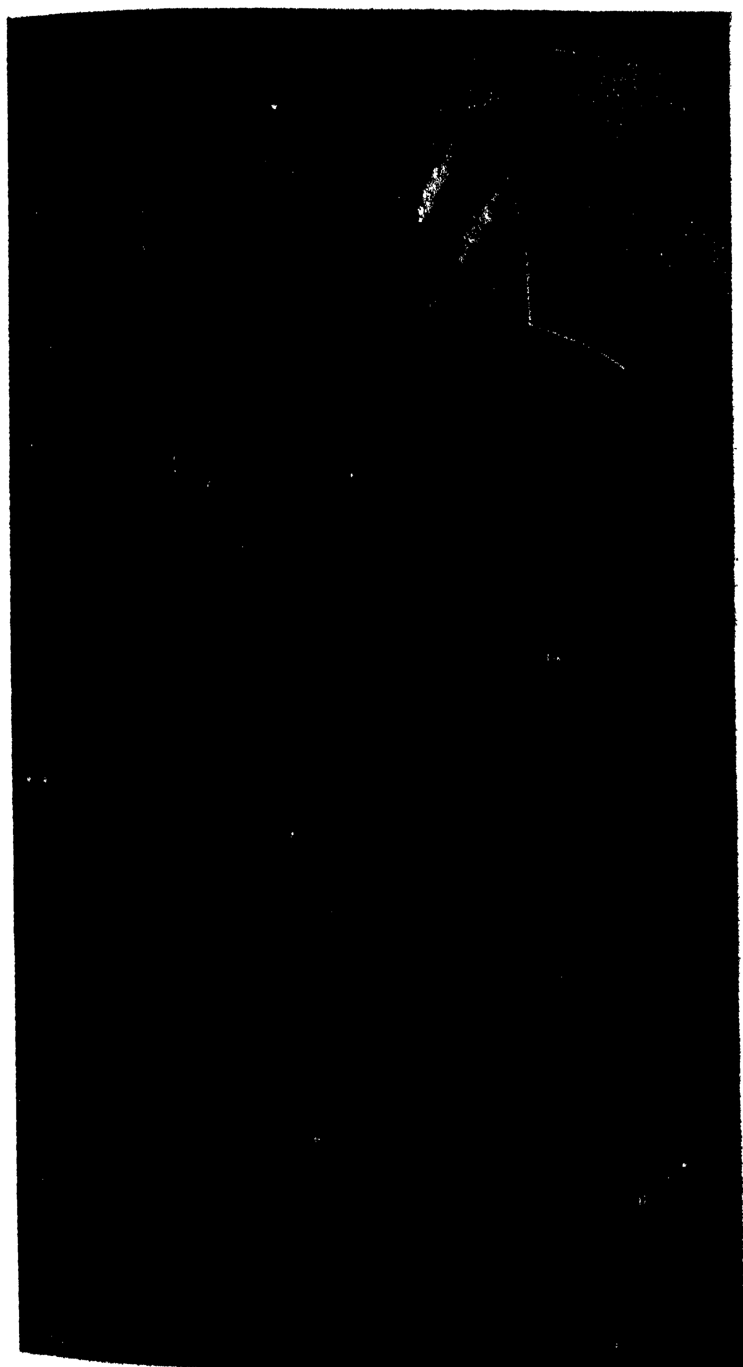
—হৃদয়-যমুনা—

-শ্রীচারুচন্দ্র রায়

"—যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ,

এস, ওগো, এস, মোর হৃদয় নীরে!—

রবীন্দ্রনাথ





কেয়াফুল

ফুল চাই—চাই কেয়াফুল !—
সহসা পথের 'পরে
আমার এ ভাঙ্গা ঘরে
কণ্ঠ কার ধ্বনিল আকুল।

তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্যা
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে থেকে ঝরিতেছে জল ;
পবন উঠিছে জেগে,
বিজলী ঝলিছে বেগে—
মেঘে মেঘে বাজিছে মাদল।

জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুঃস্বপ্নবৎ—
বুকে চাপি' আর্ত্ত অন্ধকার ;
কোনমতে কাজ সারি'
যে যার ফিরেছে বাড়ী,
ঘরে ঘরে বন্ধ যত দ্বার।

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে
স্মরি' যত জীবনের ভুল ;
অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কানে বাজে—
চাই ফুল—চাই কেয়াফুল !

পাগল ! আজি এ রাতে
এ দুর্য্যোগ-অভিঘাতে—
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী ;
তার মাঝে কেবা আছে,
কেতকী-সৌরভ যাচে !
কোথায় বা হবে বিকিকিনি ?

পবন উঠিছে মাতি !
কিছুক্ষণ কান পাতি'
মনে হ'ল গিয়াছে বালাই ;
সহসা আমারি দ্বারে
ডাক এল একেবারে—
চাই ফুল—কেয়াফুল চাই !

ভাবিলাম মনে মনে—
হয়ত বা এ জীবনে
কোনোদিন কিনেছিনু ফুল ;
সেই কথা মনে ক'রে
আজো বা আশায় ঘোরে ;
কিম্বা কারে করিয়াছে ভুল !

তাড়াতাড়ি আলো তুলি'
বাহিরিনু দ্বার খুলি,
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে—
মাথায় বৃহৎ ডালা,
দাঁড়ায়ে পসারী-বালা—
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে ;

কহিলাম, এ কি কাণ্ড !
তোমার পসরাভাণ্ড
আজ রাতে কে কিনিবে আর ?
এ প্রলয়ে কারো কাছে
কিছু কি প্রত্যাশা আছে—
কেন মিছে বহিছ এ ভার !

আর্দ্র দেহে আর্দ্র বাসে
সে কহিল মৃদু হাসে,—
শিরে বায়ু সুগন্ধ ছড়ায়—
যে ফুলে বেসাতি করি,
বাদল যে শিরে ধরি,—
কপালে লিখিল বিধি তাই !

বহিয়া দুখের ঋণ
যে কষ্টে কাটাই দিন—
এ দুর্দিন কিবা তার কাছে ?
—ওগো তুমি নেবে কিছু ?
নয়ন হইল নীচু—
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে !

খোলা দরজার পাশে
বায়ু গরজিয়া আসে,
ফুলবাসে ভরি দেহ-মন ;
ঝর-ঝর ঝরে জল,
আঁখি করে ছল-ছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ !

বাদলের বিহ্বলতা—
বুঝি হায় ! লাগিল তা'
নয়নে বচনে সর্ব্ব দেহে ;
সহসা চাহিয়া আড়
রমণী ফিরাল ঘাড়—
ঊর্দ্ধে যেন কি দেখিবে চেয়ে

না কহিয়া কোন বাণী
পসরা লইনু টানি'—
মূল্য তার হাতে দিনু যবে,
উজাড় করিতে ডালা
কাঁদিয়া ফেলিল বালা—
ওমা এ কি—এত কেন হবে ?

কহিনু—যা' কিনিলাম,
এ নহে তাহারি দাম—
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে :
এক পণ দুই পণ—
যেদিন যেমন মন,
তাহারি আগাম দিনু তোরে

কতক বুঝে' না-বুঝে'
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে'
বহুকষ্টে জানাইয়া তাই,
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে'
অন্ধকারে ধীরে-ধীরে
পসারিনী লইল বিদায়।

ফিরিনু একলা-ঘরে—
বাদল তখনো ঝরে,
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল;
শয্যা লইলাম পাতি'
নিবায়ে দিলাম বাতি—
আবার আসিল বেগে জল

রুদ্ধ জানালার ফাঁকে
বাতাস কাহারে ডাকে,
বিজলী চমকি' কারে চায়।
কোন্ অন্ধ অনুরাগে
ত্রিযামা যামিনী জাগে
শ্রাবণ ব্যাকুল-ব্যর্থতায়।

সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে—
স্মরিয়া এ জীবনের ভুল;
সেই সাথে থেকে-থেকে
মনে হয়—গেল ডেকে',
কাননের যত কেয়াফুল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী



সাধনা

নিন্দা হবে জানি—
তবু রাণী, তোমার দ্বারেই সাধবো সেতার খানি।
আঙুল আমার বশ মানেনা, সুর ফোটে না তারে,
অধীর আবেগ আঘাত শুধু করে বুকের দ্বারে ;
তুমি তারে গুছিয়ে বেঁধে বশ মানিয়ে নিয়ে
সফল করে' তোলো তোমার ভাবের আবেশ দিয়ে।
মর্ম্মরিয়া বাজুক সে তার মর্ম্মতারের মত
গুঞ্জরিয়া উঠুক বুকের গোপন ব্যথা যত ;
করুক লোকে কানাকানি, হাসুক যেবা হাসে—
তোমার চোখের দীপ্তিতে আজ দীক্ষা দেহ দাসে।

শঙ্কা তোমার নাই—
নিভৃত যে কুটীর খানি গ্রামের সীমানায় ;
উদার মাঠে নদী পারের পথটি গেছে বাঁকা,
শিয়রে তার নিঃশ্বসিছে বুনো-ঝাউয়ের শাখা।
এদিক বড় লোক চলেনা, ভাবে—যে জন যায়—
এমন সাঁঝে মাঠের মাঝে গজল কে বাজায়।

পথিক জানবে কেমন ক'রে কে লাগায় সে সুর ;
কাহার দেওয়া ব্যথায় হেথা সেতার ভরপুর !
না-হয় হেথায় নাইক প্রাসাদ, যন্ত্রী নাই বা আছে,
একটি ভক্ত জাগে তবু একটি দেবীর কাছে !

বিজন নদী তীর—
ঝাউ শাখাতে ঘনায় ধীরে নিশীথ সুনিবিড় ;
দুয়ার না হয় খোলাই থাকুক, কিসের ক্ষতি তায় !
ভয় কোর' না—ভৃত্য দ্বারে রইল প্রতীক্ষায় !
দখিন বায়ে গৃহচ্ছায়ে কাঁপছে যে দীপ খানি,
সেই কাঁপনের সুরটি ধরে' গমক যাবো টানি !
থরথরিয়ে কাঁপবে আঙুল, বক্ষ কাঁপবে সাথে,
অশ্রু কাঁপবে নয়ন-পাতে ব্যাকুল বেদনাতে।
মূর্চ্ছামগ্ন মৌন রাত্রি প্রহর বেড়ে যায়
ঝিঁঝির ঝুমুর সঙ্গে কাঁদে সেতার মূর্চ্ছনায়।

বাতাস যদি থামে,—
ভোরের রাতে হঠাৎ ছাতে বাদল যদি নামে ;
দুয়ার ঝাঁকে হাওয়ায় হাঁকে প্রদীপ যদি নিবে !
ভক্ত তোমার বাহির দ্বারে, আগলটি কি দিবে।
দীপ নিবে যায়, কি ক্ষতি তায়—কি ফল বলো লাজে,
মল্লারেতে মীড় মিলিয়ে সেতার যে তার বাজে !
মেঘের পর্দ্দা ঘনায় যদি অন্ধ রাতের পরে,
কি প্রয়োজন, দুয়ার দেওয়া রইল কিনা ঘরে !
অশ্রু নামে বর্ষাসম—হায় গো রাণী হায়,
মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি কি তার ফলবে সাধনায় !

ঐরে এল আলো—
রক্ত উষা পরল ভূষা সাদার সাথে কালো।
বায়ুর কণ্ঠে নাই গরজন, ভজন গাহে পাখী,
পূর্ব্বাচলের তোরণ দ্বারে অরুণ মেলে আঁখি;
উদাস তব নয়ন-তারার পাণ্ডু করুণ ছবি—
এই বেলা তার সুর মিলিয়ে বাজারে ভৈরবী।
সাধক, তুমি সিদ্ধ আজি—পূর্ণ মনোরথ,
ওই সুরে তোর যায় রে দেখা নূতন সুরের পথ।
যে যা বলে বলুক লোকে ভক্ত তোরই জয়,
বাণীর সাথে বীণার আজি নিবিড় পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী





দ্বিপ্রহরে

বইয়েের পাতায় মন বসেনা, খোলা পাতা খোলাই পড়ে' থাকে,
চোখের পাতায় ঘুম আসেনা—দেহের ক্লান্তি বুঝাই বলো কা'কে ?
কাজের মাঝে হাত লাগাব, কোথাও কোন' উৎসাহ নাই তার,
চেয়ে আছি চেয়েই আছি, চাওয়ার তবু নাইক কিছু আর !

বেলা বাড়ে, রোদ্দ চড়ে' যায়, প্রখর রবি দহে আকাশ তল,
ঝাঁঝাঁ করে ভিতর-বাহির, চোখের পথে শুকায় চোখের জল ;
মোহাচ্ছন্ন মৌন জগৎ, কোথাও যেন জীবনচেষ্টা নাহি,
ক্লিষ্ট আকাশ নির্নিমেষে দিনের দাহ দেখছে শুধু চাহি' ।

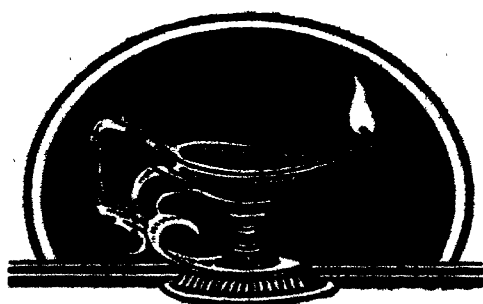
ঘরে ঘরে আগল আঁটা, আমার ঘরেই মুক্ত শুধু দ্বার,
সেই যে খুলে' চলে' গেছে তেম্‌নি আছে, কে দেয় উঠে' আর !
পথের ধারে নিমের গাছে একটি কেবল তিক্ত মধুর শ্বাস
ক্ষণে ক্ষণে জানায় শুধু গোপন বুকের উদাসী উচ্ছ্বাস ।

হাহা করে তপ্ত হাওয়া শস্যহারা বসন্ত-শেষ মাঠে,
চোতের ফসল বিকিয়ে গেছে কবে কোথায় অজানা কোন্ হাটে !
উদার মলয় নিঃস্ব আজি, সাম্‌নে শুধু ধূসর বালুচর
পক্কতপা দিক্-বিধবার বসন খানি লুটছে নিরন্তর !

কোন্ পথে সে গেছে চলি' মরু-বেলায় চিহ্নটি নাই তার,
লুপ্ত সকল শ্যামলিমা লয়ে তাহার মুগ্ধ উপচার ;
জাগ্‌ছে শুধু প্রখর দাহ তৃষ্ণাভরা বিশুষ্ক জিহ্বায়
দিনান্ত সে আস্‌বে কখন ? দম্‌কা বাতাস ধমক্ দিয়ে যায় ;

যতীন্দ্রমোহন বাগচী





হাফিজের স্বপ্ন

অমা-যামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া,
দ্বিগুণ-আঁধার খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি আড়াল দিয়া।
আঙুরের মত অলকগুচ্ছে গোলাপের মালা পরি',
মৃদু উশীরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি',
কাজল-উজল কালো কটাক্ষে হানিয়া বিজলী-হাসি,
ফেরোজা রঙের বসন পরিয়া শিথানে দাঁড়া'ল আসি'।-
বীণানিন্দিত মধুরকণ্ঠে কহিল—রে অনুরাগী,
শূন্যশয়নে আমারে মাগিয়া জাগিয়া কিসের লাগি ?
করুণা তাহার হৃদয়ে হানিল সুখের মতন ব্যথা,
যুড়ি' যোড় পাণি বিগলিত-বাণী কণ্ঠে কহিনু কথা,—
তব অঞ্চল বসন্তবায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে,
তব মঞ্জীরসঙ্গীতরবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে,—
তাহারি গন্ধে, তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল-গীতি
তোমারি কুঞ্জ-দুয়ারে গাহিয়া শুনাইব নিতি নিতি ;
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান,
তোমার স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান।

না কহিয়া কথা, না বলিয়া কিছু—লীলায়িত হেলাভরে
সেতারটি শুধু লইল টানিয়া কোমল বুকের পরে ;
অঙ্গুলিঘাতে তারগুলি তা'র সঙ্গীতে ভরি' দিয়া
আমার কোলের [illegible] মোরে ফিরাইয়া দিল প্রিয়া।
গোলাপের কুঁড়ি তখনো ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা,
ডানার মাঝারে মাথাটি গুঁজিয়া চাতকী চেতনাহীনা ;
অমা যামিনীর গভীর আঁধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া—
শিশির-শীতল খর্জ্জুর-বীথি, তাহারি ভিতর দিয়া।
তার পর হ'তে বাজিছে সাহানা সোহিনী সিন্ধু কাফি,
সাথে সাথে সেই পরম পরশ উঠিতেছে কাঁপি' কাঁপি' ;
তালে তালে উঠে দুলে, দুলে' তারি হৃদয়েরি আকুলতা,
সুরে সুরে সদা ঘুরে' ঘুরে' ফিরে তাহারি গোপন কথা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী





শেষ-বাসরে

ঝরিয়াছ তুমি অশ্রু-ধারায়
আমার তরে,
জড়ায়েছ মোরে ফুলের মালায়
সোহাগভরে ;
প্রভাতে প্রদোষে সুখে দুখে মোর
পরায়ে দিয়াছ প্রণয়ের ডোর,
কল্যাণভরা কঙ্কণপরা
দু'খানি করে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ-বাসরে।

মনে পড়ে আজি আমাদের সেই
বিবাহ-রাতি,
স্পন্দিত-বুকে হইনু দু'জনে
জীবনে সাথী ;
চারিদিকে দোলে আলো আর ফুল,
পল্লী-সখীরা প্রমোদে আকুল,
দীপ্ত-ভূষণ রঙমহল,
রূপের ডালি,
মধু-পরিহাস-রস-উজ্জ্বল
'বাসর' রাতি।

মনে পড়ে সেই 'কনকাঞ্জলি'
পিতার হাতে,
হৃদয়ে ঝঞ্ঝা, বিদায়-সজল
আঁখির পাতে ;
সীমন্তিনীরা শিবিকা-দুয়ারে,
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে—
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল 'তোড়ী.—
গমকে গমকে সুর-মূর্চ্ছনা
কোমলে-কড়ি।

মনে পড়ে সেই ধূসর অলকে
দাঁড়ালে এসে—
পা দু'টি ডুবায়ে দুধে-আল্‌তায়
বধূর বেশে ;
পথ-ধূলি-ম্লান সুকুমার শ্রীটি,
লজ্জাবতীর সম নত দিঠি,
অয়ি মঙ্গলা, আলয়-কমলা
ভুলালে মোরে,
পুরলক্ষ্মীরা লইল তোমারে
'বরণ' করে।

ফুলশয্যার দিব্য হাসিটি
যাইনি ভুলে,
ঝল্‌মল্‌ দু'টি পান্নার 'দুল'
কর্ণমূলে।

বক্ষঃ-কারায় রুদ্ধ উতলা,
প্রেম-নর্ম্মদা, পূত-নির্ম্মলা,
ভাঙি' সরমের মর্ম্মর-গিরি

মোতিয়া বেলার গন্ধ-বিলাসী
মন্দ বায় ।

মনে পড়ে সেই নব যৌবন-
গরবী গ্রীবা—
মুকুরে দীপ্ত বয়ঃসন্ধি-
বিজুলী বিভা—
তখন তরুণী, ছিলে না বুকের,
ছিলে না মরমী দুখের সুখের—
হেরেছিনু শুধু মঞ্জু ভ্রূযুগ
নিন্দি' 'রতি',
স্বর্ণ-অতসী-তনু-লতিকার
পেলব জ্যোতিঃ ।

মনে পড়ে সেই মধু-মালতীর
বীথিকা দিয়া
চলে' যেতে প্রিয়া ভুজ-বল্লরী
চঞ্চলিয়া—
মাথার উপরে কোজাগর শশী,
পল্লব-ছায়ে বসিতে রূপসি,
রূপালি আলোর আলিপনা-আঁকা
বেদীর 'পরে—
ধ্যানের রাজ্যে প্রীতি-পারিজাত-
মেখলা প'রে ।

কতদিন সেই কাঁপায়ে কাঁকণ
ক্ষণিকা সম,
চাবির 'রিং'টি বাজায়ে আসিতে
সমুখে মম ;
হেরেছি প্রতিমা, প্রীতি-ভ্রূভঙ্গ,
লাজ-সঙ্কোচে মুদিত অঙ্গ,
পরশি' অধরে শিশুর অধর
দাঁড়াতে হেসে' ;
লুটিত আঁচল নীলাম্বরীর
চরণে এসে'।

মনে পড়ে সেই তুলসীর মূলে
'সন্ধ্যা' দিতে,
মাটির 'দেউটী' যতনে ঢাকিয়া
আঁচলটিতে ;

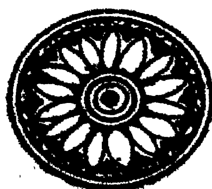
আঁখি-পল্লব ঈষৎ সজল,
চোখোচোখি দোঁহে দাঁড়ানু থমকি'
পাটল সাঁঝে,
গৃহ-দেবতার ধূপ-সুরভিত
দেউল মাঝে।

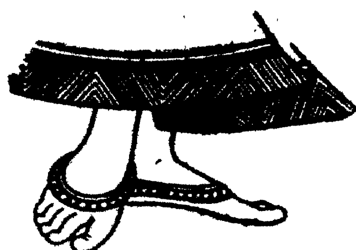
হের, সখি, সেই দিনান্ত-তারা
তেম্‌নি জ্বলে,
ডালিম-ফুলের রংটি কলান
মেঘের কোলে।

খেলাঘর ভরি' উঠে কলরব,
ছেলেমেয়েদের ধূলা-উৎসব—
মিছা পরিণয় চতুর্দ্দোলায়
উলুর রবে ;
জীবন-উষায় বিনোদ ভূষায়
সেজেছে সবে।

আজি পূর্ব্বরাগের ফেনিল তুফান
গেছে গো সরি'
যুগ্ম-হৃদয় স্বচ্ছ সলিলে
উঠেছে ভরি'—
আগে যা' বুঝিনি আজি তা' বুঝেছি,
কাছে যা' ছিল তা' স্বপনে খুঁজেছি,
দু'জনে দোঁহার হৃদয়ে মিশেছি
পুলকভরে—
এস, সখি, আজি যৌবন-স্মৃতি-
শেষ-বাসরে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়





দ্বিপ্রহরে

সুদূর স্মৃতি জাগায় আজি
ভাঁটের ফুলের গন্ধ মিঠে—
লাজুক মেয়ে উঠ্‌ল নেয়ে
চুলের গোছা ছড়িয়ে পিঠে।
নীলাম্বরীর তিমির টুটে'
রংটি তোমার উঠ্‌ল ফুটে—
কামিনীবন ফুটিয়ে গেল
সজল তোমার রূপের ছিটে।

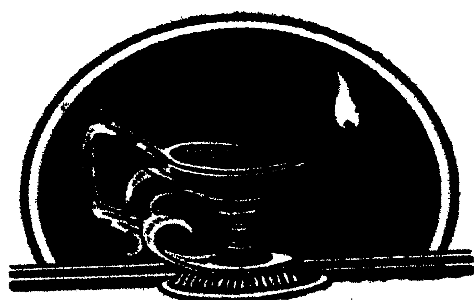
কাণের পিঠে তিলটি তোমার
এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ—
দীঘির ঘাটে ওই যে আঁকা
দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জ-শিরে,
পদ্ম-ফোটা দীঘির নীরে,
ভাঁজটি খুলে' ছড়িয়ে প'ল
পাখীর পাখার স্বর্ণালোক।

তোমায় সখি দেখেছিলাম,
সরম-রাঙ্গা মধুর মুখ—
অন্তরাত্মা উঠ্‌ল কেঁপে
কণ্টকিয়া উঠ্‌ল বুক।
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে
জাগ্‌ল শ্যামা কুঞ্জবনে—
কালো মেঘের রৌপ্য-পাড়ে
জরির মতন রৌদ্রটুক্।

স্বপ্ন সম তার কাহিনী—
আজ্‌কে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে
নোনা-আতার সোণার গায়ে
রবির কিরণ পিছ্‌লে পড়ে;
দূর্ব্বা-শ্যামল নিম্বতল,
দীপ্ত নভো নীলোজ্জ্বল,
ঢেউয়ের মাথায় মাণিক ভাঙ্গে
গাঙ্গের বুকে স্তরে স্তরে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়





সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি

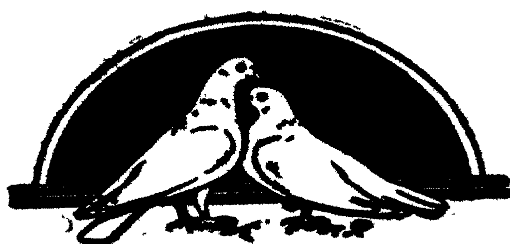
তোমার আলো সব ভুলালো
লো অমরী বালা,
তোমার চেলীর ঝিলিমিলি
চুলের তারার মালা ;
পাখীর গানে কাঁকণ তোমার
বাজে কানন ছেয়ে,
শিউরে ফোটে শিউলি-কলি
তোমার সোহাগ পেয়ে ।

অলক ঢাকা কোমল পলক
নয়ন গরবী—
কাঙাল বায়ু যাচে তোমার
চুলের সুরভি ।
কোহিনুরের টিপটি ভালে
কাণে রতন দুল
বরণ কালের তরুণ বধু
রে দুলালী ফুল ।

এস নেমে আমার ঘরে
তালী-বনের তলে ।

এস মানস নন্দিনী মোর
এস আমার কোলে।
সংসারে নাই ঠাঁই-ঠিকানা
একলা কাটাই দিন,
কৈফিয়তের ভয় রাখি না—
সব দায়িত্ব-হীন।
বনের ফাঁকে কুড়িয়ে বেড়াই
শুকনো ঝরা ফুল।
হিজি বিজি লেখা খাতায়
কাটি কতই ভুল।

হের, দিগ্বলয়ে বেগুনি-নীল
গিরিশ্রেণীর চূড়ায়,
পরীরা ওই সারি সারি
মণির ফানুস উড়ায়।
হেথায় যাহা ভাবে আঁকা
রূপে হোথায় রাজে
জলধনুর বীণার তারে
আলোর সুরটি বাজে।
এস মানস দুলালি মোর
আমার খেলার ঘরে,
তোমার রঙের ইন্দ্রজালে
দাওগো নয়ন ভরে'।
তুহার আলো সবভুলালো
লো অমরী বালা,
এস এস চঞ্চলিয়া
চুলের তারার মালা।



কাণে কাণে

হের, সখি আঁখি ভরি' শুভ্র নীরবতা
পাহাড়ের দু'টি পার্শ্ব, জ্যোৎস্না আর মসী।
নিথর নিশার কণ্ঠে কি দিব্য বারতা,—
কাণ পেতে শোন' হেথা বালুতটে বসি।
নীরবে নদীর জল চলে সাবধানে,
সুর মিলাইয়ে ওই তারকার সাথে।
পথ চেয়ে চেয়ে বায়ু, মগ্ন কার ধ্যানে—
সন্তর্পণে হাতখানি রাখ মোর হাতে!
যাদুকর চন্দ্রকর তালের [illegible]
হেথা হোথা তুলিয়াছে রূপার ঝলক;
মাধবী লতার ফাঁকে বকুলের তলে,
কে তরুণী মুঠি ভরি ধরে চন্দ্রালোক!
পাখী লুকায়েছে আঁখি পালক নিখানে—
আজিকার কথা বঁধু, কহ কাণে কাণে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।



আহ্বান

মুখের হাসিতে আর
বুকের বেদনা সই
ঢেকে কত রাখ্‌বো,
জোর ক'রে মন বেঁধে
আড়ালে লুকিয়ে কেঁদে
কত কাল থাক্‌বো।

যেদিন বিদায় নিলে
মনে পড়ে, ব'লেছিলে
'দু-দিনেই আস্‌বো',
তুমি কি ভুলিলে সই,
নেই মোর এক বই
ভাল' যারে বাস্‌বো।

হৃদয়ে রাখিয়া যায়
পলকে হারাতে, হায়।
কি দিনই সে যাপ্‌ছে
কে বুঝিবে সেই কথা
তোমার বিরহ-ব্যথা
কি প্রাণে সে চাপ্‌ছে।

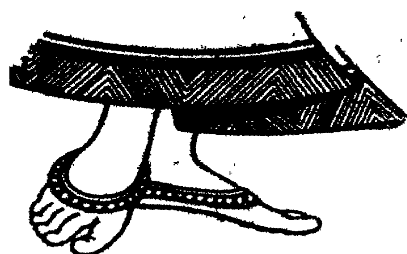
দিবানিশি দেখে তবু
ছ'জনার কারো কভু
যেতো না যে তিয়াষা,
ভুবনে কি ছিল মধু,
নয়নে কি প্রেম, বঁধু
মরমে সে কি আশা !

দরশ পরশ মাগি'
আজ আমি নিশি জাগি
অধর কি তিক্ত !
হে মোর অমিয়, তুমি
এস', তারে চুমি চুমি
কর সুধা-সিক্ত।

আজি দিকে দিকে প্রীতি
ভরি' উঠে বনবীথি
চম্পক-গন্ধে,
এস তুমি অনুরাগে
নিখিল ভুবন জাগে
নব গীতি-ছন্দে।

শ্রীগিরিজাকুমার ব:





বিচিত্রা

চঞ্চল হিয়া, বল বল প্রিয়া,
বল বল প্রিয়তমা,
মনো-মধুপের মোহন রূপের
সুধা-শতদল সমা !
কোন্ অলকার কামনা-দুয়ার খুলি'
মৃণাল-গরবী সলিল-শয়ন ভুলি'
ফুটিলে আমার বক্ষ-সরসে দুলি'
প্রেমারুণ অনুরাগে !
ওগো মনোরমা, উষা-প্রিয়তমা
এত মোরে ভালো লাগে !

সেদিন গোধূলি, আঁখি-পাতা তুলি'
হাসিমুখে সুবিমলে,
চেয়েছিলে দুটি ডাগর নয়নে
মুগ্ধ-মরম-তলে ।
যেদিন প্রথম-পরিচয়-ক্ষণে
সুধু পলকের মৃদু দরশনে
জীবনের রথ টানিলে চরণে
অলখ হৃদয়-দ্বারে,
নিমেষে চমকি', সঁপিলাম সখি,
নিঃশেষে আপনারে ।

তোমার বুকের চীনাংশুকের
রজতাঞ্চল-রুচি
কৌমুদী-ছলে নিল কি ধরার
সকল ম্লানিমা মুছি ?
আঙ্কা-অধর চুমায় তোমার
বকুল-বালিকা বিভল হিয়ার
খুলিল কি ধীরে মৃদু দল তার
কিশোরী-বয়স লভি' ?—
তোমার বুকের আলিঙ্গনের
বহিয়া বিনোদ ছবি।

প্রেয়সীর বেশে, নিলে ভালোবেসে
আমারে বরণ করি' ;
নয়নের ডোরে বাঁধিলে যে মোরে
হে হৃদয়-ঈশ্বরী !
চরণ-সেবায় নিয়েছি যে ভার,
জানি, নহি আমি যোগ্য তাহার
সোনা করি' দিলে মোর সংসার,
হে পরশমণি তুমি।
স্নেহের আমার গোমুখী-প্রপাত,
প্রেমের তীর্থভূমি !

কে তোমারে প্রিয়া, রাখিল সৃজিয়া
সোহাগে আমারি তরে !
কোন্ মনোরথে আসিলে লক্ষ্মী
লক্ষ্মীছাড়ার ঘরে !
কোন্ সে অতীত পুণ্যের ফলে
রচিলে আলয় পরাণ-কমলে

তব উৎসব-দীপ আজি জ্বলে
আনন্দে দিবাযামী,
কোন্' শিব'জটা বহি বল্লভী
মানসে আসিলে নামি।

দুলিয়া ফুলিয়া প্লাবন-জাগর
মিলন-সাগর, সখি,
লুটায়ে পড়িছে বক্ষ-বেলায়
তোমারি কিরণে ওকি ?
তোমারি পেলব-পীযূষ-তৃষায়
চিত্ত-চকোর ফিরে কি নিশায়
চাহি ছায়াপথে তোমারি দিশায়
অধর-কুমুদ জাগে ?
তোমারি জীবনে জীবন তাহার,
দাবী তার সব আগে।

যাচিয়া চরণ, হৃদয়-আসন
পেতেছিনু তব প্রিয়া
ধন্য করিলে অঙ্ক তাহার
শ্রীপদ'-প্রসাদ দিয়া
থাক' থাক' সেথা হইয়া অচল
নিখিল-নারীর হে রাকা অমল
তোমারি ধ্যানের মন্ত্রে কেবল
ফুটুক্ আমার বাণী ;
তুমি থাক মোর সকলের বাড়া,
তুমি থাক' মোর রাণী।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু



লব্ধ-দুর্লভ

হে মম বাঞ্ছিত নিধি!   সাধনার ধন!
নিঃসঙ্গ এ অন্তরের চির আকিঞ্চন!
করুণ-লোচনা
অন্ধ এ মন্দিরে তুমি উদার জোছনা।

মলিন ধূলির কোলে লয়েছ গো ঠাঁই,
জ্যোছনার মত তবু অঙ্গে গ্লানি নাই।
অয়ি ইন্দু-লেখা!
অন্তরে পেয়েছি তোমা, নহি আর একা।

নহি আর সমুদ্‌ভ্রান্ত, ক্ষুধিত নয়ানে
ফিরি নাক' দেশে দেশে নিষ্ফল সন্ধানে
হে অমৃত-ধারা!
উঞ্ছ কটাক্ষের ভিক্ষা হ'য়ে গেছে সারা।

এসেছ' হৃদয়ে তুমি সহজ গৌরবে,
পূর্ণ করি দশদিক মন্দার সৌরভে
আমি মুগ্ধচিত্তে
ফিরেছি নীড়ের কোলে তোমার ইঙ্গিতে।

—সাগরিকা—

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"—মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেকবার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি'।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুক-বাণ নাহি আমার হাতে ;
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পারো কিনা

— রবীন্দ্রনাথ



আপনি মগন হয়ে গেছি আপনাতে
ভাবিতেছি নিশিদিন—কী আছে আমাতে
যাহার সন্ধানে
তুমি এসে ধরা দেছ? হায় কে তা জানে!

সংসারের মাঝে ছিনু সন্ন্যাসী উদাস
তুমি সঙ্গে নিয়ে এলে ফুলের নিশ্বাস
আনিলে চেতনা,
দুখের বিহ্বল সুখ, সুখের বেদনা।

ভেবেছিনু জগতের আমি নহি কেহ,
তুমি ভেঙ্গে দিলে ভুল, দিলে তব স্নেহ,
মর্ম্ম পরশিলে,
রুদ্ধ উৎস খুলে গেল, হে সুন্দরশীলে!

আজি মোর সর্ব্বচিত সারা তনু ভরি
আনন্দ অমৃত ধারা ফিরিছে সঞ্চরি'।
নীরবে নিভৃতে
আমাতে মিশেছ তুমি, অয়ি অনিন্দিতে!

জীবনে এসেছ পূর্ণা! রিক্তাতিথি শেষে
মানসী দিয়েছো দেখা মানুষের দেশে
অয়ি স্বপ্ন সখী,
তোমারি মাধুরী আজ নিখিলে নিরখি।

তুমি সে বালিকা যার চম্পক অঙ্গুলি
লিখিত মেঘের স্তরে চঞ্চল বিজুলি।
যাহার লাগিয়া
জাগিত গো তন্দ্রাতুর বালকের হিয়া।

শিয়রে সোণার কাঠি ঘুমাইতে তুমি
মুক্ত দ্বারে রৌদ্র আর জ্যোৎস্না যেত চুমি।
সাগরের তলে
তুমি সে গাঁথিতে মালা মুকুতার ফলে।

তোমারি পরশ বহে বসন্ত বাতাস,
বর্ষা জলোচ্ছ্বাসে ছিল তোমারি নিশ্বাস।
মূর্চ্ছিত বৈশাখে
ও লাবণ্যমণি ছিল চম্পকের শাখে।

তুমি ছিলে অন্ধকারে কালো চুল খুলে
চন্দ্রালোকে তোমারি অঞ্চল পড়ে দু'লে
সন্ধ্যা সরোবরে,
গন্ধতৃণে গন্ধ রেখে তুমি যেতে স'রে ;

স্বপ্নে ছিলে স্বর্গে ছিলে মগ্ন পারিজাতে,
অতনু আভাস ছিলে, ছিলে কল্পনাতে,
আজ একেবারে
মর্ত্তে এলে মূর্ত্তি ধরে আমারি দুয়ারে।

শুধু মোরে করেছো গো মুগ্ধ চোখে চাহি,—
ধুয়ে মুছে দেছ' গ্লানি, তাই সখী গাহি
বন্দনা তোমারি
তব প্রেমে মণিহার পরেছে ভিখারি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



—কে—

চির-চেনার চমক নিয়ে চির-চমৎকার
নতুন দুটি ভ্রমর-কালো চোখে
কে এলে গো হোরার মেলায় দৃষ্টি অলঙ্কার
বৃষ্টি ক'রে পুলক স্বর্ণালোকে

কে এলে গো অশোক-বীথির ছায়ায় ছায়ায় আজি
নিশ্বাসে পাই তোমার-নিশ্বাস খানি
পদ্মগন্ধা কে জাফরাণে মুখ মাজি
হাওয়ার পিঠে গেলে আঁচল হানি

সৌরভে তোর বিভোর ভুবন মগজ সে মশ্গুল,
ধূপের বাতি আগুন হ'য়ে ওঠে,
অগুরু বাস আগুন উছাস-বিহ্বলে বিল্কুল
সংজ্ঞাহারা বকুল ছুঁয়ে লোটে।

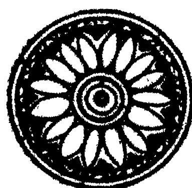
শ্যামার শিসে কোন্ ইসারা করিস্ গো তুই কারে
মন গোপনে ওঠে কেমন ক'রে
চির-যুগের বিরহী ধায় তোমার অভিসারে
অশ্রুমুক্তা-অর্ঘ্যে দু'হাত ভ'রে।

চাঁদের আলোর রাজ্যে রাণী তুমি চাঁদের কোণা
মর্ত্ত্যজনের চির-অধর তুমি
স্বর্গ তোমার প্রসাদ হাসি, স্বপ্নে আনা-গোনা
মূর্চ্ছে তৃষা তোমার আভাস চুমি'।

আনন্দে তোর নিত্য বোধন, পূজা শিরীষ ফুলে,
আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিয়ে,
রিক্তা তুমি সন্ধ্যা-মেঘের রক্তনদীর কূলে,
পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়ে!

পারিজাতের পাপ্‌ড়ি তুমি ইন্দ্রেরি উদ্যানে
রাঙা তুমি একশ' হোমের ধূমে,
তপ্ত সোনার মূর্ত্তি তুমি নিদাঘ দিনের ধ্যানে
স্ফূর্ত্তি তোমার পদ্মরাগের ঘুমে।

সত্যেন্দ্রনাথ।





বর্ষা-নিমন্ত্রণ

এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে ।
শীতল হাওয়া—নিতল রসে—
বনের পাখী ঘনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে ;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে ।

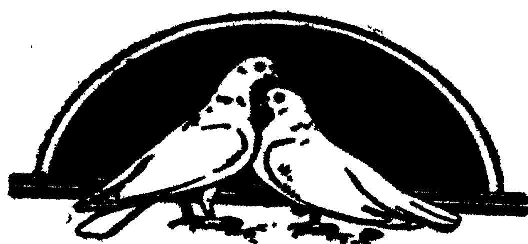
গহন ছায়া মেঘের মায়া প্রহর ভুলাবে,
অবুঝ মনে সবুজ বনে লহর তুলাবে।
কূজন ভোলা কুঞ্জে একা
এখন শুধু বাজাবে কেকা ;
হাল্‌কা জলে ঝামর হাওয়া চামর ঢুলাবে,
গহন ছায়া মোহন মায়া প্রহর ভুলাবে ।

এস তুমি যূথীর বনে দুকূল বুলাবে,
কোল দিয়ে ঐ কেলি কদম মুকুল খুলাবে।
বাইরে আজি মলিন ছায়া
মলিদা রং মেঘের মায়া,
অন্তরে আজ রসের ধারা রঙীন্ গুলাবে,
এস তুমি মোহের হাওয়া মিহিন্ বুলাবে।

(ওগো) এমন দিনে ঘরের কোণে শয়ন কি লাভে ?
কিসের দুখে নয়ন-জলে নয়ন ঝুলাবে ?
আয় গো নিয়ে সাহস বুকে
পিছল পথে সহাস মুখে,
নূতন শাখে নূতন সুখে ঝুলন ঝুলাবে ;
(এস) উজল চোখে কোমল চেয়ে ভুবন ভুলাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত





গর্‌বা গান

(গুজরাটী গর্‌বার সুর গেয়)

(১)

পার্‌ব না একলাটি আজ ঘরে পার্‌ব না রইতে।
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।
নিরালায় কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা,
যেচে কার খুন্‌সুড়ি সইতে।
অথই পাথার পারা জোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

(২)

শোন্ সখী। গায় কারা আজ রাতে গুজ্‌রাতী গর্‌বা
খঞ্জন-নর্ত্তন-হিল্লোল-গর্ব্বা।
প্রিয়া গন্ধর্ব্বের হিয়া কন্দর্পের
হার মানে ঠুংরী কাহার্‌বা।
দুনিয়ার আদরের স্বস্তির আভয়ের—
মনোহারী বেলোয়ারী কার্‌বা।

(৩)

চঞ্চল রে দখিনার হিল্লোলে সাগরেরি ছন্দ।
কোন্ বনে চন্দন, কোন্ বনে গন্ধ
মল্লিকা উল্লাসে স্বপ্নের হাসি হাসে
সৌরভে সাঁতারে আনন্দ।
আন্‌কো কী সুখ-ভরে আকুলি-বিকুলি ক'রে
খুল্‌ছে যে পাপ্‌ড়িটি বন্ধ।

(৪)

জাগ্‌ল' রে নিদ্-ঘরে পাখী, আজ নারে নিদ সইতে।
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থইথইতে।
শোন্ সখী শোন্ মুহু কুহু কুহু কুহু কুহু
বুক-ভরা সুখ নারে বইতে।
সে সুরের মনোহরে জ্যোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে।

(৫)

অম্বরে জাগে চাঁদ তারকার ফুল-শেযে রাত-ভোর!
কি কথা বলিতে চায় ঘুমহারা ঘুম-চোর!
গগনের নিরালায় মন কোথা ভেসে যায়
জ্যোছনায় মাখা আঁখি-লোর!
তারকার রূপ-শিখা মন্ত্রের মল্লিকা
কারে বেণী চায় মন ওর।

(৬)

চাই কারে জানি না রে আমি শুধু ফিরি স্বপনে !
ভালোবাসা ভালোবাসি, মন-গোপনে !
আকাশ-কুসুম তুলি কুমুদের ফুলে বুলি,
দিক ভুলি, ফিরি ভুবনে !
জোছনার জাল পেতে জোনাকীর হার গেঁথে
কার ছবি জপি গো মনে !

(৭)

নিশি নিশি জাগো চাঁদ ! নিরালায় নিতি নিরখি !
হারানো ছবির মালা জপ কর কি ?
কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে !
আঁখি তব গেছে পুলকি,
ছাই হ'য়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা,
একাকী তাদের স্মর কি ?

(৮)

কর্পূরে ফাগ ক'রে জ্যোৎস্নাতে চাঁদ হোলি খেল্‌ছে !
কর্পূরী কুঙ্কুম ফুলে ফুলে ফেল্‌ছে !
হিল্লোলি' উল্লাসে মাতি অনুভাব-রাসে
মল্লিকা হাসি হেনে হেল্‌ছে !
উবে-যাওয়া রূপ কত তারা-ফুলে অবিরত
হীরার লাবণি—মণি মেল্‌ছে।

(৯)

রং বিনা দোল খেলা, প্রাণে শ্রেফ্ জ্যোছনারি রঞ্জন।
স্মৃতির মুরতি-হারে রাস-রসে কোন্ জন।
আজ পরাণের পুটে সরোজ-কুমুদ ফুটে—
একসাথে রস-গুঞ্জন।
আকাশে ঝরোকা খোলা, তারা আঁকে পথ-ভোলা—
স্বপনেরি চোখে অঞ্জন।

(১০)

ঝঙ্কারে রিম্‌ঝিম্ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না।
তনু ভরি' মরি মরি নূপুরেরি বাজনা।
আজ নয় আজ নয় আজ কোনো কাজ নয়,—
অপরূপ। ভোর না, এ সাঁঝ না।
যে দূরে, যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যাচে
জ্যোছনায় অলখেরি সাজনা!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত





ঝর্ণা

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু।
মেঘ হানে জুঁইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা দ্যায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্যে—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত ;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা ;
ঝর্ণা !

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !
পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !
পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুধা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা !
ঝর্ণা !

মঞ্জুল-ও হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে ।
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে ;
মেখলায়, মরি মরি, রামধনু ঝলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা !
ঝর্ণা !

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত



—আবির্ভাব—

শিল্পী—শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী

"—আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল
চরণে জড়ায়ে বনফুল !—"

রবীন্দ্রনাথ—





প্রাতঃপ্রবুদ্ধা

সখি, মোরে তোর স্বপনের কথা বল্ !
এ প্রভাতে তোর মুখখানি নিরমল্ !
কুন্তলে তোর বিকল কুসুম
পাখা মেলি যেন নয়নের ঘুম
উড়ে গেছে কোন্ অজানা গগন-তল !
বল্ সখি, তোর স্বপনের কথা বল্ ।

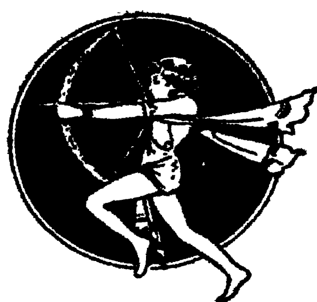
কখন্ তোমার হৃদয়ে তুলিলে বাস
অরুণ অধরে হাসিয়া মধুর হাস !
স্খলিত আঁচল তুলি দিলে রাখি'
উরঃকলি পরে, সযতনে ঢাকি
বিগত নিশার কি গোপন অভিলাষ ?
—আপনার মনে হাসিয়া মধুর হাস ?

ফুলসম তোর কপোল ফুটেছে দুটি—
নয়নভৃঙ্গ তদুপরে পড়ে লুটি,
আভাময় অতি ললাট-কিশোর
সারা মুখখানি আলো করি তোর
ঈষৎ হাসির কিরণ পড়েছে টুটি !
ফুলসম দুটি কপোল উঠেছে ফুটি !

বল্ সখি তোর স্বপনের কথা বল্—
দেখেছিস তুই নিশার গভীর তল্ ?
রতন আলয়ে ত্রিদশ কিশোর—
হাত ধরা-ধরি চলেছে কি তোর ?
চুমি নেছে হরি' বরষের আঁখিজল ?
বল্ বল্, তোর স্বপনের কথা বল্ !

সতীশচন্দ্র রায়





গুপ্ত প্রেম

চিরদিন দিনু দৃষ্টি সে দূরে দাঁড়ায়ে —
মিষ্টির থালে ভিখারীর দূর দৃষ্টি ।
একদিন মোর অভাব্য আশা মিলায়ে
দিলেন বিধাতা, উলটিল মোর সৃষ্টি !

হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইল হেমবর্ণা
সুধা সম্পুট ধরিল তুলিয়া অধরে ।
— ভিতরে বাহিরে মধুগন্ধের ঝর্ণা ;—
অমিয়া বরষি ; পরশি পুষ্প নিকরে ।

কি কহিল মোরে ! কি শুনিনু মোর দু'কাণে ?
নির্দ্দয়া যারে পাষাণী হেন যে ভেবেছি ।
"প্রিয়—প্রিয়তম, এত—এতকাল গোপনে
জান কি তোমারে কতই ভাল যে বেসেছি !"

আকুল হিয়ার মত্ত লহরি-উছাসে
কাঁচলি-ছিঁড়িয়া পড়েছিল বুকে ঝাঁপায়ে,
বনস্পতির গায়ে দাবানল-বিলাসে
স্বর্ণ-বরণা ধরেছিল মোরে লতায়ে!

উদাসিনী বুকে রহে কি বাহিনী মমতার?
—ভাবিয়াছি কত দূর সন্দেহে নিরখি
গুপ্ত সে বুকে বিমুখী আনত-আননার
এত তরঙ্গ হিয়ার আকুলি ছিল কি?

সোনা হ'য়ে গেনু পলকের সেই মিলনে
গুপ্ত প্রেমের বিজনে, কুঞ্জ আগারে!
বিজলী সে মম গিয়াছে জীবন-গগনে
সুধাপথ আঁকি, এ'পার হইতে ও'পারে!

শশাঙ্কমোহন সেন





কালো মেঘ ভেসে যায়

আকাশেতে রজনীতে কালো মেঘ ভেসে যায়।
বঁধুরে হেরিতে প্রাণ চারিদিকে শুধু চায়!
আজি তারে এইখানে, বার বার পড়ে মনে;
নিরালাতে আজি রাতে দেখা হোক্ দু'জনায়!
আমি যারে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায়!

আজি মোরা মেঘ-সাথে উড়িব গো নীলিমায়!
ঘুম এলে ঘুমাইব বারিদের বিছানায়।
তারাগুলি হেসে হেসে, আকুল হইবে শেষে,
গলা ধরা ছাড়িব না, মজে' রবো মহিমায়;
আমি যারে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায়।

ফুল ছুঁড়ি ফুল-পরী জাগালে ফুলের ঘায়,
উড়িয়া বেড়াবো তবু মেঘে-ভাঙা জ্যোছনায়!
মানুষের দেশে প্রীতি, সে শুধু নিয়ম রীতি।
ভালবেসে হেথা প্রাণ কেঁদে মরে নিরাশায়
আমি যারে ভালবাসি এই বেলা সে কোথায়!

ভালবাসি যারে তার কাজ কি গো তুলনায়!
তার কালো চুল হেরি' কালো মেঘ গলে' যায়!
মুখ দেখে বলে চাঁদ, "একি হল পরমাদ!"
চোখ দুটি দেয় লাজ গগনের তারকায়!
তুলনা দেখাতে গিয়ে কাঁদে ভাবা পড়ি' পায়!

সরু দুটি ঠোঁট দেখে' গোলাপ জলিয়া যায়।
তারি 'পরে কিবা শোভা বাঁশীপানা নাসিকায়।
ও-দীঘল আঁখি-মাঝে, জগতের শোভা রাজে,
তার প্রেম-চাহনির তুলনা কি দিব, হায়।
দেখিলে বুঝিতে কেন ভালবাসি বঁধুয়ায়।

কথা শুনে' মনে পড়ে সুর-দেওয়া কবিতায়।
মৃণাল ও-বাহু দুটি পরশিতে কেনা চায়।
পরিধানে নীল শাড়ী, বলিহারী। বলিহারি।
দেহের ললিত শোভা শাড়ী ফুঁড়ে বাহিরায়।
কমল-চরণতলে ধরা তাই মূরছায়।

তার গাল লালে লাল, ভুরু আঁকা তুলিকায়।
কুরূপা হেরিয়া তারে লাজে দূরে সরে যায়।
তার কোলে মাথা রাখা ভুবন ভুলিয়া থাকা,
জীবন সফল হোলো পূজি' প্রাণ-প্রতিমায়।
বোঝাতে পারিনে, তবু ভালবাসি বঁধুয়ায়।

ওই যে রে কালো মেঘ গরজিল পুনরায়।
চলো, বঁধু। চলো যাই ; কাজ নাই ভাবনায়।
প্রাণে-প্রাণে বিনিময়, সে যেন কিছুই নয়,
আমাদের ভালবাসা কে বুঝিবে দুনিয়ায়।
ভালবেসে হেথা প্রাণ কাঁদে বড় নিরাশায়।

আগে হোলো ভালবাসা মজি' প্রেম-প্রতিভায়।
ভালবাসি, ভালবাসে' সেটা মহা করুণায়।
দূরে দূরে সাধাসাধি, দূরে দূরে কাঁদাকাঁদি,
দূর হোক্, এস মিলি দূরে রাখি লালসায়।
এখনো আকাশে, বঁধু। কালো মেঘ ভেসে যায়।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য



স্বার্থকতা

হৃদয়ের আরো কাছে এস এস প্রিয়
পরিতৃপ্ত কর প্রাণ ও অঙ্গ পরশে,
তৃষাতুরা যাচে ওই অধর অমিয়—
দু'টি ভুজপাশে মোরে বাঁধো ভালবেসে।

রেখনাকো ব্যবধান ও সীমান্তরেখা ;
কেন এ লুকায়ে থাকা ? কেন আর ছল ?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে ও মাধুরী লেখা,
কেন গো মলিন তবু হৃদি-শতদল ?

বাসনা-বিহ্বল-প্রাণ, পিপাসা কাতর
অলক্ষ্যে আসিতে চায় এ হৃদয়ে ছুটি
দু'টি চিত্ত মিশি হোক্ সুধা-সরোবর
মিলনের ফুলদল' থাক সেথা ফুটি'।

এস প্রিয়। এস মোর মানস মন্দিরে
দাও দাও, ধরা দাও এ ভুজবন্ধনে।
কেন করো ব্যর্থ-আশ তব সঙ্গীনীরে,
সার্থক হউক তার কামনা ক্রন্দনে।

এস প্রিয়। এস সেই পরিচিত সাজে,
চির সম্মিলিত হই এস দুজনায়,
। অতল এই মিলনের মাঝে
মিলিয়া মিশিয়া যাক এ'দুটি হিয়ায়।

রাণীজ্যোতিষ্মতী দেব

মিনতি

আমায় প্রাসাদে কখন এনোনা !
এই শোভা সজ্জিত মদমজ্জিত
প্রাসাদে কখন এনোনা।
আমি বিলাসের মাঝে নানা শোভা সাজে
হয়ত' তোমারে পাব'না—
ভুলেও তোমারে চাব'না।

তুমি তরুতলে এনো, মরুপথে এনো,
ঘোর হতাশায়, দুর্দ্দিনে টেনো
তোমারে করিব আপনা।

আমায় সহাস্য আস্য দিওনা
এই-যৌবনমধু—যামিনীর শীধু
পানালস প্রাণ দিওনা !
আমি হাসির রঙ্গে ভোগ-তরঙ্গে
হয়ত' তোমারে পাবনা—
ভুলেও তোমারে চাবনা।

তুমি ক্রন্দন দিও, আঁখি বারি দিও
যন্ত্রণা ঘোর দিও ওগো প্রিয়,
সার্থক কর যাতনা ?

আমায় সুখের সময় দিও না—
এই ধনজনমান লোলুপ পরাণ
দিওনা দেবতা, দিওনা।
আমি আমার মাঝারে সুখ-সংসারে
হয়ত' তোমারে পাবনা—
ভুলেও তোমারে চাঁবনা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপা৽



নিবেদন

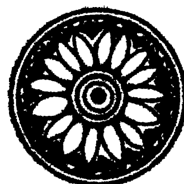
লও মোরে সখা বাঁধিয়া
তোমাতে আমাতে করি অভিন্ন
দোঁহার জীবন গাঁথিয়া !
করিও এ প্রাণ খেলনা তোমার,
কাজের না হোক্ হবে খেলিবার ;
খেলার সময় হেলায় কখনো
দিও চুম্বন সাধিয়া—
তাহ'লেও মোর খেলার জন্ম
সার্থকে যাবে কাটিয়া।

লও মোরে সখা তুলিয়া—
শতেক গন্ধ কুসুম চয়নে
আমার এ ফুল ভুলিয়া।
সৌরভ নাই এই অপরাধে
চলিয়া যাবে কি দলিয়া অবাধে ?
না হয় তুলিয়া দিও গো ফেলিয়া—
যাবে মম কারা খুলিয়া ;
তোমার পরশে লভিব মরণ
তব পদ-রেণু চুমিয়া।

লও মোরে দয়া করিয়া
তোমার চরণে হেম মঞ্জীরে
কঙ্কর রূপে ভরিয়া।
বাজিব নিত্য শিঞ্জন-তালে
পড়িব মনে ত' তবু কোনো কালে;
ঝঙ্কার মম বেড়িয়া তোমারে
ধ্বনিবে রহিয়া রহিয়া;
ধন্য হইব সঙ্গীত রূপে
তোমার চরণ লভিয়া।

লও মোরে সখা চাহিয়া—
আমার 'আমারে' তব দিঠি তলে
একবার শুধু ডাকিয়া।
সব কল্পনা হো'ক্ অবসান,
আমার এ আমি পা'ক্ নব প্রাণ
জীবন মরণ জনম সাধন
দিব গো সাধিয়া সাধিয়া,
তব গৌরবে লীন হ'য়ে আমি
রিক্ত হইব মাগিয়া।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়





ছাড়াছাড়ি

তুমি একদেশে আছ, আপন ভাবনা ল'য়ে
আমি আছি একদেশে উদাস হিয়ায়
তবু বুঝি দুটি প্রাণে এক সুরে বাঁধা গান
দিবানিশি ভেসে উঠে ধীরে ব'য়ে যায়।

আমিত চাহিনা সখি, থাকিতে তোমার কাছে
আমিত আকুল নহি দেখিতে তোমায়।
তবে কি বাসিনা ভালো, তবে কি ভুলিয়া আছি,
লজ্জানত হাস্যমুখী প্রেম-প্রতিমায়?

আমি যে গো হৃদিমূলে, মানসী প্রতিমাখানি
বসায়েছি চুপে চুপে—পূজিতে প্রয়াসী
সে প্রতিমা ধ্যান করি, এ সারা নিখিলময়
তোমারি বিকাশ দেখি প্রেমনীরে ভাসি

তুমিত জাননা সখি, কি গভীর কি মহান্
স্মৃতি ল'য়ে জীবনের উদার উল্লাস ;—
তাই এই ছাড়াছাড়ি, ও কোমলবুকে বাজে,
তাই মোরে দেখিবারে হেন অভিলাষ।

একই আকাশের তলে, একই ধরণীর কোলে
দু'টীতে তো আজনম আছি গো বসিয়া,
একই চাঁদ নীলাকাশে, যামিনীতে যায় আসে,
তুমি দেখ, আমি দেখি পুলকে চাহিয়া—

প্রভাত-অরুণ-কর পরশি তোমার কায়া
সর্ব্বাঙ্গে আমার পুন পড়েগো লুটিয়া,
সমীরণ চুরি করি হৃদয় স্পন্দন তব,
আমার পরাণে আনি দেয় তা' ঢালিয়া।

এত ছোঁয়া-ছুঁয়ি, তবু তুমি বল ছাড়া-ছাড়ি!
কাছে থেকে দূরে ভাবা—এ রীতি কেমন!
আমি জানি, ছাড়াছাড়ি কখনো হবেনা সখি,
তুমি—আমি গাঁথা রব জনম জনম।

ছাড়াছাড়ি মিছে কথা, বুঝিবা ভাষার ভুল,
'কাছাকাছি'—চির সত্য, অনন্ত অমর ;
শরীরের উপাদান ধূলায় মিশিয়া রবে
প্রাণে-প্রাণ-ঊর্দ্ধদেশে—যুগযুগান্তর।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ



স্মৃতি

কবে কোন্ অতৃপ্ত চুম্বনে জীবনের প্রথম মিলনে
অনিদ্রায় কেটেছে যামিনী ?
লুকানো সে প্রাণের বাসনা, বাহিরিতে করি আনা গোনা
সরমেতে ফুটেও ফুটেনি ;
প্রথম প্রণয় পুষ্পরাশি সবেমাত্র উঠিল বিকাশি
প্রাণে জাগে কত সুখ সাধ,
কেঁপেছিল পুলকে হৃদয়, এত কিগো তারে বলা যায় ?
লজ্জা আসি সাধিল রে বাদ।
নয়নেতে ছিল ঘুম ঘোর, সুখনিশা হয়-হয় ভোর,
বলি-বলি বলাত' হল'না।
পূর্ব্বদিকে অরুণ কিরণ জানাইল উষা আগমন,
নিশি গেল' আর ত' এল'না।
দোয়েল গাহিল মধুস্বরে 'জাগ-জাগ নববধূ ওরে'।
সলাজেতে শিরে দিনু বাস,
কত রাত্তি গেল, পুন এলো, কিন্তু হায়, আর কি মিটিল
সেদিনের সেই সে পিয়াস ?
আজি সব দিলে কি গো মম, ফিরে পাবো সেদিনের সম
মিলনের মধুর রজনী,
তাই আজ জাগিছে স্মরণে, কোথা দিয়ে কাটিল কেমনে
ফুলশয্যা স্বপন-কাহিনী।

শ্রীমতী লীলাবতী দেবী



অপরাধী

নিত্য আমার চিত্ত দুয়ারে
আঘাত করিছ তুমি।
কঠিন বাঁধনে রেখেছি বাঁধিয়া
নিতি ফিরে যাও সাধিয়া কাঁদিয়া ;
ঘুমে থাকি যবে গোপনে আসিয়া
যাওহে অধর চুমি।
নিত্য আমার চিত্ত দুয়ারে
আঘাত করিছ তুমি।

কাছে কাছে মোর ফিরিছ নিয়ত
চাহিনা কখনো ফিরি।
আকুল আবেগে ডাকিছ আমারে
বড় কোলাহল আমার দুয়ারে ;
শুনিতে না পাই, মোর চারি ধারে
কতজনে আছে ঘিরি'।
কাছে কাছে মোর ফিরিছ নিয়ত
চাহিনা কখনো ফিরি।

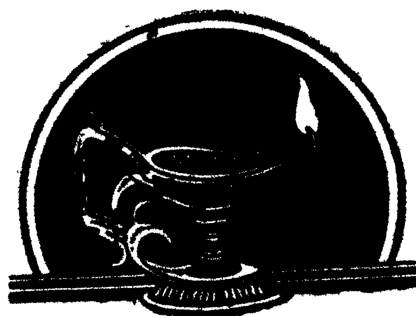
চোখের সমুখে রয়েছো দাঁড়ায়ে
আমি আছি চোখ বুজি' !
কত আপনার দিয়েছ' বুঝায়ে
কত দুঃখ ব্যথা দিয়েছ ঘুচায়ে
কত আঁখিবারি দিয়েছ মুছায়ে
না কহিতে নিজে বুঝি।
চোখের সমুখে রয়েছো দাঁড়ায়ে
আমি আছি চোখ বুজি।

অযাচিত প্রেম কেন দাও সখা
এ হেন কঠিন জনে ?
ফেলে যাও একা জনমের মত
বাজুক্ পরাণে বেদনা সতত
দুখে তাপে হিয়া ক'রে দিক ক্ষত
আগুন জ্বলুক মনে।
অযাচিত প্রেম কেন দাও সখা
এ হেন কঠিন জনে ?

আদরে পরাণ কেঁদে উঠে আজি
ভেবে নিজে অপরাধী।
সুলগনে আজি জীবনে আমার
কেটে যাবে প্রিয় সকল আঁধার,
কাঁদিতে পেরেছি এর চেয়ে আর
ঘুচে বল কিসে ব্যাধি ?
আদরে পরাণ কেঁদে ওঠে আজি
ভেবে নিজে অপরাধী।

ভেঙে চুরে লও　　　আবার গড়িয়া
মনের মতন করে।
গলে যাক্ মোর কঠিন পরাণ
ভেঙে দাও বুক করি শতখান
তব প্রেমে প্রাণ দিয়ে বলিদান
বাঁচিয়া উঠিব মরে!
ভেঙে চুরে লও　　　আবার গড়িয়া
মনের মতন করে!

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়





শ্যাম্‌লা মেয়ে

দখিন-পাড়ার শ্যাম্‌লা মেয়ের কাজ্‌লা চোখে দুষ্টু-চাওয়া !
বিকেল হ'লে কল্‌সী কাঁকে এই পথে তার নিত্যি যাওয়া ।
ভোম্‌রা-পেড়ে আঁচলখানি
ফের্তা দিয়ে মাজায় টানি,
'মাথা-ঘষা'র গন্ধেতে যায় উস্‌খুসিয়ে দখিন হাওয়া—
দুই চোখে তার দুষ্টু-চাওয়া

স্যাঙাত্‌, ও ভাই স্যাঙাত্‌ ! আমার আঁতের ভেতর হচ্ছে কি যে !
কেমন করে বুঝিয়ে বলি, বুঝ্‌চি কি ছাই আমিই নিজে ।
কলাইখুঁটি-ক্ষেতের কোণে,
লুকিয়ে থাকি বাবলা বনে,
একদিন তার কান্নাই হ'লে চোখের জলে যাই যে ভিজে,
আঁতের ভেতর হচ্ছে কি যে !

চং ক'রে সে যায় চ'লে আর মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু—
আমি কি ভাই নই মনিষ্যি, আমি কি ভাই এতই নীচু ?
কোমর-ভাঙা চলনে তার,
ভায় গুঁড়িয়ে বুকটা আমার,
সাধ যায় হায় ধর্ণা দিতে দৌড়ে গিয়ে পিছু-পিছু,
—মুচ্‌কে হাসে, কয়না কিছু !

মলয় বাতাস ফুঁ দিয়ে এই প্রাণের ভেতর আগুন জ্বালায়,
মৌমাছিরা ফুলের ঠোঁটে চুমু খেয়ে উড়ে পালায় !
'বৌ কথা কও' বল্‌চে পাখী,
কাঁদ্‌চে তারও আতুর আঁখি,
হোলীখেলার আবির জমে সূর্য্যিমামার সোনার থালায়,
—ফাগুন-বাতাস আগুন জ্বালায়।

আজ্‌কে আমি গাঁথ্‌চি মালা, বুক বেঁধে ভয়-ভাবনা ভুলে !
যা-হয় হবে !—কইব কথা, আস্‌বে যখন নদীর কূলে।
মুখ তুলে তার চোখে চেয়ে
বল্‌ব আমি—"শ্যামলা মেয়ে !
মোর মালাটি নেবে কি ভাই, রাখ্‌বে তোমার খোঁপায় তুলে ?"
গাঁথ্‌চি মালা বনের ফুলে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়



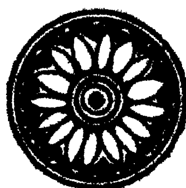


চির-এয়ো

আপন হাতে পরিয়েছিনু বিমল তব ভালে,
একটি ছোট সিঁহুরের টিপ কোন্ সে উষাকালে,
নবীন অনুরাগের শুধু একটি রাঙা চিহ্ন,
নয় বেশী আর তরুণ প্রাণের রঙীন নেশা ভিন্ন।
কচি কিশলয়ের মাঝে যেমন রাঙা ফুটে,
যে রাঙা রয় লীলাভরে তরুণ অধর-পুটে ;
জাগরণের আভাসখানি প্রথম নিদ্রা-ভাঙা,
নয়ন ছুটি যেমনতর ঈষৎ করে রাঙা।
সকল জীবন-লীলার গোড়ার মধুর রাঙা লেখা,
সবার মাঝে একে শুধু তফাৎ করে' দেখা।
তোমার ভালের সিঁহুর-বিন্দু মুগ্ধ চোখে মম
লেগেছিল উষার ভালে অরুণ-বিন্দু সম।
সিঁহুর সেই যে পরিয়েছিনু সিঁহুর শুধু সে কি ?
উজল হোতে উজলতর জ্বলছে সে যে দেখি।
বুকের মাঝে ঢাকা আছে কৌটা মাণিকময়,
আমার মরম-শোণিত ধারা নিত্য সেথা বয়।

সেই জীবনের টীকা আমি দিলাম তব ভালে,
নিববে না সে নিববে না গো কোথাও কোনো কালে।
পরানু যেই সিঁদুর ওগো সিঁদুর শুধু নয়,
তোমার ভালে আমার প্রেমের নবীন সূর্যোদয়।
তরুণ প্রাণের অরুণ-আভা মিলিয়ে গেল ধীরে
দীপ্ত প্রেমের প্রখর জ্যোতি সিঁদুর-বিন্দু ঘিরে।
কী বাসনা—কী আকাঙ্ক্ষা—দারুণ তৃষা কিবা
সকল-প্রকাশকরা-আলোর হাস্তময়ী দিবা।
অসহ এই দীপ্তি যত মিলায় ধীরে ধীরে,
ওই সিঁদুরের রাঙা আভাস জাগছে পুন ফিরে।
তরুণ প্রাণের আশার রঙে রঙীন রাঙা নয়,
গেরুয়ার এ রাঙা যেন উদার শান্তিময়।
সন্ধ্যা যখন আসবে নেমে আলোর লীলা ঘুচে,
তোমার সিঁথার সিঁদুরটুকু যাবেই কিগো মুছে?
সকল জীবন স্নিগ্ধ করি জাগবে স্মৃতির ইন্দু,
সেও কি নহে আমার দেওয়া এই সিঁদুরের বিন্দু?
উষার আকাশ বহি পুন ফুটবে গো শুকতারা
এই সিঁদুরের বিন্দু পুন ফুটবে তব ভালে,
জ্বলবে সে যে জ্বলবে ওগো সকল দেশে কালে।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী



—ত্যাগ·—

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

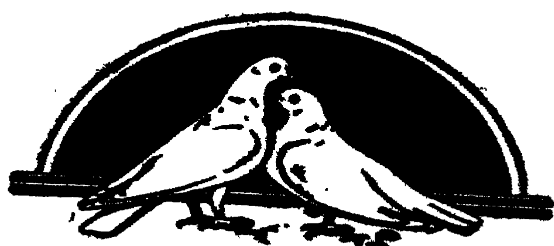
"ওগো মা,

রাজার দুলাল গেল চলি মোর

ঘরের সমুখ পথে—"

রবীন্দ্রনাথ—





'বউ কথা কও'

কথা কও, বউ কথা কও।
চিরবঞ্চিত বাঞ্ছিত এল—
দুয়ার খুলিয়া ডেকে লও।
ঘরকর্ণার এতই কি কাজ—
সাঁঝের আঁধারে এত বা কি লাজ।
কত যতনের কবরীর সাজ
গুণ্ঠনে কেন ঢেকে রও?
কথা-ভরা প্রাণে অভিমান ঝাঁপি'
ব্যাকুলিত ব্যথা কেন সও—
বউ কথা কও।

কথা কও, নারী কথা কও।
কত কল্পের কবি-কল্পিত—
কাহিনীর ভার কেন বও?
লজ্জাজড়ানো অঙ্গের বাসে
ইঙ্গিত শুধু কাঁপিছে আভাসে;
শত কবি গাহে সহস্র ভাবে—
মনে মনে হেসে সারা হও।

কেন ইঙ্গিত? সুখে ও দুঃখে,
কি তার অর্থ? কথা কও—
নারী কথা কও।

কথা কও, গোপী কথা কও।
আকুল বাঁশরী কাঁদিয়া সাধিছে—
কেমনে এমন স্থির রও?
গাছে গাছে ওই কদম্ব ফুটে,
নদীতে নদীতে কালিন্দী ছুটে!
তব শ্যামে ধরা শ্যাম হ'য়ে উঠে—
সুন্দরী তারে চিনে' লও।
কত সোহাগের বুকের ধন যে
চরণে লুটায়; কথা কও—
রাই, কথা কও।

কথা কও, দেবী কথা কও।
কত পূজারীর পূজা শেষ হ'ল—
পাষাণী, পাষাণই কভু নও।
কত না কুসুম চরণে শুকায়,
চন্দন মরে ঘষে' নিজ কায়;
ধূপ দীপ কত দহে' জ্বলে' যায়,
মৌন তুমি যে চেয়ে রও।
মিছা যদি পূজা, বৃথা আয়োজন,
মুখ ফুটে' সেই কথা কও,—
দেবী, কথা কও।

কথা কও, সতী কথা কও।
মৃত্যুঞ্জয় নিরুপায় বলে'
মৃত্যুর আড়ে নাহি রও।
বিরাট বিরাগী শোকে সারা হয়ে,
ধরামর তোমা দিল ছড়াইয়ে;
খুঁজে' ফিরে আজ মহা উন্মাদ,
জননী, তাহারে ডেকে লও!
নিদাঘ জ্বালিয়া ব্যোমকেশ পুনঃ
তপে বসে বুঝি, কথা কও—
সতী, কথা কও।

কথা কও, বউ কথা কও!
বিশ্ব-মর্ম্ম-অন্তপুরিকা,
গুণ্ঠন আজি তুলে' লও।
ভোগী ভাবে, ওই, কবি সাধে গানে;
একই কথা জপে যোগী প্রাণে প্রাণে;
যুগ-যুগান্ত ফুকারিব কত?
চির-মৌন ত' তুমি নও।
সতী, সুন্দরী, দেবী, বধূ, নারী,
নিখিল হৃদয়ে কথা কও—
'বউ কথা কও।'

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত





বারনারী

ধরণী তোমার প্রমোদ-প্রবাস
বাঁধনিক হেথা ঘর ;
বিশ্বশুদ্ধ বুকে টেনে, বল
সবাই আমার পর।
নিষ্কলঙ্ক-নিকষ হৃদয়
প্রেমলেখা-রেখাহীন ;
রূপের গরব ভেঙেছো করিয়া
রূপা হ'তে তারে দীন।
অজেয় অতনু-ফুলধনু টানি'
এসেছিল তব পাশ,
রুষিয়া ভস্ম করনি, আজ সে
দ্বারে বাঁধা ক্রীতদাস।
মায়ার অতীত অয়ি মায়াবিনি,
কতই না রূপ ধর ;
যৌবনখানি বসনের মত
খুলে' রাখ, তুলে' পর।

কার কল্যাণে করে কঙ্কণ,
সিন্দুর সিঁথা 'পরে ;
অমর কাহারে বরিয়া লয়েছ'
বিশ্ব-স্বয়ম্বরে !
ধরণীর বুকে চরণ আঘাতি'
নাচ যবে নানা ছাঁদে,
পা' দুটি জড়ায়ে মায়া-মমতায়
নূপুর বৃথাই কাঁদে।
ফুলধূলি-মাখা অয়ি ভৈরবি,
কোথা তব বাসভূমি ?
প্রেমে নেমে এল মন্দাকিনী যে,
তাহারও ঊর্দ্ধে তুমি।
হে বহ্নি! ওই লালসা লইয়া
পুড়ে পতঙ্গদল ;
সমিধ্ যোগালে জ্বলিত তোমাতে
উজ্জ্বল হোমানল।
স্নেহ-প্রেমাতীতা হে নির্লিপ্তা,
নাহি তব সুখ-দুখ ;
পুণ্য তোমারে করে না লুব্ধ,
পাপে নাহি কাঁপে বুক !
নহ মা ঘৃণ্য কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটী—
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত



নৌকা-পথে

১

মাঝি—ভিড়ায়োনা চলুক তরী
নদীর মাঝে,

তরী—এ ঘাটেতে বাঁধ্‌ব না কো
আজকে সাঁঝে।

ওই ঘাটে ওই বকুলগাছে
জল যেথা ছুঁয়েই আছে,
এখনো ওই যে ঘাটেতে
পল্লী-বালার কাঁকণ বাজে।
তরী সেথা বাঁধব না কো আজ্‌কে সাঁঝে

২

ডুবেছে রবি নীল গগনে,
যদিই আঁধার হয়ে এসে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে
তরী মোদের চলুক ভেসে

এই গাঁয়ের তাই নামটি শুনে,
প্রাণটা এমন করে কেনে,
ঘুমপাড়ানো কোন্ বেদনা,
জেগে উঠে হৃদয় মাঝে ;
তরী হেথা বাঁধব না কো আজকে সাঁঝে।

৩

মৌন সাঁঝের ম্লান মাধুরী,
কতই ব্যথা আন্‌ছে ডেকে,
গ্রামের সাঁঝের দীপটি ছোট,
বিষাদ-ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটি গৃহ হোথায় কি না
ছিল আমার বড়ই চিনা।
ছবিটি যার আজও আমার
হৃদয়-কোণে সদাই রাজে
তরী হেথা বাঁধব না কো আজকে সাঁঝে।

৪

এই নদীরই এই ঘাটেতে
এম্‌নি সাঁঝে আমার প্রিয়া,
যেত' ছোট কলসীখানি
কোমল তাহার বক্ষে নিয়া,
সোহাগে জল উথলে উঠি
বক্ষে তাহার পড়ত' লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোম্‌টা দিত হর্ষে লাজে,
তরী হেথা বাঁধব না কো আজকে সাঁঝে।

৫

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে,
তটিনীর ওই শ্যামল-কূলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজকেও সেই চিতার 'পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝ'রে
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় যে বাধা সকল কাজে,
তরী হেথা বাঁধব না কো আজ্‌কে সাঁঝে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক





শেষ দান

নয়নে পড়েছে মৃত্যু কালিমা
দেরী নাই বেশী আর,
মোর পানে প্রিয়া তুলিল বারেক
করুণ নয়ন তার।
বিদ্যুৎ-হানা বিশাল নয়ন
কালো টানা সেই ভুরু,
নমিয়া পড়েছে চির-নিদ্রায়
তন্দ্রা হয়েছে সুরু।
অঞ্চলে বাঁধা চাবি রিং তার
দিল মোর পদতলে,
শুভ দৃষ্টির দুই যোড়া আঁখি
ভরিয়া উঠিল জলে।

সে চাবী তাহার বড় আদরের
ক্যাস-বাক্সের চাবী
কোনো ক্রমে মোর চলিত না শুধু
তাহার উপরে দাবী।

এ চক পুরীর চাবী মোর প্রিয়া
যতনে রাখিত কাছে,
চাহিলে কখনো পাই নাই আমি
ভাবিতাম কি যে আছে।
আজ দিয়ে গেল শেষ সন্দেশ
সকলের শেষ দান,
দানের ভঙ্গি দাতার মিনতি
ব্যাকুল করিছে প্রাণ।

চলে গেছে প্রিয়া বরষ কেটেছে
চোখের বরষা ল'য়ে,
শূন্য সায়রে ভ্রমর গুমরে
পদ্ম-পরাগ ব'য়ে।
বিজন দুপুরে উদাসী পরাণ
হাতে নাই কোন কাজ,
বাক্সটী তার কাছেতে আনিয়া
খুলিয়া দেখিনু আজ।
রহিয়াছে সেই আশীর্ব্বাদীর
ইয়ারিং এক জোড়া,
ঠাকুমার দেওয়া প্রাচীন ঝুমকা
লাল কৌটার ভরা।

হায় একছড়া শুষ্ক বকের
শুমর মাখানো যাতে,
বিয়ের মলক রূপের ঝলক
জড়ানো রয়েছে তাতে

শাঁখার সোণার পাত এতটুকু
কণ্ঠী কাঁচ পোকা টিপ্,
লাবণীর নভে সাঁজের তারকা
সুষমার হেম-দীপ।
তারি সাথে আছে চিঠি এক তাড়া
অনেক দিনের লেখা,
নব-অনুরাগ-রঞ্জিত লিপি
আজ পড়িতেছি একা।

পড়ি আর কাঁদি কত শরতের
গত উৎসব স্মরি,
ঝরা সেফালির আলিঙ্গনের
আমেজ রয়েছে মরি।
ছোট ছোট কথা ছোট দুখ সুখ
গাঁথা আছে তার মাঝে,
ফুল-শয্যার শুষ্ক কুসুমে
অতীত সুরভি রাজে।
যৌবন হেথা বাঁধা পড়িয়াছে
দেখে মনে হয় ভুল,
কুড়ানো উপলে পাই যে আবার
যমুনারি কুলু-কুল।

ক্ষুদ্র ঝিনুক প্রেম সাগরের
খবর দিতেছে ভাই,
চরণ সিঁদুরে দেবী প্রতিমার
কৃপার আভাস পাই।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

হায় আঙুরের বাস্কে আমার
রাখিল কে হীরাচুর,
লক্ষ্মীর ঝাঁপি করিল কে মোর
বেদনায় ভরপুর।
পূজারিণী যবে খুলে দিয়ে গেল
আজি মন্দির-দ্বার,
আছে ধূপ দীপ, বিল্বপত্র
দেবী যে নাহিক আর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক





পথের দাবী

দেখিব বলিয়া কথা দিয়া কোথা
না দেখে এসেছি চলে,
দিতে পারি নাই ভুলিয়া গিয়াছি
কাহারে কি দিব বলে।
আজ দুর্য্যোগে ব্যথা পাই প্রাণে,
তা'রা যেন আসি হাত ধরে টানে,
এবার তাদিকে বুঝিতে পারিনে
ফিরাব কিসের ছলে।

পথে দেখেছিনু হা'ঘরে বালক
কাঁপিছে দারুণ শীতে,
বলেছিনু তারে বাসায় যাইতে,
ছিন্ন বসন নিতে।
সে গেল ফিরিয়া না পেয়ে আমায়,
আমি তদবধি খুঁজে মরি তায়,
আজি এ বাদলে ম্লান মুখ তার
[illegible]।

ধুনি জালিবার কড়ি দিব বলি'
গিয়াছিনু আমি ভুলি,
নিশিতে সাধুর ক্লেশ হ'ল কত
মন করে বলাবলি।
আকাশেতে আজি শুনি ডাক তার
মরমেতে মরি মরম মাঝার
চোখে আসে জল ক্ষমা মাগি আমি
করিয়া কৃতাঞ্জলি।

রেলে যেতে কবে লয়েছিনু কল
দিলাম পয়সা ছুড়ি,
কোথায় পড়িল ভিড়ের মাঝার
খুঁজিতে লাগিল বুড়ী।
গাড়ী চলে এলো জানিনে ত' আহা
গরীব মালিক পেলে কিনা তাহা
আজ মনে হয় সে রয়েছে চাহি
নামায়ে কলের ঝুড়ি।

দিতে ভুলে গেনু দূর যাত্রীর
চেয়ে-লওয়া পাখা খানি,
কোথায় পাঠাবো জানিনে ঠিকানা
রেলে জমা দিনু আনি।
আজি সে আসিয়া পাখা চায় যেন
বলে ফিরে তুমি দাও নাই কেন?
বুঝিতে পারিনে সামলাবো কিসে
এত বড় রাহা জানি।

মন্দির পথে মালা দিতে এসে
লই নাই তাহা গলে,
ভিখারী বালকে ফিরায়ে দিয়াছি
কোথা কটু কথা বলে।
কোথা ব্যথা দেখি ঝরে নাই আঁখি,
কোথা কি অর্ঘ্য আসি নাই রাখি,
পূজ্যে কোথায় পূজিতে ভুলেছি
ভকতির শতদলে।

দীর্ঘ পথেতে পরিচয় হলো
যে সব সুহৃদ্ সনে
লওয়া হয় নাই খবর তাদের
বেদনা দিয়াছি মনে।
আজ জেগে উঠে তাহাদের স্মৃতি
অযাচিত কৃপা, অযাচিত প্রীতি,
হায় এ বেতার বুকের সেতারে
বাজিছে ক্ষণে-ক্ষণে।

স্মৃতির সুরভি বুকেতে ধরিয়া
সভয়েতে আজ ভাবি
পথ ফুরাইল মিটিল না কই
এখনো পথের দাবী।
এদেরি লাগিয়া হয় ত' আবার,
পেতে হবে ক্লেশ আসা ও যাবার,
ফিরাতের দাবী না মিটায়ে ঘরে
আনিলাম মুশনাতি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক



মুগ্ধ আবাহন

ওগো, মহুয়াবনের সাকী,
অধর-শুক্তি ভরি' আন' সুধা, বকুল-পরাগ মাখি'
গণ্ড-পিয়ালা চলে শোণিমায়
দ্রাক্ষা-সুরায় ভরি আনো তায়,
আঙুরের পানি কাঁখে আন' ছানি কনক কলসে ঢাকি'
ওগো, মহুয়াবনের সাকী।
মুরছি চরণে পড়ুক হৃদয়,
পিয়ে পিয়ে আজি মোহাবেশময়,
নেয়ে নেয়ে তব রূপ-সরোবরে ডুবে যাক দুটি আঁখি;
ওগো, মহুয়াবনের সাকী!

ওগো, পাষাণদেশের রাণি,
আন' ও বাহুর অটল অটুট পাষাণ নিগড়খানি।
পাষাণি, পাষাণ বক্ষ-কারায়,
চন্দন-রস-নির্ঝর-ধারায়,
বন্দী যেন গো আপনা হারায়, না শুনে মুক্তি-বাণী।
ওগো, পাষাণদেশের রাণি!

বীরবালা, আজি রণ অবসান,
চরণে সঁপিনু কবচ-কৃপাণ
বিদ্রোহী পায়ে পড়িছে লুটায়ে, চির-পরাজয় মানি'
ওগো, পাষাণদেশের রাণি!

ওগো, কাজলদেশের প্রিয়া,
এস গো উজল আঁখির ভুরুর অঞ্জন-লতা নিয়া।
দিগন্তভরা শৈল বনানী,
জলদকুহেলি কাল' দীঘি ছানি'
নিচোলে চিকুরে উজল কাজল রাখিয়াছ সঞ্চিয়া।
ওগো, কাজলদেশের প্রিয়া
নীল অম্বরে ডুবে যাক্ পাখী,
ঢাকি দাও আঁখি অঞ্জন আঁকি,
স্বপন দেখাও, যাদুকরি! মায়া-অনুরঞ্জন দিয়া;—
ওগো, কাজলদেশের প্রিয়া!

ওগো, স্বপনদেশের পরী,—
এস রঞ্জিত ইন্দ্রধনুর মালিকা হস্তে ধরি'।
তারার কুসুম ছড়াতে ছড়াতে,
ছায়াপথ বেয়ে এসগো ধরাতে
সোণার প্রদীপে জোনাকি-ঝিকিমিকি পড়ে' যাক্ ঝরি' ঝরি',
ওগো, স্বপনদেশের পরী!
প্রজাপতি-রচা দুইটি কেপনী
জ্যোছনার স্রোতে ছুটে হে আপনি,
সে দুটি পাখায় ঢাকিয়া আমায়, সংজ্ঞা লহ গো হরি';
ওগো, স্বপনদেশের পরী!

শ্রীকালিদাস রায়



কুণ্ঠিতা

তুমি জ্ঞানী গুণবান,
তব সখী হ'তে নাই যে শকতি তাই কাঁদে মম প্রাণ।
পূজিতে জানিনা তোমার গরিমা, বুঝিনে তোমার ভাষা,
বচন দৈন্যে বুঝাতে পারিনা হৃদয়ের ভালবাসা।
তোমার যা প্রিয়, আলোক সাধনা, মোর তা অন্ধকার,
মম অস্বচ্ছ হৃদয়ে ফুটেনা প্রতিবিম্বটি তার।
কৃপায় নীরবে চেয়ে চেয়ে যবে অলকে বুলাও কর,
লজ্জা কাতর সঙ্কোচে মোর কুণ্ঠিত অন্তর।
আমি এ অবোধ নারী,
তোমার চরণে লুটে পড়া ছাড়া আর কি করিতে পারি?

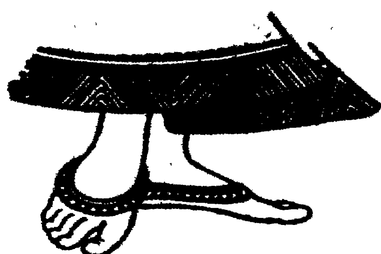
তুমি যে কর্ম্মবীর,—
উন্নতকায় উদার হৃদয়, ভূধরের মত ধীর।
ক্ষুধিতে ভুখেরে যোগায়ে অন্ন, তাপিতে ছত্র ছায়ে,
হে ত্যাগী! কতই লাঞ্ছনা তুমি সয়েছো আমার দায়ে।
হৃদয় রুধির শ্রমজল করে' রাখিয়াছ' সংসার,
ক্ষুব্ধা ফেনিল তটিনী-বক্ষে অটল কর্ণধার!

বুদ্ধির দোষে জঞ্জাল জাল যতই জড়ায়ে তুলি,
নিশিদিন জাগি হাসিমুখে তুমি একে একে দাও খুলি।
আমি এ অবলা নারী
তব চরণের দাসী হওয়া ছাড়া আর কি করিতে পারি ?

তুমি যবে গাও গান,
আমি শুধু শুনি, বুঝিনাক গুণি, রস-তাল-লয়-মান।
স্রোতধারা সম কতদূর হ'তে শ্রোতা চলে আসে ছুটে ;
সখ্যোপহার অর্ঘ্যোপচার বহি অঞ্জলি পুটে ;
দেশ-বিদেশের কত অজ্ঞাত হৃদিগুলি লও জিনি,
আমার মাথায় যে মাণিক জ্বলে আমি তাহা নাহি চিনি ;
এত গৌরব সৌরভ রাশি কোথা হ'তে নাহি বুঝি,
মৃগমদময়ী মৃগীর মতন মরি সারা বন খুঁজি।
আমি এ অবোধ নারী
প্রেমের কোরক ভক্তিতে ফুটে কেমনে রুধিতে পারি ?

তুমি ভালবাস কত
পেলে এক কণা জুড়ায় বাসনা, ঢালো করুণার মত।
রোগের শয়নে অরুণ নয়নে জাগিয়াছো সারারাতি
পক্ষের পুটে আচ্ছাদি সবি নিয়েছ বক্ষ পাতি।
অতি করুণায় দিয়াছ লজ্জা, সজ্জা করিনা তাই,
দেবী বলি ডাকো, দাসী হওয়া ছাড়া মোর যে তৃপ্তি নাই।
লোহার আঘাত সহিয়া অঙ্গে বুলালে কনক কর,
প্রতিদান দিতে জনেকের তরে দিলে কই অবসর ?
আমি দীনহীনা নারী
কেশ দিয়া তব পদধূলি মুছি, আর কি করিতে পারি ?

শ্রীকালিদাস রায়।



কিশোরী বধূ

আমার কোরক-বধূ
-অঞ্চল ভরা সৌরভ তার অন্তর ভরা মধু।
ফুটেছে শুভ্র যুথীর মতন
মৌন মধুর শুভ্র শোভন,
আলোক-নীহারে নোলোক-মুকুতা টুল-টুল করে বায়।
নীপের মতন নাহি শিহরণ
নহেক উগ্র চম্পা যেমন
বকুলের মত ব্যগ্র অধীর করেনাক' মদিরায়।
আমার নবীনা বধূ
অঞ্চল ভরা পরিমল তার, অন্তর ভরা মধু।

জীবন সখীটি মম
সঙ্কোচ মুঠি তার কর দুটি পঙ্কজ কলিসম।
ললিত লতিকা লজ্জা-রোচনা
চল চল নীল কুসুম-লোচনা
পেশল তরল তনিমা ভরিয়া সবল গরিমা তায়।

সে যে চির-অবলম্বন শীলা
জানেনাক-ছল-কৌশল-লীলা ;
তরুর শাখাটি জড়ায়ে লতায়ে ঘুমায়ে পড়িতে চায়।
আমার কিশোরী জায়া
কঙ্কন-পরা-কর দুটি তার পঙ্কজময়ী কায়া।

কিশোরী-কান্তা মোর,
শুভ্র রুচির অন্তর-বেলা,—শুচি তার আঁখিলোর।
নবনিদাঘের ভাগীরথী সমা
বহিয়া নিভৃতে মায়া দয়া ক্ষমা,
শুভ সংসার-সৈকতে শোভে পুণ্যের মহিমায়।
নাহি উদ্বেল আবিল প্লাবন
শীতল শান্ত স্বচ্ছ জীবন
ধীরি ধীরি যেন কুলু কুলু বয় ঝিরি ঝিরি মলয়ায়।
দরদী দয়িতা মোর,
লসিত রুচির হসিত তাহার, শুচি তার আঁখিলোর।

আমার আদুরী প্রিয়া
কণ্ঠ তাহার তুষে জনে জনে বচন মাধুরী দিয়া।
শারিকার মত নহে সে মুখরা
কোকিলার মত সে নহে প্রখরা,
ময়ূরীর মত রূপ গৌরবে টলে টলে নাহি যায়।
সে যে মোর শ্যামা বনের পাখীটি,
শিষে হরে মন চমকিত দিঠি ;
চায় এ হৃদয়-কুলায় নিলয়ে লুকাইতে আপনায়।
আমার সোহাগী প্রিয়া—
কণ্ঠ তাহার বর্ষে অমিয়া, পোষমানে তার হিয়া।

শ্রীকালিদাস রায়—



পুরা কথা

আজিকে বাহুপাশে রহিয়া রসরাজ মনে যে পড়ে সেই কথাটি,
কেমনে লুকাতাম কিশোরী হৃদয়ের গোপন স্বপনের ব্যথাটি।
সেটা কি আজ বঁধু! করিল বেণুতান
কাণের মাঝে পশি' মরমে অভিযান
তখনি করেছিনু এ নারী-হৃদি দান, সে কথা বুঝনি কি দয়িত?
বুঝনি, বুঝাতে সে প্রাণের আকু-বাকু কেমনে এ হৃদয় সহিত?

কিশোরী-হৃদিখানি শরৎ নিশীথের আ-ফোটা কমলের কলিটি
মর্মকোষে জাগে গন্ধ মধুরস আসিতে বাকী শুধু অলিটি
নদিটি উছলিলে হৃদিটি উছলিত
নীপের সহ দেহে তখনি কাঁটা দিত,
লোচন তখনিই গোপনে সুধা পিত স্বপনছায়া হ'য়ে জাগিয়া,
তোমায় লুকাবার ছিলনা ইচ্ছা ত' তোমাকে জানাবারি লাগিয়া।

বুঝনি কেন সখা যমুনা ঘাট হ'তে হইত কেন দেরী ফিরিতে?
কেন না ফিরিতাম না-হেরি গোঠ হ'তে গোধনে গ্রাম-পথে ভিড়িতে
যমুনাতীরে যদি করিতে তুমি কেলি
গাগরী মাঝ-জলে দিতাম কেন ঠেলি?
সে শুধু—তুমি দেখি পাচনি বেণু ফেলি, আনিয়া দিবে বলি সাঁতারি
নূপুর হারানোর ছলনা করি কেন প্রহর কাটাতাম হাতাড়ি'?

যূথীর শাখা হ'তে কুসুম তুলিবার শকতি ছিলনাক' যেনবা।
গোকুলে কেহ কি হে ছিলনা ডাকিবার তোমারে ডাকিতাম কেন বা ?
　　যাইতে পাশদিয়ে বিঁধিত কাঁটা পায়
　　বেতের ডালে শাড়ী বাধিত কেন হায় ?
সামলে চলিবার ছিল ত' চেষ্টাই সমুখে আলু থালু তবু যে,
না বুঝে থাক যদি—আঙুল দিয়ে চোখে কে পারে বুঝাইতে অবুঝে ?

বুক সে ফেটে যায় মুখত' ফুটে নাক, এমনি কিশোরীর পীরিতি।
অবোধ গোপসুত হয়ত জাননাক গোপন পীরিতির কি রীতি ?
　　দীর্ঘশ্বাস ফেলা, যায় তা শোনা পাছে
　　ফেলিতে হেরিতাম কেহ কি আছে কাছে ?
চাপিয়া রাখিবারে এ তনু কাঁপিয়াছে, ফুঁপিয়া গুমরেছে হৃদি এ !
জীবন এইভাবে গোঁয়ানো কি কঠিন বুঝাবো আজ তাহা কি দিয়ে ?

বুঝনি এত কথা আঁখির মুখরতা ?　আছিলে নির্ব্বোধ এত কি ?
গন্ধে বুঝনিকি গোপনে ফুটেছিল গুমরি কাঁটাবনে কেতকী।
　　ব্যাজের আবরণে লাজের আভরণে
　　ঢাকাত' পড়েনিক, ছিল যা প্রাণে মনে,
ছিলনা সংশয় কিশোরী বধূজনে, মূঢ়েরা তার কিবা বুঝিবে ?
তুমি না বুঝে থাক যদি তা' তবে দুখ ব্যথাত' জীবনে না ঘুচিবে !

কালিদাস রায়



সাধ



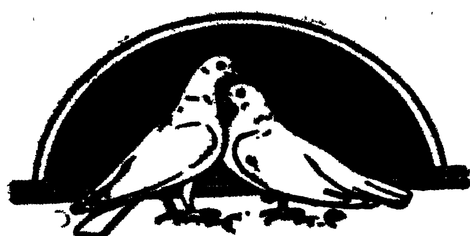
আমি চাই অখ্যাত জীবন
নিরজন পল্লী-পথ পাশে
অতি ক্ষুদ্র বনপুষ্প হ'য়ে
রব দীন-তৃণাচ্ছন্ন বাসে।
আপনাতে সম্পূর্ণ আপনি
আপনাতে আপনি বিভোর,
ভুলে গিয়ে বিশাল ধরণী,
ভুলে গিয়ে কেহ আছে মোর
ভুলে গিয়ে নিন্দা আর স্তুতি,
ভুলে তুচ্ছ মান অভিমান,
আপনারে চিনিব আপনি
আনন্দের লভিব সন্ধান—
ওই মুক্ত নীলাকাশ তলে
ওই স্নিগ্ধ নির্ম্মল বাতাসে,
স্বচ্ছতোয়া তটিনী যেখানে
ছুটিতেছে সাগর সম্ভাষে।

মানব-জনমে নাহি সাধ
আমি হ'ব কানন-কুসুম,
অতি ক্ষুদ্র অতি তুচ্ছতম,
নয়নে অক্লান যেন ঘুম।
নহে চাঁপা গোলাপ চামেলী,
না ফুটিব মনোরম বেশে,
উৎসবে তুলিয়া ল'য়ে যেন
ফেলিতে না পারে নিশি শেষে।

প্রশংসার শিলা বৃষ্টি করে
　　　　ভুলিব না সন্দেহ-দোলায়,
কারো দৃষ্টি না পশে যেখানে
　　　　সেখানে ফুটিতে প্রাণ চায়।
নীরবে ফুটিয়া নিরজনে
　　　　নিজমনে পড়িব ঝরিয়া,
বারেক প্রভাত সবিতার
　　　　কর-রেখা হৃদয়ে ধরিয়া।

একটী প্রদীপ্ত মেঘহারা
　　　　অম্লান উষার অপেক্ষায়,
ধ্যান-মগ্ন রহিব বসিয়া
　　　　কোরক-জীবন যবে যায় ;
সেদিন প্রথম সূর্য্যোদয়ে
　　　　রবিরশ্মি যেন অকস্মাৎ
শিহরিয়া অব্যক্ত পুলকে
　　　　করে মোর জীবন প্রভাত।
একটী সম্পূর্ণ দিন মান,
　　　　আমি র'ব ভাবে নিমগন,
সন্ধ্যায় ফুরালে মধু মোর
　　　　ঢেলে দিব তোমারে জীবন,
দিওনাকো রূপ মনোরম
　　　　দিওনা সে সৌরভ মধুর,
মানবের দৃষ্টির বাহিরে
　　　　আমারে রাখিও বহুদূর।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী



আব্দারের আধঘণ্টা

বেল-ফুল চাই না,
জুঁই-ফুল দাও।
ও গানটা গেও না,
এই গান গাও।
কেন ভালোবাসলে
বলো—বলনা ;
কেন তুমি হাসলে ?
—কথা ক'ব না !
কাল্‌কের গল্প
আজ কর শেষ ;
আজ্‌কের রাতটা
লাগছে না বেশ ?
সারাটা বেলা ধ'রে
বাঁধলুম চুল,
দেখলে না চেয়ে তা
এম্‌নিই ভুল।

জুঁই-ফুল চাই না
বেল-ফুল দাও ;
এ গানটা গেও না,
ঐ গান গাও।
জুঁই-ফুল নেবো না
দাও বেল-ফুল,
গোলাপকে পার্শীরা
বলে না কি গুল্ ?
ও দিকেতে চেওনা,
চাও এই দিক ;
নিভে আসে আলোটা
দাও ক'রে ঠিক।
চোখে আলো লাগছে
ক'রে দাও কম ;
ঐ আঃ বাতি গেল
নিভে একদম।

হবেনাক আদ্‌তে
খুব বাহাদুর,
জানা গেছে বুদ্ধি
যায় কতদূর।

বেল ফুল চাই না,
দাও জুঁই ফুল;
বল্‌লে না গোলাপকে
কারা বলে গুল্‌?

জুঁই-ফুল চাই না,
চাঁপা এনে দাও;
আমি কি তা জানি, তুমি
পাও কি না পাও?

কাকাতুয়া কিনে দেবে—
কিনে দিলে খুব!
কথা কেন নেই মুখে
হয়ে গেলে চুপ?

ভালোবাস কি না বাস—
ঠিক বলো না!
চাঁদ ঐ উঠছে,
ছাদে চলো না!

মুখে চুণ লাগলো,
ফিরে নাও পান;
মাথা-ঘুরে পড়লো—
গেওনাক গান!

চাই না জুঁই বেল,
চাঁপা এনে দাও;
আমি কি তা জানি, তুমি
পাও কি না পাও?

চাঁপা-ফুল চাই না,
চাই চামেলি;
সব-তাতে হবে-হবে
খালি পাঁ্যকেলি!

আজ রাতে দু'জনাতে
জেগে থাকবো,
কে হারে কে জেতে আমি
তাই দেখবো।

ছোট ব'লে করবে কি
তুই-তোকারি?
গো অপমান
হয় আমারি!

না ব'লে না ক'য়ে তুমি
কেন চুমো খাও ?
বলিনাকো যত-কিছু
আশ্‌কারা পাও !

চামেলি ও চাই না,
দাও চাঁপা-ফুল ;—
মিঠে তার গন্ধটি
গা'ও তুলতুল্‌।

চাঁপা ফুল চাই না,
দাও বেল-ফুল ;
খোঁপা থেকে ঝরে পড়ে'
গেল বিলকুল্‌।

কুড়িয়ে ওসব ক'টা
পরিয়েও দাও ;
আবার না বলে তুমি
গালে চুমো খাও !

আমি ম'রে গেলে তুমি
খুব কাঁদবে ?
তখন এ বাহু-ডোরে
কারে বাঁধবে ?

ওকি, ওকি, চোখ ভ'রে
এল' যেগো জল ?
ম'রে কেন যাব—দূর্‌ !
মিছে করি ছল !

ওগো তুমি জুঁই, বেল,
যা খুসি তা দাও,
ও গালেতে চুমো খেলে,
এ গালেতে খাও।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়





অভিব্যক্তি

কদম তাহার কেশরে শিহরি'
বাতাসে ডাকিয়া কয়,—
হে বাতাস মোর তনু-মন-প্রাণ
সকলি যে তোমাময় !
সে ভাষা শুনিয়া থমকিয়া চায়
পুরুষ মুগ্ধ হিয়া,
আলিঙ্গনের আড়ালে সহসা
বাঁধিয়া সে নিল প্রিয়া !
তৃণ-মঞ্জরী জাগিয়া সে কয়
ফাগুনের কানে কানে—
কত আঁধারের মরু পার হ'য়ে
পেয়ু তব সন্ধানে !
রমণীর কানে সহসা বাজিল
সে ভাষা অতুলনীয়—
পুরুষের মাঝে লভিল নিমেষে
প্রিয় সে—প্রাণের প্রিয় !

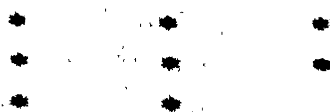
তারপরে হায় যেমন করিয়া
ধরার বক্ষ'পরে
মেঘ নেমে এসে আপনারে সঁপে
বিহ্বল মর্ম্মরে
একটি চুমার মাঝারে সঁপিয়া
সে মাধুরী অনুপমা,
লুব্ধ প্রণয়ী কহিল কেবল
অতি ছোট—'প্রিয়তমা !'
আর আলোকের রেখাটি যেমন
আকাশেরে কহে ডাকি'—
নয়নের পথে হৃদয় এনেছি,
কিছু তো রাখিনি বাকী ;
স্নিগ্ধ আঁখির কোলে ভ'রে নিয়া
দৃষ্টি সে নিরুপম
মুগ্ধা প্রেয়সী কহিল কেবল
অতি ছোট—'প্রিয়তম !'
অতল গভীর দু'টি হৃদয়ের
উতলা উর্ম্মি রাশি,
কথার মাঝারে সেই তো প্রথম
উঠিয়াছে উচ্ছ্বাসি'।
ছোট দুটি সেই আদিম কথায়
যে ছবি হ'য়েছে গড়া,
আজিকার এই হাজারো কথায়
সে ছবি পড়েনা ধরা

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়



নদী ও নারী

নদী বুকে নেমে আছো সারা সন্ধ্যাবেলা,
চম্পক আঙুলে জলে চলিতেছে খেলা।
স্বচ্ছন্দ কৌতুকে কভু তার মাঝখানে
দ্রুত-সঞ্চালিত-কর বজ্রবাণ হানে
শত ইন্দ্রধনু দিয়া ভরি' নভতল,
মুখের ফুৎকারে কভু ছুঁড়ে দাও জল ;
কখনো বা নব-নীল-ঘনবাস দিয়া
গৌর কান্ত তনুখানি ঘসিয়া মাজিয়া
তারি পানে চেয়ে থাকো নির্নিমেষ আঁখি।
আপনারে যত দেখো দেখা থাকে বাকি।
এলায়িত সদ্য-সিক্ত কেশপাশ ঘিরে',
অন্ধকার মেঘচ্ছায়া নেমে আসে ধীরে।
তোমারে চিনেছে নদী তাই নাচে সুখে,
তুমি তারে চিনিয়াছ তাই বাঁধা বুকে।



নদী নীরে নামো যবে গাহন করিতে
কেন হই আমি নদী তাই ভাবি চিতে।

মেলে দিয়ে যৌবনের শতদল-দলে,
নিঃসঙ্কোচে নেমে যেতে আমার অতলে
লজ্জাহীনরূপে লীন গরবী রূপসী।
নীবি-বন্ধ হ'তে ধীরে বস্ত্র যেত খসি'
অলস আবেশে। লীলায়িত তনুখানি
মত্তস্রোত মোহভরে বক্ষে নিত টানি'।
দু'টি রক্ত অধরের চুম্বনের রেখা
তরঙ্গের তালে তালে হ'য়ে যেত লেখা।
বসনের মতো করি সারা দেহটির
চারিপাশে ঘিরিতাম গাঢ় নীল নীর।
একেবারে অন্তরের মাঝখান হ'তে
স্রোত আসি মিলে যেতো ও রূপের স্রোতে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়



—তপোভঙ্গ—

।—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

"—দেখেছিনু সুন্দরের অন্তলীন হাসির রঙ্গিম
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিম
রূপ-তরঙ্গিমা! —"

রবীন্দ্রনাথ—





ধরণীর প্রেম

হে আমার সুন্দর ভুবন !
তব চির অন্ধকার আলো,
রূপ গান গন্ধ পরশন,
বাসিয়াছি বাসিয়াছি ভালো ।
পিয়াসী পরাণ মোর তব শোভা সুধারস পিয়া
নিয়ত মরণ মাঝে পলে পলে উঠে সঞ্জীবিয়া,
তব স্নিগ্ধ শ্যামাঞ্চল, মর্ম্মরিত কুসুম-কানন ;
সন্ধ্যায় সিন্দুর-টিপ, উষালোকে রঞ্জিত আনন,
প্রসন্ন আকাশ তব, জলধি অপার,
ষড় ঋতু-আহরিত অঞ্জলি-সম্ভার,
তব প্রেম, অনন্ত যৌবন,
আনন্দের অমৃত-ধারায়
প্রতিদিন সারা দেহ মন
ভরিয়াছে কাণায় কাণায় ।

কাঙাল লভেছে বিত্ত, সর্ব্বহারা লভিয়াছে কোল,
বেদনা ভুলায় পলে হিয়া তলে হরষ হিল্লোল ;
কারাবন্দী ভুলে যাই বন্ধনের দুঃখ অনিবার,
শৃঙ্খল টুটিয়া যায় অবারিত অঙ্গনে তোমার ;

দিগন্তে ছড়ায়ে আছে স্নেহের অঞ্চল,
প্রসারিত সুধা-বক্ষ করুণা চঞ্চল, —
চেয়ে থাকি আবেশ-বিহ্বল
পিঞ্জরের বাতায়নে তাই,
মা বলিতে চোখে আসে জল,
ভুলে যাই সব ভুলে যাই।
তৃষিত আকুল ওই তব স্তন্য-অমিয়ার লাগি
ক্ষুধিত ভাণ্ডার দ্বারে ফিরিছে গো ক্ষুদ-কণা মাগি;
নয়ন হাসিছে দৃপ্ত দুর্ব্বলেরে করিয়া বঞ্চন,
অভাগা সন্তান ফিরে মাতৃহীন শিশুর মতন;
তুচ্ছ করি বঞ্চিতের মৌন হাহাকার
জাগে বক্ষ আগুলিয়া স্বার্থের প্রাকার।
কে বোঝে গো' অভাগার তরে
জননীর করুণা বিপুল,
তাই বুঝি নিশি দিন ঝরে
স্নেহ-বক্ষ বেদনা-আকুল।

বিচিত্র বরণ ছন্দে মর্ম্ম তব উঠিছে আভাসি',
কাঙালে এমন স্নেহ, তাই মা গো এত ভালবাসি
বিফল কামনা মোর আঁখি তব করেছে করুণ,
ব্যথার শোণিত-রাগে সন্ধ্যাকাশ বেদনা অরুণ;
যে বাণী পঞ্জর তলে রোধিছে নিশ্বাস;
কল্লোলে মর্ম্মরে শুনি তাহারি আভাস।
গানে গানে করিলে মুখর
অকথিত সঙ্গীত আমার,
হে ভুবন! হে চির-সুন্দর!
ভালবাসি তাই অনিবার।

মিলন

নিখিল বিশ্ব ঘুমিয়ে রবে আকাশ চন্দ্রাতপের তলে
স্বপ্ন-বিভোল নিশিথিনীর ছায়—
সেই খানেতে আসবে তুমি আঁধার ঘরে রাণী আমার
আসবে তুমি গোপন মৃদু পায়।
বাজবে নাকো নূপুর তব—শ্রান্ত চরণ রইবে ঘিরে
অতীত সুখের সুপ্ত স্মৃতির মত,
মৌন-নীরব সেই অভিসার তুলবে নাকো বিশ্ব-বীণায়
কান্না-হাসির রাগ-রাগিণী যত।
দৃষ্টি তোমার প'ড়বে এসে অন্ধকারের বুকটা চিরে
মিলন-আকুল মুখের 'পরে মোর,
তুষার-শীতল স্পর্শে তব প'ড়বে খ'সে আচম্বিতে
সুখের দুখের তুচ্ছ স্মৃতির ডোর।
আলিঙ্গনের নিবিড়তায় রাখ্‌বে ঢেকে অলক তব—
জমাট বাঁধা অন্ধকারের সম—
অধর 'পরে তড়িৎ-পরশ—উঠ্‌বে নেচে ক্ষণেক তরে
মরণ ভুলি' বুকের রক্ত মম।
তার পরেতে যাত্রা সুরু—কোন্ সীমাহীন শূন্য পথে
মরণ-রথে যাত্রী মোরা দুটি।
দীর্ঘ রাত্রি কাটিবে মোদের কোন্ স্বপনে জাগরণে—
কোন্ তারকার আলোক পানে ছুটি'।
বাজ্‌বে সেদিন কণ্ঠে তব আশার বাণী নূতন সুরে
কোন্ জনমের হারিয়ে-যাওয়া গান।
মৃত্যু এ নয়, বিদায় এ নয়—মরণ মাঝে মিলন চির—
অনন্ত প্রেম—নাই কো অবসান।

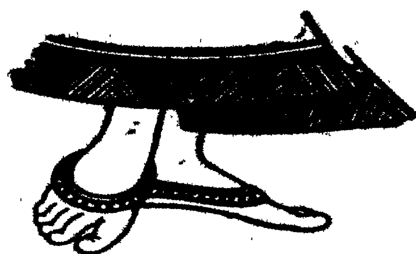
শ্রীকান্তিময় ঘোষ



সঙ্গীত

ধরণীর মর্ম্মে মর্ম্মে রসের যে গোপন সঞ্চয়
সঞ্চারে পল্লবে পত্রে, নাহি অন্ত, নাহি তার ক্ষয়।
কুসুমে কুসুমে তাই কেঁদে মরে সুরভির শ্বাস,
অন্তরের রসরূপ গন্ধে তাই করিছে প্রকাশ।
হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মরে
বাসনা কামনা কত—তাই, বেদনায় আঁখি ঝরে'
মহানন্দে হৃদয়ের মরা-গাঙে দুই কূল ছাপি'
নানা বাণী, নানা বর্ণে তরঙ্গিয়া উঠিতেছে কাঁপি,
কত কাব্যে কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মূরতি,
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধ্বনিছে আরতি।
কথা কত হ'ল বলা সৃজনের সেই আদি হ'তে
তবু যেন মনে হয় বলা নাহি হ'ল কোন মতে।
ক্ষণে ক্ষণে তাই সুরে অর্থহীন বেদনায় ভরি
সেই কথা বলি—যাহা বলা নাহি হ'ল যুগ ধরি।

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর



কবিতা

নিশুতি নিশার স্বপন সে কি গো,
নিঝুম রাতের গান ?
বাদল-বায়ের বেদনা সে কি গো,
উছল নদীর তান ?
ফুলের পেলব সুরভি সে কি গো—
গোপন মর্ম্মপুটে ;
আঁধার-সায়রে আলোর কমল,
সুধাধারা কালকূটে ?
পিরীতি-বিলাস-হিন্দোলা সে কি,
রূপের জ্যোছনা-শিখা ;
মিলনের কম কণ্ঠের হার,
যৌবন-জয়-টীকা ?
সলাজ চকিত চাহনি সে কি গো,
প্রিয়ার মধুর মান ?
নৃত্য-চপল মরাল-গতি কি,
হাসির উথল-বান ?

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ

স্নিগ্ধ-শীতল তুলসী-তলায়
সে কি গো সাঁঝের দীপ,
উজল চোখের কাজল সে কি গো,
সিঁথির সিঁদুর-টিপ্ ?

শিবের গায়ের ভস্ম সে কি গো,
দেবের প্রসাদী-জল ?
শিশুর অধরে মায়ের চুমো কি—
স্নেহ-রসে টলটল্ ?

কৃতজ্ঞতার অশ্রু সে কি গো,
ত্যাগের বিরাট সুখ ;
সহানুভূতির দীর্ঘ-নিশ্বাস,
মমতা পরশ টুক্ ?

সত্য-পূজার আরতি সে কি গো,
মৈত্রী-যাগের হোম ?
কর্ম্ম-শাঁখের চেতনা-ধ্বনি কি,
মাঙ্গলিকের ওম্ ?

ধ্যানীর মৌন সাধনা সে কি গো,
প্রাণের নীরব ভাষা ?
কল্পলোকের স্বর্ণলতা কি,
উদাসী বুকের আশা ?

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ





রজনীগন্ধা

আমি সে রজনীগন্ধা—
নিশীথের বুকে ফুটিয়া উঠি গো নিখিল-নয়নানন্দা।
দিবসের আলো হায়
বার-বার ফিরে' যায়
কত সুরে তার প্রণয় জানায়—স্তব-গানে শত-ছন্দা;
আমি কোনো সাড়া দিতে নাহি পারি—আমি সে রজনীগন্ধা।

সন্ধ্যা আসিয়া যবে
লক্ষ-প্রদীপ-বর্ত্তিকা জ্বালে ধূম্র-ধূসর নভে;
গ্রাম-বধূ সারে সারে
ধীরে চলে জল-ধারে—
কলসের সাথে কঙ্কণ যবে কথা কয় কলরবে;
আমি সেই ক্ষণে গন্ধ বিতরি রজনীর উৎসবে।

তুমি তো জান না হায়—
কাহার পরশে শিহরিয়া উঠি তিমির-রজনী-ছায়;
আমার হৃদয়-পুরে
কার বাঁশী বাজে সুরে
দখিণের কোন্ দয়াহীন আসি' চুমিয়া চলি' যায়;
বার-বার আমি ঝুরে পড়ি কার চির-চঞ্চল পায়।

অরুণ-আলোকে মোর
নয়নের কোণে নেমে আসে শুধু শত তন্দ্রার ঘোর ;
কোন্ সে নিঠুর লাগি'
দীর্ঘ রজনী জাগি
প্রভাতের কোলে ঘুমায়ে পড়ি গো সিক্ত-নয়ন-লোর ;
নিশি-জাগরণ ব্যর্থ করে গো, কোন্ সে মরম-চোর।

রজনীগন্ধা আমি—
তাই তো আঁধারে অন্ধ-বাসনা হৃদয়ে আসে গো নামি'।
তাই তো আমার চিতে
কি-মোহন সঙ্গীতে—
মূৰ্চ্ছিয়া উঠে কোন্ সে মুরতি, মত্ত-দুরাশা-গামী ;
দিবসে যে মোর থাকে না চেতন, রজনীগন্ধা আমি।

তোমরা কিসের লাগি'
আজি এ প্রভাতে এসেছ হেথায় কোন্ ধন নিতে মাগি' ;
তোমরা জান না হায়
অজানা জনার পায়
সব সম্পদ বিলায়ে দিয়েছি দীর্ঘ যামিনী জাগি ;
কাল রজনীর ফুল-রাণী, আজ প্রভাতে মন্দভাগী।

তবু কোন খেদ নাই—
নিমেষে বিলাই ভাগ্যে আমার যখনি যা-কিছু পাই ;
নিশীথে গোপন-বঁধু
নিয়ে যায় সব মধু
কুমারী হিয়ার সব সুধারাশি দু-হাতে শুধু বিলাই ;
ফিরে' যাও ওগো ফিরে' যাও সবে—আজ মোর কিছু নাই

কাল রজনীর ছায়
যা-কিছু অর্ঘ্য দিয়েছি আমার চপল বঁধুর পায় ;
গোপন গন্ধে তার
থাকি' থাকি' বার-বার
বিকশি' উঠিল বিচ্ছেদ-হত, লক্ষ-পরাণ হায় ;
আজ শুধু সেই স্বপনের স্মৃতি ধরণীরে শিহরায়।

কোরো না মিথ্যা আশা—
কণ্ঠ আমার আছে গো কেবল, নাই তার কোন ভাষা ;
দেবতা সে গেছে চলে'
প্রতিমা ডুবেছে জলে
চারিদিকে আজ বেঁধেছে বাঁধন মরণ সর্ব্বনাশা ;
ভাঙ্গা হাটে আজ এসেছ' গো কেন—মিছে তোমাদের আসা।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়





সিন্ধু-শকুন

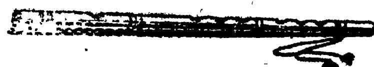
প্রভাতে এই সাগর জলে
দেখনু তোদের সাজ
মন থেকে মোর মুছ্‌ল মলা
ঘুচ্‌ল রে সব লাজ।
রজত-বরণ তপন-করে
রূপ কি এত ছড়িয়ে পড়ে ?
দেখ্‌নু সাগর-স্রোত-শিখরে
ফুলের তবক আজ !
সিন্ধু-শকুন ! আমার গলায়
বাজ্‌চে তোদের গান,—
তোরাই বুঝি এলোমেলো
ঢেউএরি সন্তান !

দুপুরে ঐ শৈল-চূড়ে,
দেখনু তোদের নীড়,
একটি পরে একটি এসে
লাগিয়েছিলি ভীড় ;

শিলায়-শিলায় আসন নিয়ে
জুড়িয়েছিলি আমার হিয়ে,
মূর্চ্ছনাতে মাতিয়ে দিয়ে
দিচ্ছিলি গীতের মীড় !
সিন্ধু-শকুন ! আমার গলায়
বাজ্‌চে তোদের গান,—
তোরাই বুঝি এলোমেলো
শৈলেরি সন্তান !

সন্ধ্যাতে এই ঝঞ্ঝামুখে
দিস্‌ রে তোরা হানা,
কোন্‌ সে অগাধ সুখের ভরে
মেলিয়ে দিচ্ছিস্‌ ডানা ?
কভু দূরে নীল-নীলিমায়
মেঘের পাশে লুকাচ্ছে কায়,
কভু লঘু পক্ষেতে ঠায় !—
যায় না ত' কই জানা।
সিন্ধু-শকুন ! আমার গলায়
বাজ্‌চে তোদের গান,—
তোরাই বুঝি এলোমেলো
ঝঞ্ঝারি সন্তান !

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র





সলজ্জ দৃষ্টি

বাতাস লেগে ফুলটি কাঁপে—
পাতার তলের ফুলটি,
শুক্তিকারার কবাট খুলে
হাস্‌ছে মোতির দুলটি ;
জাগছে জোয়ার-জলের থেকে
মগ্ন নদীর কূলটি ।

দৃষ্টি, সলাজ দৃষ্টি তোমার
ঘোমটা-পরা দৃষ্টি,
কেমনকোরে জানাই তোমায়
কেমন লাগে মিষ্টি ;
ধূপের ধোঁয়ার আব্‌ছায়াতে
জ্বল্‌ছে দেউল-দীপটি ।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী





দূরের-মিলন

মিলন হ'ল ভালো।

কাছের পাওয়া পাইনি কেহ,

পরশ হরষ পায়নি দেহ,

কেমন করে' এমন করে' প্রাণ তবু জুড়ালো ?

পিয়াসা পুরালো।

দু'জনে দুই তীরে—

বিজন ঘাটে নেইকো ভেলা,

বন্ধ খেয়া সন্ধ্যে-বেলা,

নেইকো সেতু-বন্ধ নদীর অধীর উজান নীরে।

সাঁতার জানিনিরে।

ছিলাম দূরে দূরে,

কেও কাহারো একটি কথা

শুনতে মোটেই পাইনি তথা—

উতল নদীর করতালির উছল চল সুরে

আকাশ ছিল পুরে।

মিলন হ'ল ভালো।

চারিটি চোখের নিচুপ চাওয়া

মিটালো সব চাওয়া পাওয়া

দুইটি মুখের নীরব হাসি জ্বাল্‌ল' প্রেমের আলো।

হর্‌ল' হিয়ার কালো।

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী



ভাগ্যলক্ষ্মী

তুমি এলে উৎসবের আনন্দ-মুখর এক রঙীন সন্ধ্যায়
সন্ধ্যামণি রজনীগন্ধায়
আবরিয়া তনুখানি, লীলায়িত আনন্দের খনি,
আমার নয়ন-আগে দাঁড়ালে যখনি
ভরিয়া সুবর্ণ-ঝাঁপি কল্যাণের পঞ্চশস্য দিয়া,
তখন কাঁপিল মোর হিয়া
অজানিত আশঙ্কায় ;
মর্ম্মের সহস্র তন্ত্রী ব্যথিয়া উঠিল বেদনায় !

তুমি এলে, তারি সাথে এল প্রিয়ে, সংসারের নিষ্ঠুর সংঘাত
তরুণ অরুণ-দীপ্ত যৌবনের নির্ম্মল প্রভাত
দীর্ঘশ্বাসে হ'য়ে এল ম্লান ;
আমার সমস্ত প্রাণ
বক্ষ-পঞ্জরের দ্বারে ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গম সম
তোমারি-সকাশে প্রিয়তম,
ছুটে যেতে লুটে প'ল বার বার,
দেখা তবু পেল না তোমার !

বসন্তের শুভ আগমনে
যে ফুল ফুটিয়াছিল মর্ম্মতলে নিকুঞ্জ-কাননে ;
কুঁড়ির মাঝারে তার ফুটিবার বেদনা গভীর,
সারাদিন ব'য়ে গেল দখিনা-সমীর,
ব্যর্থ হ'ল আসা-যাওয়া তার।

হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনার
মর্ম্মছেঁড়া করুণ-কাহিনী, ব্যক্ত হ'ল ভ্রমর-গুঞ্জনে,
ভুঞ্জি মধু ক্ষণে ক্ষণে
প্রলুব্ধ করিয়া ফুলে বাড়াইল বিরহের ব্যথা ;
হৃদয়-মাধবী-লতা
এতটুকু পেল না আশ্রয়,
কলি বুঝি ফুটিবার নয়।
বসন্ত বিদায় নিল শুষ্ক কলি দীর্ণ কিশলয়ে
হৃদয়-শোণিত-লেখা স্মৃতি-রেখা রাখি দিগ্বলয়ে।

তুমি এলে, সঙ্গে করে নিয়ে এলে অফুরন্ত হাসির সম্ভার
নিমেষে উল্লসি-উঠা সমুদ্রের তরঙ্গ অপার ;
দুলিয়া ফুলিয়া উঠি ধেয়ে এলে কল কল কল,
রৌদ্র-তপ্ত বালু-তট-তল
ব্যগ্র বাহু আলিঙ্গনে ঘিরি'
ক্লেদসিক্ত ম্লান দেহে মুহূর্ত্তে পাথারে গেলে ফিরি
বুকে নিয়ে আঘাত নির্ম্মম।

প্রাণের অধিক প্রিয়তম
একান্ত নিকটে এসে হয়ে গেছ নিতান্ত সুদূর,
নিয়ে এলে হাসি রাশি, রেখে গেলে ক্রন্দনের সুর
অনন্ত এ সমুদ্র বেলায়।

শ্রান্ত দীর্ঘ অবেলায়
শুধু শুনি বেদনার বাঁশী—
রজনীর অন্ধকার ঢেকে দেয় দিবসের হাসি !
তুমি এলে শিরে বহি পরিপূর্ণ পূজার থালিকা,
যে নব মালিকা—
নিরালায় বসি তুমি সযতনে রচিলে সুন্দরী,
আপনার লাবণ্য-মাধুরী
প্রতি পুষ্পে মাখাইয়া তার, দিলে মোর গলে,
তখন কি জানিতে সরলে,
কোরকে কোরকে তার কীট জাগে অতি ভয়ঙ্কর—
বিদীর্ণ করিয়া নিরন্তর
ফুল্ল কুসুমের মালা, মধুগন্ধ নিশ্বাসে নাশিয়া
সন্তপ্ত করিবে শুধু হিয়া ;
এনেছিলে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অন্তরের শেষ-নিবেদন
সঙ্গে ক'রে ফিরে গেলে মর্ম্ম-ছেঁড়া গভীর বেদন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

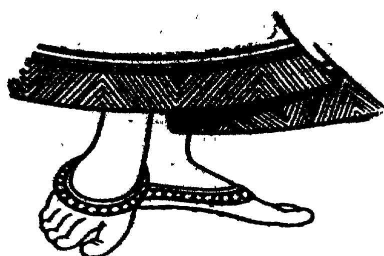




বাসনা

তোমার সুখের দিনে
উৎসব মিলনে
ভুলে যদি যাও মোরে ক্ষতি নাই তায়,
সঙ্গীহীন যবে তুমি
নিতান্ত নির্জনে
স্মরিও আমায় সখা এ মিনতি পায়,
বসন্ত-কুসুম-ছাওয়া
মাধবী বিতানে
নাহি শোনো ক্ষতি নাই আমার এ গান,
দুরন্ত ঝড়ের রাতে
শয়ন শিথানে
মোর গানে ক্ষণতরে দিও সখা কাণ।
যশের সুরভি মালা
যবে রবে গলে
মোর গাঁথা মালাখানি ছুঁয়োনা না-হয়—
যদি হয় অপযশ
নয়নের জলে
মোর মালতীর মালা পরাব নিশ্চয়।

শ্রীলীলা দেবী



অপূর্ণ মিলন

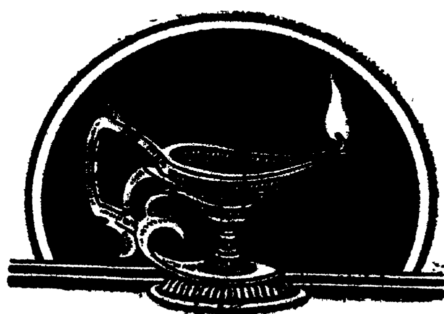
হঠাৎ যেতে ঘোম্‌টা-ফাঁকে
একটুখানি চাওয়া
সেই ত' আমার সুখের সাগর,
স্বর্গ সে ত' পাওয়া।

থম্‌কে গিয়ে পথের মাঝে
একটুখানি হাসি
সেই ত' আমার চাঁদের আলো,
সেই ত' মধুরাশি।

কাজের মাঝে ক্ষণিক আড়ে
একটি ছুটি কথা
সেই ত' আমার সোহাগ আদর
জুড়িয়ে জ্বালা-ব্যথা।

আধেক ভয়ে আধেক লাজে
একটি চুমো খাওয়া—
সেই ত' আমার শূন্য বুকে
মন্দাকিনী-পাওয়া।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত



বিরহে

তোমার আমার ব্যবধানের এই যে এ পথখানি
পথ ত' এটি নয়,
এ যে দোঁহার মিলন-আকুল হিয়ার প্রসারতা
মাঝ্-পথেতে জড়িয়ে দোঁহে রয়।
এ ব্যবধান একটি যেন সুতার মত বহে—
দুই পাশেতে দুইটি হিয়া গাঁথে,
ব্যবধানের এই নদীতে নিতুই অবিরত
মনের তরী আনাগোণায় মাতে।
এ ব্যবধান—মাঝখানেতে একটি যেন আলো—
তুমি আমি বাতায়নে বসে',
সেই আলোতে তোমার আমার সহজ দেখাশোনা,
দূরে সকল বন্ধ পড়ে খসে'।

শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত





চৈতী-হাওয়া

হারিয়ে গেছ অন্ধকারে—পাইনি খুঁজে আর,
আজ্‌কে তোমার আমার মাঝে সপ্ত পারাবার!
আজ্‌কে তোমার জন্মদিন—
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাত্‌ড়ে ফিরি হারিয়ে-যাওয়া অকূল অন্ধকার!
এই-সে-হেথাই হারিয়ে গেছ কুড়িয়ে-পাওয়া হার!

শূন্য ছিল নিতল দীঘির শীতল-কালো জল,
কেন তুমি ফুটলে সেথা ব্যাথার নীলোৎপল?
আঁধার-দীঘির রাঙ্‌লে মুখ,
নিটোল ঢেউয়ের ভাঙলে বুক,—
কোন্ পূজারী নিল ছিঁড়ে? ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার কোন্ সে পাষাণ-তল?

অস্ত-খেয়ায় হারামাণিক-বোঝাই-করা-না'
আসছে নিতুই ফিরিয়ে দেওয়ার উদয়-পারের গাঁ;
ঘাটে আমি রই ব'সে
আমার মাণিক কইগো সে?

পারাপারের ঢেউ-দোলানি হান্‌ছে বুকে ঘা !
আমি খুঁজি ভিড়ের মাঝে চেনা কমল-পা !

বইছে আবার চৈতী হাওয়া, গুম্‌রে ওঠে মন
পেয়েছিলাম এম্‌নি হাওয়ায় তোমার পরশন।
তেমনি আবার মহুয়া-মউ
মৌমাছিদের কৃষ্ণা বউ,
পান ক'রে ওই ঢুলছে নেশায়, দুলছে মহুল-বন !
ফুল-সৌখিন্ দখিণ-হাওয়ায় কানন উচাটন !

পড়ছে মনে টগর চাঁপা বেল চামেলি যুঁই,
মধুপ দেখে যাদের শাখা আপনি যেত নুই।
হাস্‌তে তুমি দুলিয়ে ডাল,
গোলাপ হ'য়ে ফুটত গাল।
থলকমলী আউরে যেত তপ্ত ও-গাল ছুঁই।
বকুল শাখা ব্যাকুল হ'ত, টলমলাত ভুঁই।

চৈতী রাতির গাইত গজল বুল্‌বুলিয়ার বর,
দুপুর বেলায় চবুতরায় কাঁদ্‌ত কবুতর।
ভুঁই-তারকা সুন্দরী
সজ্‌নে ফুলের দল ঝরি'
থোঁপা থোঁপা লাজ ছড়াত দোলন-খোঁপায় 'পর,
ঝাঁজাল্ হাওয়ায় বাজ্‌ত উদাস মাছরাঙাদের স্বর।

পিয়াল-বনায় পলাশ ফুলের গেলাস-ভরা মউ
খেতো বঁধুর জড়িয়ে গলা সাঁওতালিয়া বউ!
লুকিয়ে তুমি দেখ্‌তে তাই
বলতে, 'আমি অম্‌নি চাই!'
খোঁপায় দিতাম চাঁপা গুঁজে, ঠোঁটে দিতাম মউ!
হিজল্ শাখায় ডাক্‌ত পাখী 'কও গো কথা বউ'!

ডাকত ডাহুক্ জল-পায়রা, নাচ্‌ত ভরা বিল,
যোড়া ভুরু ওড়া যেন আস্‌মানে গাঙ্-চিল।
হঠাৎ জলে রাখতে পা
কাজ্‌লা দীঘির শিউরে' গা
কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত মৃণাল ফুটত কমল-ঝিল।
ডাগর চোখে লাগ্‌ত তোমার সাগর-দীঘির নীল!

উদাস দুপুর কখন্ গেছে, এখন বিকাল যায়,
ঘুম জড়াল ঘুম্‌তী নদীর ঘুমুর-পরা পায়!
শঙ্খ বাজে মন্দিরে,
সন্ধ্যা আসে বন ঘিরে,
ঝাউএর শাখায় ভেজা আঁধার কে পিঁজেছে হায়!
মাঠের বাঁশী বন্-উদাসী ভীম্‌পলাশী গায়।

বউল আজি বাউল হ'ল আমরা তফাতে।
আম-মুকুলের গুঁজি-কাঠি দাও কি খোঁপাতে?

ডাবের শীতল জল দিয়ে
মুখ মাজ কি আর প্রিয়ে ?
প্রজাপতির-ডানাঝরা সোণার টোপাতে
ভাঙা ভুরু দাও কি জোড়া রাতুল শোভাতে ?

বউল ঝ'রে ফলেছে আজ থোলো থোলো আম,
রসের-পীড়ায়-টস্‌টসে-বুক ঝুর্‌ছে গোলাব জাম।
কামরাঙারা রাঙ্‌ল' ফের
পীড়ন পেতে ঐ মুখের,
স্মরণ ক'রে চিবুক তোমার, বুকের তোমার ঠাম—
জামরুলে রস ফেটে পড়ে, হায় কে দেবে দাম।

করেছিলাম চাউনি চয়ন নয়ন হ'তে তোর,
ভেবেছিলাম গাঁথব মালা—পাইনি খুঁজে ডোর।
সেই চাহনি নীল-কমল
ভর্‌ল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছে মর্ম্ম-মুলে মোর।
বক্ষে আমার দুলে আঁখির সাতনরী-হার লোর।

তরী আমার কোন্ কিনারায় পাইনে খুঁজে কূল,
স্মরণ-পারের গন্ধ পাঠায় কমলা নেবুর ফুল।
পাহাড়তলীর শাল্‌বনায়
বিষের মত নীল ঘনায়।
সাঁজ পরেছে ঐ দ্বিতীয়ার-চাঁদ-ইহুদী-দুল।
হায় গো আমার ভিন্‌গাঁয়ে আজ পথ হয়েছে ভুল।

কোথায় তুমি কোথায় আমি চৈতে দেখা সেই,
কেঁদে ফিরে যায় যে চইত্‌—তোমার দেখা নেই।
কণ্ঠে কাঁদে একটি স্বর—
কোথায় তুমি বাঁধলে ঘর?
তেম্‌নি করে জাগ্‌ছ কি রাত আমার আশাতেই?
কুড়িয়ে-পাওয়া-বেলায় খুঁজি হারিয়ে-যাওয়া খেই

পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না',
এই তরীতে হয়ত তোমার পড়্‌বে রাঙা পা।
আবার তোমার সুখ-ছোঁওয়ায়
আকুল দোলা লাগবে নায়,
এক তরীতে যাব মোরা আর-না-হারা গাঁ,
পারাপারের ঘাটে প্রিয় রইনু বেঁধে না'॥

নজ্‌রুল ইস্‌লাম্‌





গোপন-প্রিয়া

পাইনি ব'লে আজো তোমায় বাস্‌ছি ভালো রাণি !
মধ্যে সাগর, এপার ওপার ক'রছি কানাকানি—
আমি এ-পার, তুমি ওপার
মধ্যে কাঁদে বাধার পাথার
ও'পার হ'তে ছায়াতরু দাও তুমি হাতছানি,
আমি মরু, পাইনে তোমার ছায়ার ছোঁওয়াখানি।

নাম-শোনা দুই বন্ধু মোরা, হয়নি পরিচয়,
আমার বুকে কাঁদছে আশা, তোমার বুকে ভয় !
এই-পারী-ঢেউ বাদল-বায়ে
আছ্‌ড়ে পড়ে তোমার পায়ে
আমার ঢেউয়ের দোলায় তোমার ক'রলনা কূল ক্ষয় ;
কূল ভেঙেছে আমার ধারে—তোমার ধারে নয়।

চেনার বন্ধু, পেলাম নাক' জানার অবসর।
গানের পাখী বসেছিলাম দু'দিন শাখার' পর।
গান ফুরালে যাব যবে
গানের কথাই মনে রবে
পাখী তখন থাকবেনাক'—থাকবে পাখীর স্বর।
উড়্‌ব আমি,—কাঁদবে তুমি ব্যথার বালুচর।

তোমার পায়ে বাজ্‌ল কখন্‌ আমার পায়ের ঢেউ,
অজানিতা ! কেউ জানে না, জানবেনাক' কেউ।
উড়তে গিয়ে পাখা হ'তে
একটি পালক পড়লে পথে
ভু'লে প্রিয় তু'লে যেন খোঁপায় গুজে নেও।
ভয় কি সখি ? আপনি তুমি ফেল্‌বে খুলে এ-ও।

বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝুরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী ?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে।
স্বপ্ন দেখে উঠ্‌বে জেগে, ভাববে কত কি।
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী !

দূরের প্রিয়া। পাইনি তোমায় তাই এ কাঁদন-রোল।
কূল মেলেনা,—তাই দরিয়ায় উঠতেছে ঢেউ দোল।
তোমায় পেলে থাম্‌ত' বাঁশী,
আসত মরণ সর্ব্বনাশী।
পাইনিক' তাই ভ'রে আছ আমার বুকের কোল।
বেণুর হিয়া শূন্য ব'লে উঠ্‌ছে বাঁশীর বোল।

বন্ধু, তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও
দূরে যত রও এ হিয়ার তত নিকট হও।
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদ্‌নী রাতে।
যত গোপন তত মধুর—নাইবা কথা কও।
শয়ন-সাথে রওনা তুমি নয়ন পাতে রও।

ওগো আমার আড়াল-থাকা ওগো স্বপন-চোর,
তুমি আছ—আমি আছি—এইত' খুশী মোর।
কোথায় আছ কেমন রাণী
কাজ কি খোঁজে, নাইবা জানি।
ভালোবাসি এই আনন্দে আপনি আছি ভোর।
চাইনা জাগা, থাকুক্ চোখে এমনি ঘুমের ঘোর।

রাত্রে যখন একলা শোব'—চাইবে তোমায় বুক
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ,
দুখের সুরায় মত্ত হয়ে
থাকবে এ প্রাণ তোমায় ল'য়ে
কল্পনাতে আঁকবে তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ
ঘুমে-জাগায় জড়িয়ে রবে, সেইত চরম সুখ।

গাইব আমি, দূরে থেকে শুনবে তুমি গান।
থাম্‌লে আমি—গান গাওয়াবে তোমার অভিমান।
শিল্পী আমি, আমি কবি,
তুমি আমার আঁধার ছবি,
আমার লেখা কাব্যে তুমি, আমার রচা গান।
চাইবনাক', পরাণ ভ'রে ক'রে যাবো দান।

তোমার বুকে স্থান কোথা গো এ দূর-বিরহীর,
কাজ কি জেনে? তল কেবা পায় অতল জলধির।
গোপন তুমি আস্‌লে নেমে
কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
এই সে সুখে থাকব বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
দূরের পাখী গান গেয়ে যাই, নাই বাঁধিলাম নীড়।

বিদায় যেদিন নেবো সেদিন নাইবা পেলাম দান,
মনে আমায় করবে না ক'—সেইত মনে স্থান।
যেদিন আমায় ভুলতে গিয়ে
করবে মনে, সেদিন প্রিয়ে
ভোলার মাঝে উঠ্‌ব' বেঁচে, সেইত আমার প্রাণ।
নাইবা পেলাম, চেয়ে গেলাম, গেয়ে গেলাম গান।

—নজরুল ইস্‌লাম





ভীরু

আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে।
গৃহকোণ ছাড়ি আসিয়াছ আজ দেবতার মন্দিরে।
পুতুল লইয়া কাটিয়াছে বেলা
আপনারে লয়ে শুধু হেলা ফেলা,
জানিতে না, আছে হৃদয়ের খেলা আকুল নয়ন-নীরে,
এত বড় দায় নয়নে নয়নে নিমেষের চাওয়া কিরে?
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে।

আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে।
জানিতে না আঁখি আঁখিতে হারায়, ডুবে যায় বাণী ধীরে,
তুমি ছাড়া আর ছিল নাক' কেহ
ছিলনা বাহির ছিল শুধু গেহ
কাজল ছিল গো জল ছিল না ও উজল আঁখির তীরে।
সেদিনো চলিতে ছলনা বাজেনি ও চরণ-মঞ্জীরে।
আমি জানি তুমি কেন চাহনাক ফিরে।

আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথা
সেদিনো তোমার বনপথে যেতে পায়ে জড়াতনা লতা।

সেদিনে বিভুল তুলিয়াছ ফুল
ফুল বিঁধিতে গো বিঁধেনি আঙুল
মালার সাথে যে হৃদয়ও শুকায় জানিতে না সে বারতা।
জানিতে না, কাঁদে মুখর মুখের আড়ালে নিঃসঙ্গতা।
আমি জানি তুমি কেন কহনাক কথা

আমি জানি তব কপটতা, চতুরালি।
তুমি জানিতে না, ও কপোলে থাকে ডালিম দানার লালী।
জানিতে না ভীরু রমণীর মন
মধুকর ভারে লতার মতন
কেঁপে মরে কথা কণ্ঠে জড়ায়ে নিষেধ করে গো খালি,
আঁখি যত চায় তত লজ্জায় লজ্জা পাড়ে গো গালি।
আমি জানি তব কপটতা চতুরালি।

আমি জানি, ভীরু! কিসের ও বিস্ময়?
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরি করে যে ভয়।
পরুষ পুরুষ শুনেছিলে নাম
দেখেছ পাথর, করনি প্রণাম,
প্রণাম ক'রে যে লুব্ধ দু'কর চেয়েছে চরণ-ছোঁয়।
জানিতে না, হিয়া পাথর পরশি' পরশ-পাথরও হয়।
আমি জানি ভীরু কিসের এ বিস্ময়।

কিসের তোমার শঙ্কা এ আমি জানি,
পরাণের ক্ষুধা দেহের দু'তীরে করিতেছে কানাকানি।
বিকচ বুকের বকুল গন্ধ
পাপড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি
অপাঙ্গে আজ ভিড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী
কিসের তোমার শঙ্কা এ আমি জানি।

আমি জানি, কেন বলিতে পারনা খুলি'।
গোপনে তোমায় আবেদন তার জানায়েছে বুলবুলি।
যে-কথা শুনিতে মনেছিল সাধ
কেমনে সে পেল তারি সংবাদ ?
সেই কথা বঁধু তেমনি করিয়া বলিল নয়ন তুলি।
কে জানিত এত যাদু-মাখা তার ও কঠিন অঙ্গুলি।
আমি জানি, কেন বলিতে পারনা খুলি

আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা,
ব্যাথার পরশে হয়েছে তোমার সকল অঙ্গ সোনা।
মাটির দেবীরে পরায় ভূষণ
সোনার সোনায় কিবা প্রয়োজন ?
দেহকুল ছাড়ি নেমেছে মনের অকুল নিরঞ্জনা।
বেদনা আজিকে রূপেরে তোমার করিতেছে বন্দনা।
আমি জানি তুমি কেন যে নিরাভরণা।

আমি জানি ওরা বুঝিতে পারেনা তোরে।
নিশীথে ঘুমালে কুমারী বালিকা, বধূ জাগিয়াছ' ভোরে!
ওরা সাঁতারিয়া ফিরিতেছে ফেনা
মুক্তি যে ডোবে—বুঝিতে পারে না।
মুক্তা ফলেছে আঁখির ঝিনুক ডুবেছে আঁখির লোরে।
বোঝা কত ভার হ'লে—হৃদয়ের ভরা ডুবি হয়, ওরে,
অভাগিনী-নারী, বুঝাবি কেমন ক'রে!

নজরুল ইসলাম

গজল্

দুরন্ত বায়ু পুরবাঁইয়া
বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়া
রণ-তুরঙ্গ ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর মাঝে,
মৃদঙ্গ গুরু গুরু বাজে;
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ
মন অনঙ্গে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে
দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়ভীতা যামিনী
খোঁজে সে তারা চন্দে॥

মালঞ্চে একি ফুলখেলা
আনন্দে ফোটে যূথী-বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে
মাতি কদম্ব-গন্ধে॥

একান্তে তরুণী তমালী
অপাঙ্গে মাখি আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া
কেয়া-বেণীর বন্ধে॥

দিনান্তে বসি কবি একা
পড়িনু কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা
আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে॥

নজরুল ইস্‌লাম



ষোড়শী

বসনখানি শাসন করো অয়ি।
বয়েস তোমার হ'ল বছর ষোলো,
বুকের পরে জমাট-বাঁধা মধু
এ বারতা কেমন ক'রেই ভোলো!
চোখের পাতে তড়িত হ'ল ঢালা
সারা দিনের নেই সে অবোধ বালা,
কোন্ অজানার তরে গোপন মালা
মনে মনে ওম্‌নি গেঁথে তোলো,
বসনখানি শাসন করা সাজে
আজ যে বয়েস সর্ব্বনাশা ষোলো।

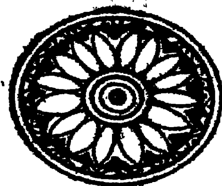
ফাগুনের আজ আগুন দিনে বামা
থামাও তোমার কাঁকন-ঠিনি-ঠিনি,
জানো না কি কিশোর কাণে যত
কয় সে—ওগো চিনি, তোমায় চিনি!
আর কি আছে অবোধ অবহেলা
একলা নিয়ে আপন মনে খেলা,
ভুবন-ভরা তরুণ-মনের মেলা

হায় সে-কথা আজ কেমনে ভোলো—
কাঁকণ হাতে শাসন করা সাজে
আজ যে বালা বয়েস তোমায় বোলো ?

ছুটি পায়ের নূপুর রিণিঝিণি
জান না কি আজ' কি সুরে বাজে ;
রঙিন্ করে সঙীন্ তাহার ধ্বনি
কিশোর হিয়া—গোপন করো লাজে।
ঘন বুকের মঞ্জু মধু বনে
আজ যে ব্যথা বাজছে অকারণে,
সেই ব্যথা যে জাগছে নূপুর সনে
কেমনে তা গোপন করা ভোলো ?
আশে পাশে তরুণ কানের আড়ি
আজ যে তোমার বুকের বয়েস বোলো !

সুরভিতে আজ গিয়েছে ছেয়ে
কবরী আর মোহন তরুলতা
একটুখানি—একটুখানি নাড়ায়
ঠিক্‌রে পড়ে রঙিন মাদকতা।
চক্ষে যে আজ 'রক্ষা নাহি' লেখা,
অধর-কোণে নেইক ক্ষমার রেখা,
শ্রোণিভারে আজ মেখলা বেঁকা
এ সব খবর কেমন ক'রেই ভোলো।
বসন তোমার শাসন করো রমা
কাঁচা পাকা আজ যে বয়েস বোলো।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী



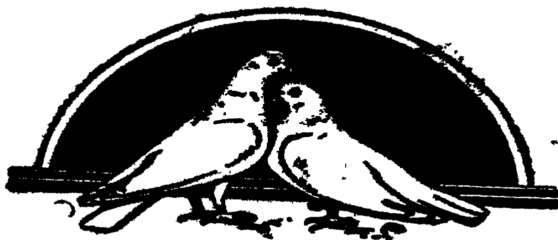
মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?

মৃত্যুরে কে মনে রাখে ?
—মৃত্যু সে ত মুছে যায়।
যে তারা জাগিয়া থাকে তারে লয়ে জীবনের খেলা
ভুবনের মেলা।
যে তারা হারাল দ্যুতি, যে পাখী ভুলিয়া গেল গান,
যে শাখে শুখাল পাতা
এ ভুবনে কোথা তার স্থান ?
নিখিলের ওষ্ঠপুটে ওষ্ঠ রাখি করিছে যে পান,
হে কবি আজিকে তার—
তার তরে রচ শুধু গান।
রচ গান যৌবনের।
যে প্রেমের চিহ্ন নাই লাজরক্ত কোমল কপোলে
কম্পমান হৃদ্‌পিণ্ডে দুর্ণিবার রুধিরের দোলে
তার তরে অকারণ শোক।
বারবার ছেড়ে তার জীর্ণতা-নির্ম্মোক
জীবনের যাত্রা হেরি মহাকাশ ব্যেপে,
তারায় তারায় তার জয়ধ্বনি উঠে কেঁপে কেঁপে।

মৃত্যু-শোক-স্তব্ধ গৃহ-দ্বারে
আসে বারে বারে
সমারোহে শিশুর উৎসব,
বেদনার অন্ধকার বিদারিয়া প্রতিদিন দেখা দেয় প্রদীপ্ত গৌরব
নির্লজ্জ শিশুর হাসি!
কবরের মৃত্তিকায় অবহেলি অশ্রদ্ধায়
তৃণে জাগে প্রাণ অবিনাশী।
ওরে ম্রিয়মাণ কবি, উঠে বোস্ শোক-শয্যা তোল্
বন্ধুর বিরহ-ব্যথা ভোল্
কাণ পেতে শোন্ ব'সে জীবনের উন্মত্ত কল্লোল—
আকাশ বাতাস মাটি উতরোল—আজি উতরোল!

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

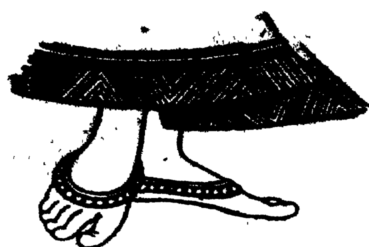




ঋতু-সম্ভার

যে দিন আমারে বাঁধ তব বাহু পাশে
বুকে এসে লাগে তব বুকের স্পন্দন,
সুদীর্ঘ সঘন তব গভীর নিঃশ্বাসে
কপালে লেপিয়া যায় মধুর চন্দন।
কোমল ও-হৃদয়ের গাঢ় আলিঙ্গনে
আমার হৃদয়ে উঠে রক্তের তুফান,
অধীরতা জেগে উঠে চঞ্চল পবনে
বিস্ময়ে আকাশ চাহে সুনীল-নয়ান।
কখন মুদিয়া আসে নয়ন পল্লব
কখন এ তনু হয় আবেশে বিহ্বল,
তোমার হৃদয়-তটে হৃদয়বল্লভ,
মুরছিয়া পড়ে মোর রক্ত-শতদল।
চুম্বনে আঁকিয়া দাও তপ্ত অনুরাগ
আমি জানি সেই মোর প্রাণের নিদাঘ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী



যৌবন প্রয়াণ

আমার জীবন বন-গহনের তলে
ক্ষণেক দাঁড়াও মন্ত্রবলে
ওগো মোর যৌবনের পরিপূর্ণ প্রাণ,
কণ্ঠে নিয়ে গান,
বক্ষে নিয়ে মিলনের আশা
—ফুলময় বসন্তের মুগ্ধ ভালবাসা !
চোখে দাও প্রণয়ের হাসির কাজল,
রূপ দাও ঢল ঢল্
সর্ব্ব তনু ভরি,
মধুভরা ফুটাইয়া সহস্র মঞ্জরী ;
কেশে দাও আকুলতা অধরে লালিমা
প্রাণে দাও প্রেম-মাধুরিমা,
বুকে দাও গানে-ভোলা-মন
আমার জীবন তলে ক্ষণেক দাঁড়াও মোর হে শেষ-যৌবন

ঐ সন্ধ্যা নেমে আসে
পশ্চিম গগন তলে পবনের নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
ঐ মুদে আসে ধীরে আলোর কমল
ঐ ছায়া সুনিবিড় শান্ত বনতল
ঝিল্লি মুখরিত
ঐ শেষ বিহঙ্গম সঙ্গীহারা ভীত
উড়ে যায় পশ্চিমের দূর অস্ত পারে
ঐ বনানীর ধারে
আঁধার ঘনায় ঘন স্নিগ্ধ ফুলবাসে
—সন্ধ্যা নেমে আসে।

ফুলগন মধুময়
এই বুঝি এল মোর বঁধুয়ার আসার সময়।
যদি এসে দেখে বঁধু
অঙ্গে অঙ্গ নাই মোর বসন্তের মধু—
চোখে নাই সে চাহনি মধু মাদকতা
দেহে মনে নাই আর মিলনের সে অসহ পুলকের ব্যথা ;

সেই কেশ সেই বেশ
প্রাণে সেই প্রেমের আবেশ
গানে গানে কলকথা উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গন,
নেই সেই চোখে চোখে সুরে সুরে প্রিয়-সম্ভাষণ ;
যদি দেখে নব স্ফুট ফুল্ল ফুলহার
ঝরাদলে ছেঁড়া ফুল ধূলিলীন সূত্রটুকু সার ;
বল বল তবে
সে মোর কেমনতর হবে ?

আহা তুমি থাকো থাকো
এ মিনতি রাখো
যতক্ষণ বঁধু নাহি আসে
আমার বুকের পাশে
বাজাও বাজাও তব প্রেমতন্ত্রী বীণ্
মিলন লগন মোর নাহি যেন কাটে সুরহীন।
নিভিতে দিওনা রূপবাতি
অন্তরের শেষ ভাতি
থামিতে দিও না গান শুধু ততখণ।
আমার জীবন তলে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে যাও হে শেষ-যৌবন।

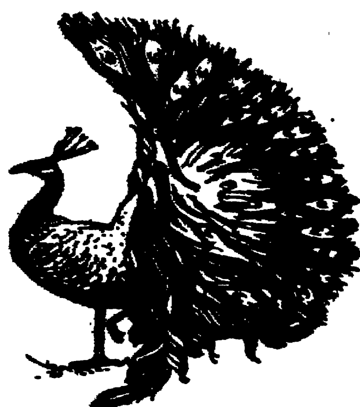
শ্রীনিরুপমা দেবী



সঙ্গিনী

রজনী ভরিয়া তোমারে ঘেরিয়া স্বপন গাঁথি
প্রভাতে যখন নয়ন মেলিয়া উঠিনু আজি
দেখিনু ভুবন ভরিয়া আলোক উঠেছে মাতি
শিশিরসিক্ত ভুবন কিরণ-বসনে সাজি।
সহসা আমার মুগ্ধ নয়নে লাগিল ভালো
নবপল্লবে হরিত মাধুরী, সোনার আলো।
তোমার প্রেমের পরশমাণিক কেমন করি
অন্ধ আমার আঁখি পল্লবে ছোঁয়ালে আসি,
নিমিষে আমার পরাণ উঠিল আলোকে ভরি'
নিমেষে ভুবন নয়নে আমার উঠিল হাসি।
জীবনের যত ঝরা-ছেঁড়া-পাতা শীতের শেষে
বাহিরে আসিল নবীন আলোকে নবীন বেশে।
যে পথে আঁধারে শিহরি উঠেছি একেলা ডরে
যে পথে দেখেছি সাঁঝের আড়ালে মরণ নাচে,
সে পথ ভরিয়া তোমার হাসির কিরণ ঝরে
সে পথের পাশে ঝরে-পড়া ফুল আবার বাঁচে।
মরণ তোমার পরশে উঠিল জীবনে ভরি'
তোমারে লভিয়া নির্ভয় চিতে ভাসানু তরী।
সংসার পথে যত কোলাহল সবারি মাঝে
নীরব হৃদয় ভরিয়া শুনিব তোমার বাণী
দাঁড়াইবে পাশে বিঘ্ন-বিপদে সকল কাজে
স্বপনে আমার শয়ন রচিবে মানস-রাণী
সঙ্গিণী মোর, স্বপ্নের সাথী, কাজের ভাগী
দিবস রজনী জীবনে আমার রহিবে জাগি!

হুমায়ুন কবির

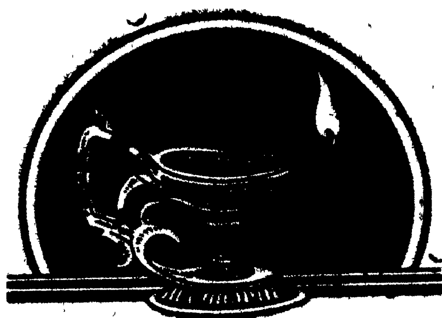


"যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা"—

যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা
ভুলে যাও সে দোষের কথা,
মিছে কেন বাড়াতেছে ক্ষত
হৃদয়ের গূঢ়তর ব্যথা!
ধরণী কালের আবরণে
ঢেকে দেয় সকল শূন্যতা,
স্নেহ-স্নিগ্ধ পরশে তাহার
ভরি উঠে সকল দীনতা।
ভেঙ্গে-পড়া বিটপীর শির
নব রসে উঠে মুঞ্জরিয়া,
শীতান্তের শিথিল প্রান্তরে
বসন্ত সে ওঠে গুঞ্জরিয়া।
দাব-দাহ অরণ্যের বুকে
ঢেকে যায় শ্যাম আবরণে,
সন্ধ্যা করি মুখর মধুর
পাখী গেয়ে উঠে বনে বনে।

তুমি শুধু ফিরাইয়া মুখ
চলে যাবে—সেকথা কেমন ?
তুমি শুধু ক্ষমিবেনা দোষ
শূন্য হিয়া করিবে বহন ।
আমার এ দীন-দুর্ব্বলতা
স্নেহদানে লবেনা ঢাকিয়া,
যদি কভু দিয়ে থাকি ব্যথা
চিরদিন তা' রবে স্মরিয়া ?
কবে কাঁটা ফুটেছিল পায়,
আজীবন কে রাখে স্মরণ,
দিনেকের অবজ্ঞা লভিয়া
আপনারে কোরোনা কৃপণ !
ভুলে যাও সেই কথা রাণি !
তোমরা যে স্বরগের ফুল,
মেদিনীর মলিনতা মাঝে
হারায়োনা দেবীত্ব অতুল ।





—রোগ শয্যায়—

মলিন দিনের মাধুরী হেরিয়া মধুর হয়েছে মন
রোগ শয্যায় একা শুয়ে আছি একান্ত অকারণ।
তবু সবি লাগে ভালো,
বিদায় বেলায় গোধুলির চোখে মৃদু মুমূর্ষু আলো।
পাশের ছাতের আলিসা হইতে কাপড়টি নিতে আসা,
পথে যেতে যেতে দু'টি বন্ধুর দরদী দরাজ হাসা
তৃণের ডগায় ছোট আলোটুকু, একটি তারকা ফোটে,
শুক্‌নো পাতাটি নীড়ে ফিরে-যাওয়া ভীরু শালিকের ঠোঁটে।
শুয়ে রোগ শয্যায়
আকাশের চোখে ক্লান্ত কাকুতি মোর চোখে পৌঁচায়।
কোমল করিয়া ডাকেনিক' কেহ, জ্বালেনিক' দীপ-শিখা,
আজিকে আঁধারে তারাটার সনে মোর মুখ-চন্দ্রিকা।
সন্ধ্যা কোমল কায়া
ছোট বোনটির মতো পাশে বসে' নয়নে করুণ মায়া।
তুমি কি এখন চঞ্চলপদে গৃহ আচরণে রত,
তোমার চোখে কি সন্ধ্যা নেমেছে আমার স্নেহের মত?
শুয়ে আছি চুপচাপ,
কান পেতে শুনি রাতের পাখায় বাজে আজি কি বিলাপ।

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত



স্রষ্টা

আমিও তোমারি মত সৃজিয়াছি একখানি অপূর্ব্ব ভুবন,
সেথা রাত্রি নেমে আসে বক্ষে ল'য়ে বিরহের ব্যথা-গুঞ্জরণ
রিক্তা নিরাভরণার মত,
অঙ্গে ধরি' ব্যর্থতার ব্রত !
প্রেমের প্রাচুর্য্য দিয়া রচিয়াছি আকাশের মঙ্গল মহিমা,
ব্যথার লাবণ্য দিয়া আঁকিয়াছি শরতের প্রশান্ত নীলিমা,
রামধনু আঁকিয়াছি অস্ফুট চুম্বনে,
গগন-কম্পন-ব্যথা মুগ্ধ আলিঙ্গনে ;
অসংখ্য আশার ভাতি জ্বালায়েছি নয়নে তারার,
অশ্রু দিয়া গড়িয়াছি নবঘনপুঞ্জিত আষাঢ় ।
যৌবনের ইচ্ছাখানি ছন্দি তুলি জলদের কম্পন-আনন্দে ;
মনের নিকুঞ্জতল পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনার কেতকী-সুগন্ধে
আন্দোলিয়া উঠিছে উতলি' ;—
আকাঙ্ক্ষার বিহঙ্গ-কাকলী ।
যেমন তুমি হে কবি, রচিয়াছ এ সুন্দর সৃষ্টির কবিতা,
আপন আনন্দ-ছন্দে মেলিয়াছ নব নব বর্ণ-বিলাসিতা,—
তেমনি আমিও কবি, আমার কল্পনা
আঁকে নিত্য আনন্দের শুভ্র আলিম্পনা ।

নিত্য মায়া-মহোৎসব আমার সে মর্ম্মরিত মর্ম্মের জগতে,
প্রিয়া সেথা চিরযাত্রী পল্লব-হিল্লোল-ফুল্ল ফাল্গুনের রথে—
গানের কুসুম দিয়া সেথা নিত্য মাল্য-বিরচন,
ব্যথিত বুকের গৃহে সেথা মোর বাসক-শয়ন,
সেথা নিত্য আশা যায় বুনি'
আকাশের ফুলের ফাল্গুনী!

আমিও তোমার মত হে মায়াবী শিল্পকার, হে ক্ষ্যাপা খেয়ালী,
বেদনার রসায়নে রচি নিত্য আনন্দের দীপের দেয়ালি;
অন্তর ব্যঞ্জনা দিয়া মঞ্জুল করেছি মোর মনের মঞ্জুষা,
সেথা রাত্রি-অবসানে দেখা দেয় তনুগাত্রী জ্যোতির্ম্ময়ী উষা;
সেথা সূর্য্য-সন্তানের নব নব জন্মের উৎসব,
আলোকের স্তোত্রে স্তোত্রে আনন্দের মন্ত্র-কলরব;
সেথা ফোটে প্রেমের মালতী,
তাই সেথা অরুণ-আরতি!

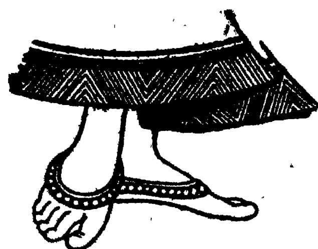
যেমন তুমি গো তারপর
ভেঙে ফেল' স্বপ্ন-খেলা-ঘর,
ধূলির সঞ্চয় কাড়ি' নিঃসম্বল কর ধরণীরে,
সৃষ্টির কবিতাখানি অবহেলে ফেলে' দাও ছিঁড়ে;
তেমনি আমিও একদিন
অশান্ত, বিরক্ত, তৃপ্তিহীন—
দারুণ হেলার ভরে চূর্ণ করি আনন্দ-লেখনী,
দীর্ঘশ্বাসে ভস্ম করে দিয়ে যাই স্বপ্নের বিপণি!

দুইজনে ভয়ঙ্কর, বীভৎস, নিষ্ঠুর,
শুধু ছবি আঁকি বসে জীবন মৃত্যুর!
আমার ভুবনে আমি তোমা মত খুসী-ক্ষ্যাপা স্রষ্টা ভগবান,
কাহারে বঞ্চিত করি, বক্ষ ভরি' কাহারে সর্ব্বস্ব করি দান।

মিলন-চুম্বন কা'রে, কাহারে বা আতপ্ত বিরহ,
কা'রে দগ্ধ মরুভূমি, কা'রে বর্ষা-স্নিগ্ধ অনুগ্রহ।
আমার খেয়াল মত গান গাহি ভৈরবী বিভাসে,
ধন্য করি কা'রে প্রেমে, খিন্ন করি কা'রে দীর্ঘশ্বাসে ;
কা'রে কণ্টকের মালা, কা'রে বা মাধবী,
যাহা খুশি দান করি তোমা-সম, কবি।
আমিও তোমারি মত পাইয়াছি অমূল্য সে স্বর্ণ-সিংহাসন,
রাত্রি দিন সেথা বসি' মূল্যহীন রাজত্বের করি আয়োজন ;
অকারণে বসে' বসে' ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা হানি,
তার পরে ইচ্ছা হ'লে মৃত্যুর গুণ্ঠন দিই টানি'
একে একে মিশে' যায় মূল্যহীন স্বপ্নের বুদ্বুদ,
আতঙ্কে নিবিয়া যায় সৃষ্টির সে রহস্য-বিদ্যুৎ,
পড়ে' থাকে বিদীর্ণ বাঁশরী,
ভগ্ন যত ভাবের গাগরী॥

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত





আনন্দময়ী

ওগো আমার ছোট্ট কচি প্রিয়া।
চিত্ত-ভরা বিত্ত তোমার—স্নিগ্ধ-মধুর হিয়া।

আনন্দ যায় চরণ চুমি'
তোমায় আমি চিনিনি ক' আঁখির আলো দিয়া

সাধন-পথের পথিক আমি, চলেছি পথ বেয়ে
চিত্ত মম শুদ্ধ করি আলোক-ধারায় নেয়ে।
শুনি কত গভীর বাণী,
নিত্য নূতন তথ্য আনি,
পুলক লাগে লক্ষ কবির হিয়ার পরশ পেয়ে।

ভেবেছিলাম তোমার মাঝে প্রাণের দোসর নাই,
আমার লাগি আমার মতই আলোর মানুষ চাই,
জ্ঞান-গরিমা নাইক যেথায়
আনন্দ কি মিলবে সেথায়!
জঙ্‌লী মেয়ের জঙ্‌লী বুলি—মূল্য তাহার ছাই।

—হৃদয় যমুনা—

শিল্পী—শ্রীচারুচন্দ্র রায়

-যদি গাহন করিতে চাহ

এস নেমে, এস হেথা

গহন তলে—"

— রবীন্দ্রনাথ



আজকে দেখি ভুল সে কথা—ভুল সে যে বিল্‌কুল,
আনন্দ নাই বিশ্বে কোথাও তোমার সমতুল।
তোমার মুখের কথার মাঝে
বীণাপাণির আলাপ বাজে,
আনন্দ সে তোমায় নিয়েই আনন্দে মশ্‌গুল।

তোমার চোখের একটুখানি দৃষ্টি-আলোক-পাত
সৃষ্টি করে আমার মাঝে বেহেশ্‌তী সওগাত।
একটু হাসি, একটু কথা,
দুষ্টুমি আর প্রগল্‌ভতা
নিবিড় নীরব আনন্দ দেয় অন্তরে দিন-রাত।

অর্থ-বিহীন তুচ্ছ যাহা তাহাও ভালো লাগে।
দুই অধরের কূজন-বাণী নবীন অনুরাগে,
কোথায় 'শেলী' 'সেক্ষপিয়ার'
ভাল লাগে তাদের কি আর,
তোমার মুখের অফুট ভাষায় সব কবিতাই জাগে।

জ্ঞান-গরিমার আড়ালে সেই সহজ সরল প্রাণ
লুকিয়েছিল, তাহারে আজ পেয়েছি সন্ধান।
সমভূমির সেই সেখানে
মিলেছে আজ প্রাণে প্রাণে।
বয়সের আর জ্ঞানের গরব হেথায় অবসান।

গোলাম মোস্তাফা





প্রিয়া

তোমারে পাই জোৎস্না রাতের
অলস ঘুম মাঝে
আমার বাঁশী তোমার হাতে
গভীর সুরে বাজে।
নিখিল ব্যাপি চাহিয়া থাকে
কাজল তব আঁখি
নিজেরে খুঁজি হারাই দিশা
মনেরে হানি ফাঁকি;
উবসী তব সিঁদুর পরে
বলাকা সারি মালিকা গড়ে
তোমারে যাই ধরিতে চাই—
অমনি পাই না যে।

তোমারে পাই শরৎ প্রাতে
শিশির-ছেঁচা ফুলে
নৃত্য তব উছলি উঠে
নদীর কূলে কূলে।

কখনো দেখি বাহিয়া যাও
মেঘের তরীখানি
পাতায় ফুলে দেখেছি কভু
লিখিতে তব বাণী
সাগর তালে বাজাও বীণা
মনেতে জানি এ-সুর চিনা
কখনো তাহা গুঞ্জরেছি
কখনো গেছি ভুলে।

ফাগুন দিনে মাধবী রাতে
যে-ছবি তব জাগে
চমকি দেখে—শিহরি উঠি
পুলক বুকে লাগে—
অশোক শাখে মুছেছে তব
চরণ রাঙা লেখা
আমের নব মঞ্জরীতে
কখনো দেছ দেখা।
শিমুল শাখে আবির খেলি
অঙ্গে ধরি পলাশ চেলী
বধূর বেশে কভুবা এলে
জীবন পুরোভাগে।

নয়নে তব যে-ভাষা ফোটে—
বুঝিতে পারি তায়—
সঁপিয়া দাও রিক্ত করি—
সকল আপনায়,

কাঁপিছে প্রিয়া যে-গানখানি
তরুণ তব মনে
আমার বুকে তাহার রঙ
লেগেছে অকারণে।
তোমারে পাই সুদূর হ'তে
আগুন-ভরা যে-সুর পথে
সেথায় মোরা রচেছি গেহ
গোপন নিরালায়।

ঝড়ের সাথে এলায়ে কেশ
এসেছ বিরহিনী
তোমারে দেখে জেগেছে মনে
চিনি গো যেন চিনি ;
বরষা রাতে চোখের জলে
হেসেছ' পলাতকা
চখিরে দেখে যেমন করি
হেসেছে ভীরু চখা।
পেয়েছি তোমা জীবন ভরে
নানান্ রূপে পলক তরে
কখনো হারি খেলার ছলে
কখনো যেন জিনি।

বন্দে আলী মিয়া





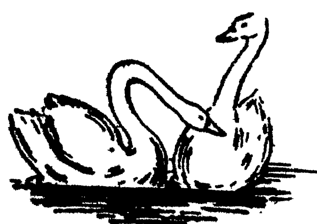
শুক্লা একাদশী

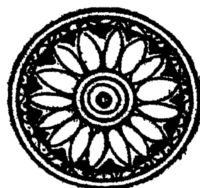
আজি তুমি এসো মোর পাশে !
ক্লিষ্ট আঁখি পাতে মোর সুরভি-নিশ্বাসে
বিশ্রাম নামিয়া আসে সুকোমল পরশে তোমার।
তাই আজি কহিতেছি, কথা কও, এস একবার
এসো পাশে, এসো প্রাণে, এসো মোর সকল জীবনে
বেদনা বন্ধন টুটি ধীরে এসো মনোবাতায়নে।
ওগো শুক্লা রজনীর একাদশী তিথি,
হৃদয় প্রাঙ্গন তলে তুমি মোর প্রশান্ত অতিথি।
মুদে আসে শ্রান্ত আঁখি। নবীনের আবাহন নাহি।
আমায় করিও ক্ষমা। এলে যদি চিত্ত-তট বাহি
বাহিরে আসিলে ধীরে রূপ ধরি মলিন আলোকে,
কহ তবে, অকারণে কিসের পুলকে
কাঁপে প্রাণ, কাঁপে দেহ, টুটে আসে মোহমায়া ঘোর,
মনে হয় ছিন্ন করি ধরণীর স্নেহ-বাহুডোর
কোথা যেন যাব চলি !
বিদায়-বিষাদে শিশু বহে তাই বেদনা-অঞ্জলি।

কতকাল কতদিন ধ'রে
হে পথিক, চেয়ে আছি অনন্ত তোমার পথ'পরে।
বক্ষ মোর দুলে উঠে ভয়ে ;
চিন্তা যায় কোন্ বাণী কয়ে ;
মনে হয় হ'বে দেখা—
এমনি স্বপন রাতে রূপালির রেখা
চিত্তে মোর হবে আঁকা। ছিলো মোর জানা,
আসিবে—দিগন্তব্যাপি দুটি স্নিগ্ধ সুকোমল ডানা
প্রসারিবে ধীরে ধীরে,—সন্ধ্যা যেন শ্রান্ত পৃথ্বীতলে,
হে মৌন সুন্দর জ্যোতি—স্পর্শ দিবে চিত্ত-শতদলে।
কাঁপে প্রাণ দীপ শিখা সম ;
তোমার আননে চাহি নিদ্রা নাই নেত্রপান্তে মম ॥
এ কী ব্যাপ্তি! এ কী শান্তি! কী প্রসার—কি মহিমা ছায়া-
অপূর্ব্ব বিরতি-মাঝে সুমহান সান্ত্বনার কায়া!
নাহি জানি কি যে তার ভাষা—
প্রতিক্ষণে সুর তার প্রাণে মোর করে যাওয়া-আসা!
কোথাও বন্ধন নাহি, দৈন্য নাহি, নাহি চিন্তা লেশ ;
অনায়াস মুক্তগতি যেন লঘু চীনাংশুক বেশ!
ছেয়ে যায়, ভেসে যায়,—দিয়ে যায় শান্তিরস ধারা!
বর্ণ গীতি রেশ আনে। তাই মোর চিত্ত হ'ল হারা
তোমার সঞ্চার মাঝে হে উদাসী, শুক্লা একাদশী,
আকাশ প্রান্তর তলে কোন্ গান গাহো একা বসি!
আজি তুমি এসো মোর পাশে
গুঞ্জরিয়া কহ ধীরে বসন্তের বিদায় বাতাসে,
কহ মোরে, বাসি ভালো ধরণীর শ্যামাবগুণ্ঠন,
দিশাহারা প্রসারের তাই আছে চকিত বন্ধন,
বনানীর পুঞ্জে পুঞ্জে তরু বীথি শিরে!

তাই পৃথিবীরে
নীরবে আবরি রহি। কহি কত কথা—
অর্থহীন কলোচ্ছ্বাস প্রণয় মত্ততা
নাহি তায়; শুধু আছে ধীরে সঁপে দেওয়া—
আপন সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রেমিকের প্রসন্নতা নেওয়া!
তাই আজি চেয়ে আছি। হে চন্দ্রিকা, অয়ি বিমলিনা,
চেয়ে তব মুখ পানে আজি আর বলিনা বলিনা—
নাহি প্রেম—নাহি শান্তি। পেয়েছি নির্ভর,
হৃদয়ের যাত্রা-পথে নাহি মরু ঊষর ধুসর!

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী





শাপভ্রষ্ট

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
বসে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণরেণুসম বালুকণারাশি
লুটায় চরণপ্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্দ্ধে মম রক্তিম আকাশ,
প্রভাত সূর্য্যের লজ্জা রঞ্জিত করেছে অরণ্যানী,
সদ্যনিদ্রাজাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল 'পরে
বহ্নিশিখা করিছে অর্পণ—
কামনার বহ্নি সে যে স্বপনের সলজ্জ বিকাশ—
গোলাপের বর্ণে বর্ণে স্বপ্ন-সুধামাখা,
রক্তবর্ণ কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের প্রাণ-সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে,
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,

রিক্ত করি' দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদগারিছে বিষ,
তরঙ্গ-মথিত ফেণা রেখে যায় ধরণীর দেহে ;
গাঢ় কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল
নিত্য নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন জলধিগর্ভে।

অকল্যাণ বায়ুবহ্নি প্রাণের মন্দিরে
নির্ব্বাপিত করি' দেয় পূজার প্রদীপ ;
ম্লানমুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।

আমি শুষ্ক নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি' মোর রুদ্ধদ্বার, অন্ধকার মন্দির প্রাঙ্গন।
সুদূর কুসুমগন্ধে তার যাত্রা-বাঁশি বেজে ওঠে ;
দৈন্য-ভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার,
যৌবন আমার অভিশাপ।

অক্ষম, দুর্ব্বল আমি, নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘপথে যাত্রা করেছিনু কোন্ স্বর্ণরেখা-দীপ্ত উষাকালে,
আজ তার নাহি ক' আভাষ।

আজ আমি ক্লান্ত হ'য়ে পথপ্রান্তে বসে' আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে
ঝরে'-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।

সেই মোর চিরন্তন গোধূলি-আঁধারে
যার সাথে দেখা—
যার সাথে সঙ্গোপনে প্রণয়গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলে যায় হর্ষের বিজলী ;—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি—
দেখিয়াছি দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আপনার ছায়া—
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মত অপরূপ
ভাস্করের মত জ্যোতির্ম্ময়—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।
তখন বিষণ্ণ বায়ু নিঃশ্বসি' কহিয়া গেছে কাণে
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।
নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কহেছে সব কথা,
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ সাথে মিশি' আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মত—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি!

ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধশান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হ'য়ে যেন লাগে,
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।

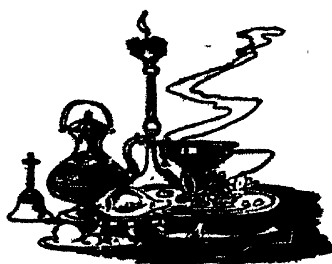
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব-সম্পুটে।
বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়ি আমি লিখন তাহার—
'হে তরুণ, দস্যু নহ, পশু নহ, নহ তুচ্ছ কীট,
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'
শাপভ্রষ্ট দেব আমি।
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগবিহঙ্গের মত
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি শূন্যতায় উড়ি যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।

তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব-মর্ম্মর
প্রেমগুঞ্জনের মত কি অমৃত ঢালে হিয়া-মাঝে!
রবির গভীর স্নেহে শিশিরের সজল মায়ায়
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ পবন তারে মৃদুহাস্যে আন্দোলিয়া যায়,
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মণিকা হ'য়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ তলে।
স্তব্ধ চিত্তে চেয়ে থাকি; অন্তরের নিরুদ্ধ-বেদনা
সযত্নে সাজাই নিত্য কৃপণের সঞ্চয়ের মত
আনন্দের বিচিত্র শোভায়।
সুধায় নির্ম্মিত মোর দেহ-সৌধখানি
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি তারে আকাশের অকূল-আলোকে
অন্ধকার অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ।

তাই আজ ভাবি মনে মনে—
পঙ্কের কলঙ্ক বারি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালি-সৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
যেথা যত আনন্দের মহান্ মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব নব হয়েছে প্রকাশ।—
বকুলবীথির ছায়ে গোধূলীর অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু





সম্বল

মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শূন্যপাত্র মম
লইয়াছি ভরি
অনন্তের হাসি তাই অশ্রু-যুথি রূপে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি'।
ক্রন্দন,—ক্রন্দন নহে, আনন্দের প্রবাহ চঞ্চল,
চিত্তের পুলকনীর নেত্রতীরে করে টলমল।
বেদনা হয়েছে সোনা—দুঃখ হ'ল পরম-নির্ম্মল
বক্ষে তারে ধরি'!

জীবন অরণ্যচ্ছায়ে আঁধার ঘনায়ে আসে খালি
দীর্ঘপথ বাকী,
হে মোর পরম-রম্য! তোমারি প্রেমের দীপ জ্বালি
চলেছি একাকী।
জানি জানি, জানি বন্ধু! দিক্‌হারা এ' পান্থেরি তরে
তোমার রজনীগন্ধা আছে জাগি' বনপথ 'পরে
সুগন্ধের সুর তার ইঙ্গিতে পরম সমাদরে
গৃহে ল'বে ডাকি'!

তোমার বিরহ মোর কামনা-পঙ্কের মাঝে প্রিয়
ফুটায়েছে ফুল ;
বিথারি' সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয় :
ত্রিলোকে অতুল।
অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-মধু সিঞ্চিয়াছ প্রাণে প্রাণে মোর ;
সুন্দরের স্বপ্নচ্ছবি মুগ্ধ-আঁখি করেছে বিভোর,
বেজেছে আলোর বাঁশী, ছিন্ন করি' ঘন-অমা-ঘোর
প্লাবি' প্রাণ-কূল।

আমার বসন্ত ওগো !—জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি
মুছিয়া নিমেষে
মুঞ্জরি' তুলেছো তুমি হিম-শীর্ণ বিশুষ্ক-বনানী,
—দক্ষিণার বেশে।
আনন্দ-পল্লবচ্ছায়ে প্রমুগ্ধ হৃদয় অবিরত
কূজিছে প্রলাপ আজি, কলকণ্ঠী কপোতীর মত,
—নীরবে নন্দিছে তারে সংখ্যাহারা সন্ধ্যাতারা যত,
অপার্থিব-হেসে। ৩২।৩৫

আমার এ রিক্ত-প্রাণে পরম-পূর্ণতা বন্ধু তাই
আমি সর্ব্বসুখী,
তুমি বাসিয়াছো ভালো,—আর কোনো দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুখী !
তুমি বাসিয়াছো ভালো, তুমি ভালোবাসিয়াছো বঁধু,—
যত স্মরি' তত প্রাণে উছলি' উথলি' ওঠে মধু,
বিরহ-বেদনা তাই গন্ধ-ধূপে পরিণত,—শুধু
ঊর্দ্ধ-অভিমুখী !

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

বিকাশ

জাগিলো যৌবন-পদ্ম। টুটিল সহস্র-দল-কারা।
ফুটিল গো ফুল।
আপন-অন্তর-গন্ধে আপনা-বিস্মৃত আত্মহারা
বিহ্বল-ব্যাকুল।
উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহে মনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্য'চ্ছুরে অধরে অতৃপ্ত-তৃষা জাগে
আনন্দ-চঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ গন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল ;
জীবনের-অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে
আলোকে উজ্জ্বল।

কোথা গো তরুণ রবি! কমলের বল্লভ-অরুণ!
স্বর্ণকর-জালে
অতৃপ্ত-চুম্বন-রাগ এঁকে দাও কুঙ্কুম-করুণ,
প্রিয়ার কপালে।
যৌবন জাগিলো যদি, অন্ধ-অন্তরের গন্ধ-গানে
উন্মীলিয়া আঁখি-পুষ্প, বিস্ময়ে তাকালো বিশ্বপানে,—
—কোথা সেই প্রেম-সূর্য্য? তূর্য্য যাঁর ধ্বনিলো তাহার
বক্ষের স্পন্দনে,—
তাঁরি তরে পূর্ণ-পাত্র অমৃত-উচ্ছল উপহার
দেহের নন্দনে।

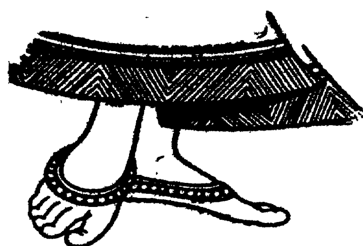
স্ফুরি' সপ্তবর্ণ'চ্ছটা চিত্তপটে স্বপ্ন-ইন্দ্রধনু
টানে মুগ্ধ-তুলি,
বসন্ত-বল্লরী সম কুসুম-প্লাবনে বর-তনু
উঠিলো উচ্ছ্বলি'

নিশা'র নিকষ প্রান্তে প্রভাত-সঞ্চার সম ধীরে,
অপরূপ-রূপ-রাগে দেহ মন প্রাণ ঘিরে ঘিরে
ফুটিছে মাধুর্য্যচ্ছবি রহস্য ঘনায়ে, তনু মনে
রচি' ইন্দ্রজাল,
শীর্ণা সিন্ধু-স্রোতস্বিনী ভরা-ভাদ্র-পূর্ণিমার ক্ষণে
নিমেষে উত্তাল।

অধীর-অনন্ত আজ আনন্দে ব্যথায় ধৈর্য্যহারা
ব্যাকুল চঞ্চল।
রাজার কুমারী কারে খুঁজে ফেরে ভিখারিণী পারা 48
লুটায় অঞ্চল!
মধুচ্ছন্দা মন্দবায়ু দক্ষিণ-সাগর হ'তে আসি'
আকাশে আকাশে যেই সে বারতা দিলো পরকাশি'
জাগিলো জীবন-কুঞ্জে অজানিত পুলক-পরম,
—গোপন-গভীর।
রস-সমুচ্ছল অঙ্গে রোমাঞ্চিল প্রসুপ্ত-সরম
।

ফুটিল যৌবন-পদ্ম। থর থর কাঁপে নীল-নীর,
সমীর মূর্চ্ছিত ;—
পুলকের বন্যাবেগে বালুবেলা তরঙ্গ-অধীর
ফেন-উচ্ছ্বসিত।
উচ্ছল-বেদনামধু মর্ম্মকোষে অবরুদ্ধ করি'
ফুটিল যৌবন-পদ্ম গন্ধের অঞ্জলি ঊর্দ্ধে ধরি,—
কোথা গো দেবতা মোর! যৌবনের সার্থকতাবহ,
—প্রাণ-ঘন-প্রেম!
জীবনের শ্রেষ্ঠধন! এসো এসো, পূজা-অর্ঘ্য লহ
ইন্দীবর-হেম।

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত



আমি যে তোমারে ভালবাসি

তোমারে বন্দনা করি
পৃথিবীর সুন্দরী রমণী
তুমি মম জীবনের পরম বিরহ
লহ, লহ, অর্ঘ্য মম লহ
মর্ম্মরিত মর্ম্ম বেদনার।

এ ভুবনে আমি
তোমার মাঝারে পেনু পরিচয় তার
তোমার রূপের মাঝে উচ্ছ্বলিত হোলো যার সাধ
নিত্য নব নব রূপ ধরি'
আমার প্রেমের মাঝে লভিল-যে আপন আস্বাদ
আপনার পূজা অভিলাষী।
যেই অনামিকা
মোহনিয়া মুখে মুখে লেখে নিজ রহস্য-লিপিকা
চুম্বনের চারু আমন্ত্রণ—
কোন্ অতিথির আগমনী।—
মুহুর্মুহু মুছে ফেলি লেখে পুন নব মুখপাতে।
যার সে ডাকাতে
পলাতকা বলাকার পক্ষ গুঞ্জরণি
চিত্ত-তলে শুনি যে অমনি।

—এ জীবনে ফিরিনু উদাসী
কেবল তোমারে ভালোবাসি।
সুন্দর তোমার দেহে সাধিয়া করেছে আত্মদান
লো রূপসী নারী,
তোমার দেউলদ্বারে আনিয়াছি অর্ঘ্য—মোর গান,
সেই সুন্দরেরি এ পূজারী!
তোমারে দেখিনি কোথা? দেখিয়াছি পথে যেতে যেতে
চকিত আঁখির চলকেতে
হেরিয়াছি জনতার মাঝে, পথহীন বিপথে বিরলে
হেরিয়াছি দরিদ্রের সাথে, যাযাবর ভিখারীর দলে—
সবখানে হেরিনু তোমারে অপরূপ আপন প্রভা'তে!
—যখনি মিলেছি মোরা নয়নে নয়নে
সে-প্রথম-ক্ষণে
হে মানসী নারী,
তুমি কি চিনেছো মোরে—এ পথিক তোমারি ভিখারী?
সেই ক্ষণে তুমি জেনেছ কি,
এ ভুবনে, সখী
বিধাতার কাম্য ছিল মোদের মিলন?
তবু মোরা মিলিতে পারিনি,—
অনন্তের কাছে মোরা রয়ে গেনু ঋণী—
হারালো অসীমকালে সে পরম ক্ষণ।
সেদিন কে জেনেছিল বিধাতার প্রীতি
চেয়েছে মোদের গৃহে হইতে অতিথি
আমাদেরি রূপে
মোদের অধরে চুপে চুপে,
গোপনে চেয়েছে পেতে আপন চুম্বন
জেগেছে তাঁহার সাধ আমাদের মাঝে,—

তবু মোরা অচেনার লাজে
মিলিতে পারিনি।

হে আলোকলতা,
তারে মোরা ভালো চিনি চোখে যারে চিনি
প্রথম পলকে—
তার চেয়ে বড়ো পরিচয় নাই-নাই-নাই মর্ত্ত্যলোকে।
হে বিমূঢ়া নারী,
তুমি কি জানোনি—আজ আসিল যে তোমারি পূজারী ?
আমি তো চিনেছি সেই-ক্ষণে—
তোমার আননে মোর হাসিতেছে জীবন-দেবতা
সেদিন আসিতে যদি আমার জীবনে
কহিতাম আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী !
সে কথা আজিও কেহ শোনেনি শ্রবণে
পরমা রহস্যময়ী অপরূপা বাণী—
অনন্তের গোপন বারতা !

আমার অন্তরে বহি আসিনু জগতে
তোমারে বলিতে সেই কথা—
আসিয়া হেরিনু রূপ-পালঙ্ক-শয়নে
তুমি সুখ-তন্দ্রাতুরা, লো সুন্দরী রাণি ;
ভুলে আছো আপনারে আপন স্বপনে।
সেদিন এলেনা তুমি বিধাতার হোলো পরাজয়—
—যে কথা শোনার কুতুহলে
সে আকাশে আড়ি পাতিয়াছে,—
সে কথা শুনিবে মোর কাছে—
তোমারে শোনাবো আমি ব'লে
হু'জনে বাহির হনু ভুবনের পথে—

—সে কথা নেহারি তুমি আমার নয়নে
লভিতে আপন পরিচয়,—
আপনি হইতে তুমি আপনার নবীন বিস্ময়!
—চিরদিন চিররাত্রি ধ'রে
অকথিত সে ভারতী ভারসম রহিল অন্তরে।
এ মোর সান্ত্বনা নহে—আজ তুমি নাহি এলে যদি
একদা আসিবে,
—বিপুলা ধরণী আর কাল নিরবধি!
হায় এই নিরবধি কাল
তোমার আমার মাঝে রচিবে আড়াল—
আমার দেবতা রবে আমার ভুবনে,
হায় যবে আমি চলে গেছি!
—তখনো যে আসিবে সুন্দর
তার লাগি রেখে গেনু মোর কণ্ঠস্বর
আমার এ কবিতার সনে।
সেদিন সে এ কথা জানিবে—
আমি তারে ভালো যে বেসেছি!
আমার হৃদয়ে
ছিল শুধু তাহারি আসন
তারি পায়ে মোর আত্মদান।
সেদিন সে যেন নাহি হেন ভুল করে
অরূপ সুন্দর তরে আমার এ গান!
যে অরূপ বন্দী হ'লো সুন্দর তনুতে
তারে আমি বেসেছিনু, চেয়েছিনু ছুঁতে,
চুমিতে চেয়েছি;
আমার ভাষায় আমি তারেই করেছি সম্ভাষণ
অন্য নহে, অন্য কেহ নহে।

আমি নাহি বুঝি কবে কে-বৈষ্ণব-কবি
অরূপ দেবতা লাগি গাহিলেন গান—
পাশে তাঁর ছিল যবে সুন্দরী মানবী !
হায় বন্ধু বৃথা তুমি করেছো সন্ধান
সে গানের বৈকুণ্ঠের পথে !
বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত রহে নিজ অনাদরে,
বৈষ্ণবের গান শুধু বৈষ্ণবীর তরে ;
নাই তার প্রয়োজন অমর্ত্ত্য-জগতে !
যেদিন রবোনা আমি সুন্দর ভুবনে
সেদিন স্মরিয়ো মোরে হে অচেনা-প্রিয়া,
যেদিন আমার পথ ভুবনে হারাবো !
সেদিন আসিও মোর কবরের কাছে,
যে তোমায় পায় নাই সে হেথায় আছে—
ক্ষণেকের তরে সখি, বেসো তারে ভালো।
যে কামনা ছিল মোর মনে
ছিল এ জীবনে—
সে কামনা পূর্ণ কোরো বারেক চুমিয়া।
সেদিন যদিলো মোর কবরের বুকে
পলকের ছোঁয়া দেয় তোমার অলক—
মর্ম্মান্তিক সুখে
মর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মরিবে মর্ম্মর ফলক।
অনাগতা বন্ধু মোর, অনামিকা প্রিয়া,
তোমারেই চেয়েছিল অবরুদ্ধ হিয়া !
—সেই-নিরুদ্দেশ-যাত্রী গিয়াছে উদাসী—
একদা তোমারে ভালোবাসি'।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী



পথহারা

বোলোনা বোলোনা বোলোনা মিথ্যা, তাহারে ফিরিতে বলো না আর,
আলেয়া-আলোয় যে ফিরিছে পথে, ফিরিবার পথ নাই যে তার।
আমার কণ্ঠ মিনতি করেছে, যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না তুমি,
পথহারাদের পথে যে যায় সে পায়ের প্রান্তে পায় না ভূমি।
মুখ না ফিরায়ে সে শুধু হেসেছে, সে হাসি হুতাশে এসেছে ফিরি,
নীরব তীক্ষ্ণ তীরের মতন অন্ধকারের মর্ম্ম চিরি।
আকাশ-তারার কিরণ কেঁদেছে ধরার আঁচলপ্রান্ত চুমি,
রাত্রি কেঁদেছে, বাতাস কেঁদেছে, যেয়ো না যেয়ো না যেয়ো না তুমি।
সন্ধ্যা তখনো হয়নি সেদিন, অন্ধকারের অনেক দেরি,
পাখীরা তখনো হয়নি আকুল কলকাকলীতে কুলায় হেরি,
সবে পশ্চিমে ফিরিছে সূর্য্য, সপ্ত রশ্মি যায় নি দেখা,
তখনো রজত গগনপ্রান্তে ফুটিয়া ওঠেনি রক্তরেখা।
সিক্তবসনা বধূরা সে পথে তখনো ফেরেনি কলসী-কাঁখে,
সহসা চমকি থমকি থামিল কে ও নির্জ্জন পথের বাঁকে।
কোথা ছিলে তুমি, কোথা ছিলে তুমি, গোপনচারিণী অদর্শনা,
বেলা পড়ে আসে, দু'দণ্ড আর, এত বিলম্ব, বিড়ম্বনা।

কোথা ছিলে তুমি হে নিষ্করুণা, কোথা ছিলে তুমি মমতাময়ী,
কোথা ছিলে তুমি দেবতা আমার, কোথা ছিলে চির-দয়িতা অয়ি,
কোথা ছিলে তুমি ওগো বিবাগিনী, কোথা ছিলে হায় জীবনাধিকা
চিরপ্রতীক্ষা সফল করিয়া জ্বালাও জীবন-বহ্নি-শিখা।
কত জনপদে মুখর নগরে প্রান্তরে পথে বিজন বনে,
দূর দুর্গম গিরির বর্ত্মে ফিরেছি অধীর অন্বেষণে,
ফিরেছি ব্যাকুল হৃদয়ে, ফিরেছি আশায় আশঙ্কায়,
শস্যশ্যামল নিরালা বীথিতে, আলোছায়া-বোনা বনচ্ছায়।
কাজল আখরে মাথার কাঁটায় কোথায় পাতার লেখনখানি,
অচেনা-চেনারে খুঁজিয়া বেড়াই, দেখিনি যাহারে তাহারে জানি,
মেঘের বরণ কেশের কলাপ, চাঁদের বরণ দেহের বিভা,
আকাশ-বরণ চোখের আভাস, সে সুন্দরী চন্দ্রনিভা।
স্বপ্নশিথিল অমল অঙ্গ তুলি, আরক্ত কপোল লাজে,
আধ আঁখি মেলি রূপসী কুমারী জাগে ঘুমন্ত পুরীর মাঝে ;
দূর দিগন্তে পথ হয় লীন, ঘন অরণ্য হয় না শেষ,
সাগর-পারের কন্যার লাগি দীর্ঘ যাত্রা নিরুদ্দেশ।
কেশের কুসুম কুড়ায়ে পেয়েছি, পেয়েছি মৃদুল বসনবাস,
পত্রনিবিড় লতার বিতানে শুনেছি ঈষৎ দীর্ঘ-শ্বাস।
হেরেছি পথের চরণ-চিহ্নে অলক্তকের রক্তরাগ,
কনকচাঁপার ঝরা পাপড়িতে চাঁপা আঙুলের দেখেছি দাগ।
নীলাম্বরীর আগুনের পাড় ঝলমল করি উঠেছে দূরে,
সাগরের তীরে, তটিনীর তটে সন্ধানে তার মরেছি ঘুরে,
স্বর্ণ-ভালের সিঁদুরের টিপ সবুজে গোপনে রেখেছে রেখা,
পাতার আড়ালে ফুটিয়া উঠেছে কম-কপোলের পত্রলেখা।
শান্ত ধরণী, পন্থ সুদূর, তপ্ত বাতাস, প্রখর আলো,
রুদ্র ভানুর ক্রুদ্ধ লোচন, কঠিন মাটি এ কাঁকর কালো।

আহত চরণ, মূর্চ্ছিত মন, লি-লি করে মাঠ, আকাশ ধু ধু,
রৌদ্রলীলায় স্বপ্ন মিলায় চলেছি একেলা চলেছি শুধু।
বেলা বয়ে যায়, বেলা বয়ে যায়, ভেঙে পড়ে ঢেউ হৃদয়-কূলে,
ম্লান কুমুদের মুদিত মুকুলে ভ্রান্ত ভ্রমর ঘুমায় ভুলে।
কি হবে চলিয়া আপনা ছলিয়া না-ছোঁয়া ছায়ার পিছনে ছুটে,
নীড়হারা পাখী, ফিরে যা একাকী, নীরব নীড়ের বক্ষপুটে।
জাগে যৌবন-জোয়ারে আবেগ, হৃদয়ের গাঙে কলধ্বনি,
স্বপ্নে জাগরে ওঠে বার-বার কার আগমনি ছন্দ রণি'।
কোমল কণ্ঠ ডাকে কোন্ দূরে, সারা বনভূমে নূপুর বাজে,
সাড়া পাই তার ফাল্গুন-বায়, সাড়া পাই তার প্রাণের মাঝে।
কেশের ভূষণ কুড়ায়ে পেয়েছি, পেয়েছি কণ্ঠমালার মণি,
হরিণ-শিশুর ছোটার পিছনে শুনেছি চপল পায়ের ধ্বনি,
পেয়েছি দিব্য তনুর গন্ধে নবীন পদ্মমধু'র ঘ্রাণ
উষ্ণ মধুর মলয় প্রবাহে করেছি হরষে পরশ-স্নান।
এল এল সে কি, শিহরে বাতাস, হৃদয় আকুলি আকুলি ওঠে,
ঘুরে ঘুরে ফেরে লুব্ধ ভ্রমর, রাঙা সরণীতে পুষ্প ফোটে।
এ-পথ ও-পথ কোলাকুলি করে ওখানে পিয়াল গাছের ফাঁকে,
পরদেশী আলো লুকোচুরি খেলে সেই নির্জ্জন পথের বাঁকে।
গোধূলি-লগনে তোমায় আমায় পথের তীর্থে মিলন হ'ল,
কুণ্ঠা কাটায়ে অয়ি মায়াময়ী, স্বপ্ন-উতল নয়ন তোলো,
স্বর্গ মাগিছে মাটির পরশ, মর্ত্ত্য মাগিছে স্বর্গভূমি,
তোমারে খুঁজেছি, তুমিও খুঁজেছ, তোমারে চেয়েছি, চেয়েছ তুমি
ছুটি নয়নের মদির দীপ্তি দু'নয়নে আজ লাগালো ঘোর,
কোথায় থাকিব, কোথায় রাখিব, কি করিব আমি, কি হবে মোর
এ কি জাগরণ, এই কি স্বপন, এ কি হলাহল, এই কি সুধা,
এ কি মরণের পরমা তৃপ্তি, এ কি জীবনের অমর ক্ষুধা।

অধরে অধর করিল স্পর্শ, তড়িৎ ছুটিল শোণিত মাঝে
এ দেহযন্ত্র বাজিয়া উঠিল আগুনের বীণা যেমন বাজে।
গন্ধমদির বাতাস অধীর, আকাশ অথির আলোয় আলা,
তীব্র সুখের বেদনা বুকের গহনে জ্বালায় দহন-জ্বালা।
কুন্দ ধবল জ্যোৎস্না-নিঝরে ঝরিছে অবিশ্রান্ত ধারা,
সুনীল আকাশ, সবুজ সাগর, শ্যামল বনানী আত্মহারা।
শাখায় শাখায় বকুল আকুল, কুঞ্জে কুঞ্জে যূথিকা বেলা,
অশোকে অশোকে লাল তরুবীথি, কাননে কাননে ফুলের মেলা।
"আজি পূর্ণিমা, আজি পূর্ণিমা, ঘেরা-ঘরে থাকা আজ কি ভালো,
আমায় ডেকেছে সাগরের জল, আমায় ডেকেছে চাঁদের আলো।"
"তোমায় ডেকেছে আকাশের চাঁদ, তোমায় ডেকেছে সাগর-বারি,
তোমায় ডেকেছে সুদূরের পথ, আর কি ধরিয়া রাখিতে পারি ?
ঝিল্লীর সুর বাজে ঝিম-ঝিম, নিঃঝুম রাত অন্ধকার,
আকাশে নাহিক তারার চিহ্ন; বিলুপ্ত জ্যোতি চন্দ্রমার।
অন্ধ উসর বন্ধুর পথ, ধূম্র-ধূসর গগনতল,
এমন গহন গভীর রাত্রে, যাত্রার নিলে কি সম্বল ?
হায় পথহারা ব্যাকুল বালিকা, কি ঘোর তামসী, কোথায় তুমি !
গুমরি গুমরি কাঁদে বিভাবরী, লোটে সমীরণ চরণ চুমি।
যেয়ো না যেয়ো না, ওদিকে যেয়ো না, ও পথ ভীষণ, ও দিক ভুল,
চলন্ত-শিখা নাচে বিভীষিকা, ছোটে জ্বলন্ত উল্কাকুল।
এস এস এস ফিরে এস তুমি, যেয়ো না যেয়ো না, যেয়ো না আর,
ও আলোয় পথ প্রদীপ্ত হ'লে ফিরিবার পথ অন্ধকার।
ওপথে যে যায় সে পথ হারায়, ওপথে যে যায় পায় না ভূমি
আর্ত্তকণ্ঠ কাঁদিয়া ফিরিছে, যেয়ো না যেয়ো না, যেয়ো না তুমি।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা



কাল সে আসিয়াছিল

কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে,
এতখানি পথ হেঁটে এসেছিল কি জানি কি মনে ক'রে।
কাশের পাতার আঁচড় লেগেছে তাহার কোমল গায়,
দুটী রাঙা পায়ে আঘাত লেগেছে কঠিন পথের ঘায়।
সারা গাও বেয়ে ঘাম ঝরিতেছে, আলসে অবশ তনু,
আমার দুয়ারে দাঁড়াল আসিয়া—দেখিয়া অবাক হনু।
দেখিলাম তারে—যার লাগি একা আশা-পথ চেয়ে থাকি,
এই বালুচরে মাথা কুটে কুটে ফুকারিয়া যারে ডাকি'।
দেখিলাম তারে—যার লাগি এই উদাস ঝাউয়ের বন,
বরষ বরষ মোর গলা ধরি' করিয়াছে ক্রন্দন।
দেখিলাম তারে, তবু কেন হায় বলিতে নারিনু ডাকি'
কোন্ অপরাধে আমার ললাটে দিলে এত ব্যথা আঁকি।
বলিতে নারিনু, অগো পরবাসী, দেখিতে এলে কি তাই,
আগুন জেলেছো যেই ঘন বনে সেকি পুড়ে হ'ল ছাই!
এলে কি দেখিতে—দূর হ'তে যারে হেনেছিলে বিষ-বাণ,
সে বন-বিহগী বেঁচে আছে কিবা জীবনের অবসান।
বলিতে নারিনু—নিঠুর পথিক, কেন এলে মিছামিছি,
অলস চরণ, অবশ দেহটী, সারাগায়ে ঘাম, ছি-ছি।

এতখানি পথ হাঁটিয়া এসেছে ‘কত না কষ্ট সহি’—
তারি কাছে মোর দুখের কাহিনী কেমন করিয়া কহি’ ।
নয়নের জল মুছিয়া ফেলিনু, মুখে মাখিলাম হাসি,
কহিলাম, বুঝি পূবের সুরুয সাঁকোতে উদিল আসি’ ।
আঁচলে তাহারে বাতাস করিনু, চরণ দু’খানি ধুয়ে
মাথার কেশেতে মুছাইয়া দিয়ে বসিলাম কাছে নুয়ে ।
কহিলাম,—বড় ভাগ্য আমার, আজিকার দিন খানি
এমনি করিয়া রাখা যায় না কি দুই হাতে যদি টানি !
রবির চলার রথ,
আজিকার তরে ভুলিতে পারে না অস্তপারের পথ ?
কৌটায় ভ’রে সিঁদুর ত’ রাখি, আজিকার দিন হায়,
এমনি করিয়া কৌটার মাঝে ভ’রে কি রাখা না যায় ।
এই দিনটারে মাথার কেশেতে বেঁধে রাখা যায় নাকি !
মিছামিছি কত বকিয়া গেলাম ছাই পাঁশ থাকি’ থাকি’ ।
শুনে সে কেবল হাসি-মুখে তার আরও মাখাইল হাসি,
সেই রাঙা মুখে—যে মুখেরে আমি এত ক’রে ভালবাসি ।
মুখেতে মাখিল হাসি,
সোনা দেহখানি নাড়া দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া ফুল-বাসী !

কাল এসেছিল এই বালুচরে আর মোর কুঁড়ে ঘরে—
তার পাশে চলে ছোট্ট নদীটি দুইখানি তীর ধ’রে ।
সেই দুই তীরে রবি-শস্যেতে দিগন্ত গেছে ভরি’—
রাই সরিষায় জড়াজড়ি করে ফুলের আঁচল ধরি’ ।
তারি এক তীরে বাঁকা পথখানি, দীঘল বালুর লেখা,
সেই পথ দিয়ে এসেছিল কাল আঁকিয়া পায়ের রেখা ;
কাল এসেছিল, চখা আর চখী এ ও’রে আদর করি’
পাখা নেড়েছিল, তারি ঢেউ লাগি’ নদী উঠেছিল নড়ি’

—তারি ঢেউ বুঝি ভেসে এসেছিল আমার পাতার ঘরে—
বহুদিন পরে পেয়েছিনু তারে শুধু কালিকার তরে।
কালিকার দিন, মেরু-কুহেলির অনন্ত আঁধিয়ারে
শুধু একখানা আলোক-কমল ফুটেছিল একধারে।
মহা-সাগরের দিগন্ত-জোড়া ফেন-লহরীর 'পরে
প্রদীপ-তরণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ ব্যথার ঝড়ে।
কালকে তাহারে পেয়েছিনু আমি, হায়, হায়, কত কাল,
যারে ভাবি এই শূন্যে বালুচরে চিতায় দিয়েছি জ্বাল ;
সেই তারে হায়, দেখিয়া নারিনু খুলিয়া দেখাতে আমি
এই জীবনের যত হাহাকার উঠিয়াছে দিন-যামি,—
যে-আগুণে আমি জ্বলিয়া মরেছি, সে-দাবদাহন আনি'
কোন্ প্রাণে আমি নারী হয়ে সেই ফুলের তনুতে হানি' !
শুধু কহিলাম—পরাণ বন্ধু, তুমি এলে মোর ঘরে,
আমি ত' জানিনে কি ক'রে যে আজ তোমারে আদর করে।
বুকে যে তোমারে রাখিব, বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জ্বলে ;
নয়নে রাখিব ! হায় রে অভাগা, ভাসিয়া যাইবি জলে !
কপালে রাখিব ! এ ধরার গাঁয়ে আমার কপাল পোড়া ;
মনে যে রাখিব, ভেঙে গেছে সে যে কভু লাগে নারে জোড়া।
সে কেবল শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাহিল আমার পানে ;
ও যেন আরেক দেশের মানুষ, বোঝে না ইহার মানে।
সামনে বসায়ে দেখিলাম তারে, দেখিলাম সেই মুখ !
ভাবিলাম ওই সুমেরু হইতে কি ক'রে যে আসে দুখ !
দেখিতে দেখিতে সকাল কাটিল, দুপুরের উঁচু বেলা,
পশ্চিম দেশে গড়ায়ে পড়িল মেঘেতে আঁকিয়া খেলা।
বালুচর হ'তে বিদায় মাগিল নতুন বকের সারি,
পাখায় পাখায় আকাশের বুকে শেফালীর ফুল নাড়ি'

সে মোরে কহিল—"দিন চলে গেল, আমি তবে আজ আসি"—
—যার রাঙা মুখ ফুলের মতন, তাতে মাখা মিঠি হাসি—
সে মোরে কহিল, একটি কথায় ভাঙ্গিল স্বপন মোর,
ভাঙিল তাহার সোণার চূড়াটী, ভাঙিল সকল দোর।
সে মোরে কহিল' "শোন তাপসিনী, আজিকের মত তবে
বিদায় হইনু, আবার আসিব মোর খুসী হ'বে যবে।"
হাসিয়াই তারে কহিলাম, "সখা, বিদায় নমস্কার।"
অভাগিনী আমি রুধিতে নারিনু নয়ন-জলের ধার।
খানিক যাইয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল আমারে, "নারী।
কোন কিছু ক'য়ে ব্যথা কি দিয়েছি কেন তব চোখে বারি ?"
আমি কহিলাম, "সুন্দর সখা, আমার নয়ন-ধার ;
পাইয়াও যে গো পাইনে তোমারে ভাষা এই বেদনার—
"আমি কি নিঠুর"—সে মোরে শুধাল, আমি কহিলাম,—"নয় ;
ফুলেরও আঘাত পায়ে লাগে যার, কে তারে নিঠুর কয় ?
গলায় যাহার মালা দেই না ক' হয়ত মালার ভারে
তাহার কোমল ফুলের অঙ্গে কোন ব্যথা দিতে পারে।

ছুঁই না যাহারে ভয়ে
ও দেহ-তরুর অফুট কুসুম যদি প'ড়ে যায় খ'য়ে ;
সে মোরে দিয়েছে এই এত জ্বালা এ কথা ভাবিব যবে
রোজ-কেয়ামত ভেঙে পড়ে যেন আমার মাথায় তবে।"
"তবে কেন কাঁদ ? হায় তাপসিনী, জীবনের ভোরখানি !
কার হেলা পেয়ে আজিকে এনেছ মরণের দেশে টানি'।"
আমি কহিলাম—"সোনার বন্ধু, এ মোর ললাট-লেখা।
কেউ পারিবে না মুছাইয়া দিতে ইহার গভীর রেখা।

মাথার পসরা খানি
মাথায় লইয়া চলিতে হইবে সুমুখে চরণ টানি'

এ-জীবনে কেউ দোসর হবে না, নিবে না করিয়া ভাগ,
এই বুক ভরি' জমায়েছি যত তীব্র বিষের দাগ।
তবু বলি সখা কেন কাঁদি আমি, তোমারে দেখিয়া মোর
কেন বয়ে যায় শাওনের ধারা ভাঙ্গিয়া নয়ন দোর।
আমি কাঁদি সখা, তুমি কেন হেথা মানুষ হইয়া এলে
বিধির গড়া ত' সবই পাওয়া যায়. মানুষেরে নাহি মেলে।
আকাশ গড়েছে শ্যাম ঘন নীল দুধের নবনী মেঘে—
সন্ধ্যা সকাল প্রতিদিন যায় নব নব রূপ মেখে ;
যতদূরে যাই তত দূরে পাই, কেউ নাহি করে মানা,
কেউ নাহি পারে কাড়িয়া লইতে মাথার আকাশ খানা!
—বিধাতা গ'ড়েছে সুন্দর ধরা, কাননে কুসুম-কলি,
কোলে কোলে তার পাখী গাহে গান, গুঞ্জরে মধু অলি।
বাতাস চলেছে ফুল কুড়াইয়া পাখায় জড়ায়ে প্রাণ—
যারে পায় তারে বিলাইয়া যায় ফুল-সখীদের দান।
তটিনী চলেছে গাহি—
তার জলে আজ সম-অধিকার, কারো কোন বাধা নাহি।
শুধু মানুষেরে পায় না মানুষ নাহি কারো অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ-ভবে, মানুষ হ'লনা কার।

জসীম উদ্দীন



—লীলা-সঙ্গিনী—

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"—মনে আছে সেকি সব কাজ, স

ভুলায়েছো বারে বারে

বন্ধ দুয়ার খুলেছো আম

কঙ্কণ ঝঙ্কারে

—রবীন্দ্রন





বহু দিন পরে

বহুদিন পরে দেখিনু তোমারে
অনেক লোকের মাঝে,
উৎসব রাতি নহবৎ দ্বারে
সুমধুর সুরে বাজে।
কতদিন চলে গিয়েছে বৃথায়
হৃদয় আকুল দরশ তৃষায়
আজিকে তোমারে দেখিনু চকিতে
ভীত কম্পিত লাজে।
বহুদিন পরে দেখা পেনু তব
অনেক লোকের মাঝে।

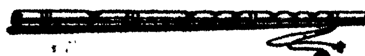
বহিছে শীতের উত্তর-বায়
রিক্ত তরুর শাখে
নাহি পল্লব নাহি ফোটে ফুল
কোকিল নাহিক ডাকে
তবু যেন মোর আজি হ'ল মনে
শত বসন্ত এসেছে জীবনে
ডাকিছে কোয়েল ফুটিছে কুসুম
কাননেতে লাখে লাখে।
যদিও শীতের উত্তর
বহিছে তরুর শাখে।

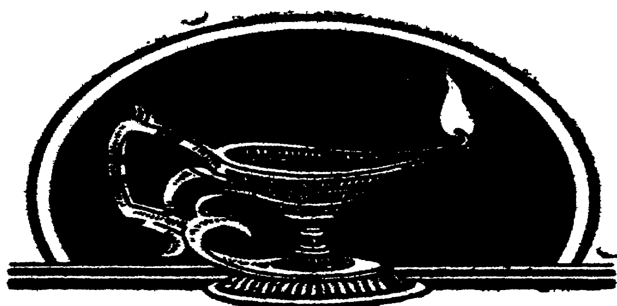
উমা দেবী

মোর পানে চেয়ে দেখিলে কি তুমি
স্বপ্ন-বিভোল আঁখি ?
এতদিন পরে পেলে কি খুঁজিয়া
হারানো ছিন্ন রাখী ?
ডাকিলে কি মোরে অস্ফুট স্বরে
যে নাম ধরিয়া ডাকিতে আদরে
কী ধন আমারে দিলে দূর হ'তে
নয়ন আড়ালে থাকি ।
চাহিলে কি তুমি তুলিয়া তোমার
স্বপ্ন বিভোল আঁখি ?

আনন্দে মোর হৃদয় আজিকে
গাহিয়া উঠিল গান,
উৎসব গৃহে জন কোলাহলে
নাহি যেন মোর স্থান !
হেথা হ'তে যেন চলে গেছি দূরে
নিভৃত নিলয় হৃদয়ের পুরে
সেথায় কেবলি তুমি আর আমি
নাহি কোনো ব্যবধান
আনন্দে মোর হৃদয় আজিকে
গাহিয়া উঠিল গান ।

—উমা দেবী



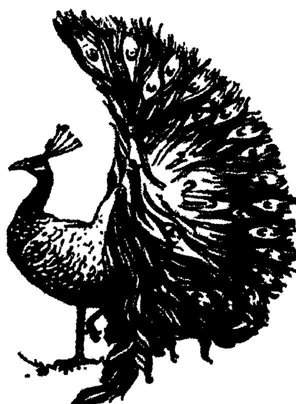


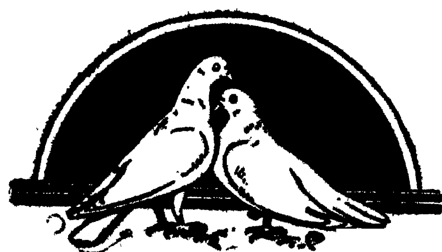
পর্য্যাপ্ত

কবে একদিন জ্যোৎস্না আলোয়
তোমারি ঘরের পাশে
আমার পরাণ কেঁদে মরেছিল
বেদনারি নিশ্বাসে,
শুক্ল পক্ষ স্তব্ধ আকাশ
ছেয়েছিল ছেঁড়া মেঘে
ঘন কাশবন করে শন্ শন্
উত্তর বায়ু লেগে।
তুমি বাহিরিয়া এলে—
তোমার উদার দক্ষিণ হাতে
স্নিগ্ধ আলোক জ্বেলে,
ওগো বেদনার নাথ,
আমার লুকানো মলিন হিয়ায়
করিলে নয়ন পাত।
তোমার হাতের প্রদীপের শিখা
মৃদু মৃদু কাঁপে দেখি
মনেতে তখন নূতন বারতা
চছিল লেখালেখি ;

আমি ত' গো চাহি নাই
তুমি আপনা হইতে আলোকে তোমার
দিয়েছিলে মোরে ঠাঁই'
তুমি যে উদার সূর্য্যের মত,
মহান্ আলোক তব
যতটুকু মোর পড়েছে চিত্তে
করিয়াছে অভিনব,
সেই যথেষ্ট মোর ;
তারি সম্মান
করে যেন প্রাণ
মুগ্ধ জীবন ভোর।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী





—শেষ রাত্রি—

কাল তুমি রবে এমন সময় অনেক যোজন দূরে…
যতো ভাবি ততো উথলি হৃদয় অবাধ্য-আঁখি ঝুরে।
ওগো কাছে এসো—আরো আরো কাছে, নাও মোরে আরো টানি,
তোমার বাহুর অভয় বাঁধনে বাঁধো মোর তনু খানি।
কোনো ব্যবধান রেখোনাকো আর, ওগো আজ শেষরাতি,
দূর কোরে দাও উপধান গুলো,—নিভাও বিজলী-বাতি।।
বাকী-রাতটুকু বক্ষে তোমার বেদনার-নীড় বেঁধে
চক্ষের জলে ভাসিয়া কেবল নীরবে কাটাবো কেঁদে।—
তুমি ঘিরে আছো তবু যেন প্রাণ গুমরে ব্যথার সুরে,—
যত ভাবি কাল রবে এ সময়—অ-নে-ক যোজন দূরে!

ওগো কাল রাতে এমন সময় ভেঙ্গে চুরে দুটী প্রাণ,—
কত নদী গিরি মরু-প্রান্তর বিরচিবে ব্যবধান!
তোমার অভাব-বেদনা আমার হয়ত' অসহ হবে,
জীবনে প্রথম ছাড়াছাড়ি এ'যে—বহুদূরে তুমি র'বে।
হাতটি বাড়ালে পাবোনা পরশ, আসিবে না কাণে স্বর,—
দেখিতে পাবো না সারাদিন রাতি—শূন্য র'বে এ' ঘর!
ভাবিতেও আজ ভয় করে ওগো। আসিলে রাত্রি, কাল
আমার প্রহর কাটিবে কেমনে!। ছিঁড়িবে স্বপ্নজাল!
শুধু বিচ্ছেদ-বেদনা সৃজিবে সকাতর-অভিমান,—
ওগো কাল রাতে এমন সময়ে ভেঙে চুরে দু'টি প্রাণ!

কতো দিন ওগো ঘুমুতে পাবোনা এমনি জড়িয়ে গলা,—
সারারাত জেগে কাণে কাণে এই, যা' মনে আসে তা' বলা।
কপোলে কপোল মিলায়ে বিভল-আবেশে বাক্যহীন,—
তবেতো মোদের মধুরাতি কাটে, সজল শ্রাবণ-দিন।
ওগো। ওগো মণি। শুন্‌চো সোনাটি। আমার প্রাণের আলো।···
—কিছু না। এম্‌নি ডাক্‌চি।—তোমায় ডাকতে লাগে যে ভালো।
কাল তো এমনি পাবোনা তোমায়,—এসো আরো আরো কাছে।—
রাত্রি পোহাতে চেয়ে দেখ, আর-একটি প্রহর আছে।
কত কথা ছিলো সবি র'য়ে গেলো হোলনা কিছুই বলা,
ওগো কতদিন পাবোনা ঘুমোতে এমনি জড়িয়ে গলা

হ্যাঁগো মনে ঠিক র'বে তো? আমায় ভুলেতো যাবে না শেষে?
মন্থু'কে তোমার হারিয়োনা যেন বিদেশীনীদের দেশে।
শত রূপসীর আঁখির অতলে কালো 'মন্থুয়া'র স্মৃতি
দেখো যেন ডুবে যায় না। জগতে ঘটেও এমন নিতি!
না···না, বোল্‌বোনা, রাগ কোরোনাগো, লক্ষ্মী আমার মণি।
স'য়না বুঝি এ' ঠাট্টাটুকুও?···ব্যথা পাও তক্ষণি।
···চিঠি পাবো কবে? মঙ্গলবারে? আজ সবে শনিবার।···
রবি সোম দু'টো কাটাবো কী কোরে? পৌঁছেই ক'রো তার;
না-না, কালই চিঠি লিখো ট্রেণ থেকে, ডাকঘরে নেবো এসে
হ্যাঁগো।···মনে ঠিক থাকবে তো? গিয়ে ভুলে যাবেনা তো শেষে?

ওই তো ফরসা হয়ে আসে—,—ওগো, সরে' এসো···চুমু দাও।
লজ্জা আমার ঘুচে গেছে আজ; ফিরে দেবো যত চাও।
কী জানি কেন গো মনে হয় যেন, আজ রাতই শেষরাত···
কী যে ব্যথা বুকে বেজে ওঠে উহু।···দাও-দাও···দেখি হাত।

আঃ কী আরাম। জুড়িয়ে গেল গো···তোমার পরশ পেয়ে।
কাঁদ্‌বোনা আর, মুখ তোলো তুমি,···ভালোকোরে দেখো চেয়ে।
তোমায়ো চোখেও জল যদি ঝরে—ওগো তুমি বলো তবে ··
তোমার পাগল-'মনুয়া'র মন কেমনেতে থির্ রবে।
আর একবার দু'টি বাহু ঘিরে নিবিড়-বাঁধনে নাও।···
ওই তো ফর্‌সা হোয়ে গেলো ওগো,···শেষ চুমু ক'টি দাও।

* * * *

ওগো এ সময় মরণ আসে তো তা'র বাড়া সুখ নেই,
তোমার বুকেতে লীন হ'য়ে থাকা, আমার স্বর্গ এই।
তোমারে পাওয়ার চেয়ে সেরা কিছু কাম্য নেই এ প্রাণে,
আমার মোক্ষ মিলেছে বন্ধু। তোমারে আত্মদানে।
কলঙ্ক আজ চন্দন মোর, নিন্দা হোয়েছে ফুল,
মনুর সমাজে কুলায়নি ঠাঁই, ভেঙেছে স্বজন-কূল।
সব ছাড়া যায় তোমারি জন্য, তোমারেই ছাড়া দায়।
আমার ভুবন শুধু তোমাময়, ছেয়ে প্রাণ-মন কায়।
ওকি। না না, এসো, আরেকটু শোও,—ভোর হলো সবে এই।
আমার মরণ এ সময়ে এলে তার বাড়া সুখ নেই!

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী

—শেষ—

